Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৮তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০১৫

Contents

মাসিক

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৮তম বর্ষ — **১১তম সংখ্যা**

শাওয়াল-যিলক্বদ ১৪৩৬ হিঃ

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২২ বাং

আগস্ট ২০১৫ ইং

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া (আমচত্বর)

পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪

সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭

কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫

'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮

ই-মেইল : tahreek@ymail.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

আল্লাহদ্রোহীদের আস্ফালন ও মুসলমানদের সরকার

সম্প্রতি দেশে ছিদ্দীক্বী ও চৌধুরীদের বকওয়াস ও উল্লম্ফন দেখে এবং সেই সাথে আদর্শহীন ও দেশপ্রেমহীন নেতাদের চানক্যনীতি দেখে দূর অতীতের জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ও মীরজাফরদের চেহারা মনের আয়নায় ভেসে উঠছে। মীর মদন ও মোহনলাল হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তরুণ মুসলিম নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে সমর্থন দিয়ে তারা পলাশীর যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নেতার প্রতি অটুট আনুগত্য ও নিখাদ দেশপ্রেমের নীতিতে তারা অটল ছিলেন। সেকারণ ইতিহাসে তারা সম্মানিত হয়েছেন। পক্ষান্তরে নবাবের নিকটাত্মীয় ও প্রধান সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে মীরজাফর ও তার সঙ্গীরা 'বিশ্বাসঘাতক' হিসাবে ইতিহাসে কলংকিত হয়েছেন। তাদের সেদিনের পদস্খলনের ফলে উপমহাদেশ থেকে মুসলিম শাসন চির বিদায় নেয় এবং আরও পরে অখণ্ড ভারতবর্ষ ভেঙ্গে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, আফগানিস্তান ৫টি খণ্ডিত রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। যদি সেদিন নবাবের মন্ত্রীরা ও প্রধান সেনাপতি ঘরের ও বাইরের পাতানো ফাঁদে পা না দিতেন, তাহ'লে উপমহাদেশে মর্মান্তিক রাজনৈতিক ট্রাজেডী সৃষ্টি হ'ত না। আজকে আমাদের দেশের রাজনীতিক ও ধনিকশ্রেণী যদি বিদেশী স্বার্থের ক্রীড়নক হন ও তাদের চালান করা কুফরী মতবাদ সমূহের অনুসারী হন, তাহ'লে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। ১৯৯৪ সালে কুরআন পরিবর্তনের দাবীদার তাসলীমা নাসরীন ও তার দোসররা যেভাবে মাথা চাড়া দিয়েছিল, বর্তমানে তেমনি ব্লগার, গণজাগরণী, ছিদ্দীক্বী ও চৌধুরীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সে সময় ক্ষমতায় ছিলেন খালেদা জিয়া। আর এখন ক্ষমতায় আছেন শেখ হাসিনা। ক্ষমতার বদল হ'লেও নীতির বদল হয়নি। তখন সরকারের দ্বিমুখী নীতির বিরুদ্ধে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' ঢাকার মানিক মিয়াঁ এভেনিউয়ে সে বছর ২৯শে জুলাই ২০ লক্ষাধিক মানুষের বিশাল প্রতিবাদ সম্মেলন করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু এখন তা করা সম্ভব নয়। কারণ সবার জানা। দমননীতি দ্বারা সাময়িক ফল পাওয়া গেলেও তা যে ভবিষ্যতে কুফল ডেকে আনে, তা কে না জানে? দূরদর্শী ও দেশ প্রেমিক নেতাগণ নিজেদের জীবনের চাইতে নিজেদের আদর্শ, দেশ ও জাতিকে ভালবাসেন। কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতায় সেটি দৃশ্যমান নয়। মানুষকে কথা বলতে দিলে ও তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিলে তাকে সহজে চেনা যায় ও জানা যায়। কিন্তু বাধা দিলে সে চুপ থাকে এবং চোরা পথ তালাশ করে। আর চাপ দিলে সে মিথ্যা বলে। অতএব ভদ্র ও সংযতভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত না করাতেই কল্যাণ বেশী। এগুলি রাজনৈতিক বিষয়ে হ'তে পারে। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে? বিশেষ করে যদি সেটা আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম ও তার কোন ফরয বিধান সম্পর্কে হয়? তাহ'লে কি তাকে এসবের বিরুদ্ধে কথা বলার স্বাধীনতা দেওয়া যাবে? গরু-ছাগলকে বিকট শব্দ করার সুযোগ দেওয়া গেলেও মনুষ্যবেশী এইসব অমানুষকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া যাবেনা। হাদীছের ভাষায় 'এরা মানুষের দেহধারী শয়তান' *(মুসলিম হা/১৮৪৭)*। কেননা তারা সৃষ্টি হয়ে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তার বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলছে। সন্তান যদি পিতাকে অস্বীকার করে ও তার বিরুদ্ধে কুট মন্তব্য করে, সে যেমন মাফ পায় না। আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মন্তব্যকারী ব্যক্তি তেমনি মাফ পাবে না। ইসলামের বিধানে তার একমাত্র শাস্তি 'মৃত্যুদণ্ড'। তাসলীমা ও ব্লগাররা এবং সম্প্রতি ছিদ্দীক্বী ও চৌধুরীরা সে কাজটিই করছে। সরকারের উচিৎ ছিল এদের যথাযোগ্য শাস্তি বিধান করা। কিন্তু তার বিপরীতটাই প্রকট।

বিভিন্ন দেশে পাশ্চাত্যের বরকন্দাজ সরকারগুলি তাদের নিজ দেশের মুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় অধিকার অহরহ লংঘন করছে। বোরকা-হিজাব নিয়ে বিদ্রুপ করছে। কোথাও কোথাও নিষিদ্ধ করছে। অফিসে ও কর্মস্থলে ছালাত আদায়ে বাধা দিচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্দানশীন মেয়েদের অপমান করা হচ্ছে। সামরিক বিভাগে দাড়ি রাখতে ও লম্বা প্যান্ট পরতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। দাড়িওয়ালা দ্বীনদার সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে। অন্যেরা বসকে খুশী করে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্র ভয়ে তাদের অন্যায় দাবী পূরণ না করায় দ্বীনদার কর্মচারী ও কর্মকর্তারা অপদস্থ, অন্যায় স্থানান্তর এমনকি চাকুরিচ্যুত হচ্ছেন। সরকারী দলের লোকদের অত্যাচারে এবং পুলিশী নির্যাতনে ও মিথ্যা মামলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। যখন যে দল ক্ষমতায় যায়, তখন সেই দল দু'হাতে লুটপাট ও দুর্নীতি করে। তাদের টিকিটি স্পর্শ করার ক্ষমতা কারু থাকে না। এমতাবস্থায় কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত যদি মুমিনের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইসলামের ফরয বিধান নিয়ে কেউ তাচ্ছিল্য করে এবং সরকার তাকে পরোক্ষ সমর্থন দেয়, তাহ'লে কি মানুষ ঐ সরকারের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে, না তার জন্য বদ দো'আ করবে? ভদ্রলোকের কাছে ভদ্র প্রতিবাদই যথেষ্ট হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারগুলি মিছিল, হরতাল ও জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতিতে অভ্যস্ত বিধায় তারা মার-কাট ও ভাংচুর ছাড়া নড়ে না। ফলে দেশে অশান্তি ও বিশৃংখলা বাড়ছে। দলীয় সরকার কেবল দলীয় লোকদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। ফলে তার মন্দ প্রতিক্রিয়া হবেই। আর এই বিভক্তি ও অসন্তুষ্টির সুযোগ নিচ্ছে শত্রুরা। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদেই সৃষ্টি হচ্ছে মুসলিম দেশগুলিতে ইসলামের নামে জঙ্গীবাদী তৎপরতা। জিহাদের অপব্যাখ্যা করে তারা স্ব স্ব দেশের সরকারের বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছে। অন্যদিকে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের নামে সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দোষ লোকদের মারছে। এভাবে মারছে মুসলমান ও মরছে মুসলমান। দূর থেকে ক্রুর হাসি হাসছে দেশ ও জাতির শত্রুরা। পাকিস্তান আমলে ধনী ও গরীবের বৈষম্য দূর করার নামে কথিত শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে বামপন্থীরা দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করত। এখন জিহাদের নামে দ্বীনদার তরুণদের দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো হচ্ছে। ফলে নিজের ভাইয়ের রক্তপাত ঘটিয়ে সে জান্নাত কামনা করছে। এরপরেও এইসব জিহাদীদের রয়েছে অসংখ্য দল। তারাও একে অপরকে মারছে। অর্থ ও অস্ত্র কারা দিচ্ছে? রাতারাতি আই,এস পরাশক্তি হয়ে গেল। হ্যাঁ, এভাবেই সফল হচ্ছে শত্রুদের চক্রান্ত। অতএব সরকারকে যেমন ইসলামের পক্ষে কাজ করতে হবে, তেমনি ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরতে হবে। কথিত জিহাদীদেরকেও নিজ দায়িত্বে ইসলামী দাওয়াতের সঠিক পথে ফিরে আসতে হবে। নইলে ইহকাল ও পরকাল দু'টিই হারাতে হবে। নেতাদের বলব, আপনারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিন মাস ধরে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে পুড়িয়ে মেরেছেন। হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে তাদের কাতরানোর মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখেছেন। এখন একবার মনের আয়নায় জাহান্নামের আগুনে জীবন্ত অবস্থায় পুড়ন্ত মানুষের যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য অবলোকন করুন। আল্লাহ সেদিন কাউকে ছাড়বেন না। অতএব সাবধান হৌন!

পরিশেষে আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী যেকোন ব্যক্তি ও সংস্থাকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন -আমীন! *(স.স.)*।

Contents

১৬ মাসের মর্মান্তিক কারা স্মৃতি

[২০০৫ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০০৬ সালের ৮ই জুলাই। ১ বছর ৪ মাস ১৪ দিন]

*অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম**

(৪র্থ কিস্তি)

তিন দিনের রিম্যাণ্ড শেষে আমরা সিরাজগঞ্জ থেকে নওগাঁ কারাগারে গেলাম। স্যার এবার কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকলেন। এসময় তিনি 'ইনসানে কামেল' বইটি লিখলেন। তিনি সারা দিন পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকতেন। বিশেষ করে আযীযুল্লাহ্‌র পিএইচ.ডি থিসিসের বিষয়বস্তু প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁর প্রায় সাড়ে ছয়শো পৃষ্ঠার বইটি তিনি পড়ে শেষ করে ফেলেন। একদিন তিনি এক মনে বই পড়ছিলেন। সুবেদার ছাহেব এসে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। প্রায় ১৫ মিনিট পর তিনি সালাম দিলে স্যার মাথা উঁচু করে তার সালামের জবাব দেন। সুবেদার ছাহেব সেদিন বিস্মিত হয়ে অনেক প্রশংসামূলক কথা বলেছিলেন। ঐ সময় মাসিক আত-তাহরীক আগস্ট'০৫ সংখ্যায় 'আমার আব্বুর মুক্তি চাই' শিরোনামে স্যারের কনিষ্ঠ পুত্র নওদাপাড়া মারকাযের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের একটি কবিতা বের হয়। যা পড়ে আমরা কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। সুবেদার ছাহেব বলেছিলেন, বাপ কা বেটা। রক্তের তেজ এগুলি'। ইতিপূর্বে এপ্রিল'০৫ সংখ্যায় আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব-এর 'আমার আব্বাকে কেন গ্রেফতার করা হ'ল!' শিরোনামে লেখাটি বের হয়। যা ঐ সময় দৈনিক ইনকিলাব ৪ঠা মার্চ'০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া আমাদের মুক্তির পক্ষে লিখিত ড. সাখাওয়াত হোসাইন, মুযাফফর বিন মুহসিন, শামসুল আলম, শিহাবুদ্দীন আহমাদ এবং অন্যান্যদের লিখিত প্রবন্ধ, কবিতা ও বক্তৃতা সমূহ কারাগারের জীবনে আমাদের জন্য সান্ত্বনার বস্তু ছিল।

১৭ই আগস্ট'০৫ তারিখে দেশব্যাপী ৬৩ যেলায় একযোগে জেএমবিদের বোমা হামলার পরে ৩১শে আগস্টের পত্রিকায় স্যারের ভাগিনা ছদরুল আনাম-এর গ্রেফতারের খবর পড়ে স্যার খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হন। ৩০শে আগস্ট মঙ্গলবার বেলা ১১-টার দিকে চট্টগ্রামে তার বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আমরা সবাই তার জন্য প্রাণভরে দো'আ করি। তিনি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর চট্টগ্রাম যেলা সভাপতি। পরে জেনেছি, তার বিরুদ্ধে ৫টি মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। সবগুলি প্রাথমিক তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় তিনি এফআরটি পান এবং সবশেষ একটিতে চূড়ান্ত বিচারে তিনি বেকসুর খালাস পান। অতঃপর ২ বছর ৩ মাস ২০ দিন পর ২০.১২.০৭ইং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঈদুল আযহার এক দিন পূর্বে তিনি চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

স্যার বাদে আমাদের সকল কর্মীদের মধ্যে তিনিই সবচাইতে বেশী দিন কারা যন্ত্রণা ভোগ করেন। আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে এর উত্তম বদলা দান করুন- আমীন!

স্যার এসময় তার জন্য বিশেষভাবে দো'আ করতেন। যেমনটি মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারূনের জন্য করতেন। আল্লাহ বলেন, 'মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি শুধু নিজের উপর ও আমার ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি। অতএব তুমি আমাদের উভয়ের ও এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়ছালা করে দাও' *(মায়েদাহ ৫/২৫)*। স্যার ভাই-এর স্থলে 'আমার ভাগিনা' বলতেন। তিনি আমাদের সঙ্গে দুঃখ করতেন এরূপ নিরীহ নির্দোষ ছেলেকে যারা কষ্ট দিচ্ছে, আল্লাহ তাদের কখনই ছাড়বেন না।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমাদের কারাবন্দী প্রায় ৪০ জন নেতা-কর্মীর সকলের মুক্তির পরেই যেন আমার মুক্তি হয়। আল্লাহ সেটাই কবুল করেন এবং তিনি মুক্তি পান সবার শেষে ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন পর ২০০৮ সালের ২৮শে আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বগুড়া যেলা কারাগার থেকে।

হাইকোর্টে যামিন হ'ল না : নওগাঁ জেলের সুবেদার ছাহেব ১লা সেপ্টেম্বর'০৫ এসে স্যারকে বললেন, আজকের পত্রিকায় দেখলাম আপনার যামিন হয়েও হ'ল না। জ্যেষ্ঠ বিচারক আপনাকে যামিন দিয়েছিলেন। দু'দিন পরে এসে কনিষ্ঠ বিচারক ভিন্নমত পোষণ করেন। ফলে দ্বিধাবিভক্ত রায়ের কারণে যামিন হ'ল না। কথাগুলি শুনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হ'লাম। যেখানে চোর-দস্যুরা যামিন পায়, সেখানে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর যামিন পান না, এটা কেমন হাইকোর্ট? কে না জানে যে, কনিষ্ঠ বিচারক সর্বদা সরকারের স্বার্থ দেখে থাকেন। হ্যাঁ, সেদিনকার সেই যামিন না হওয়ার খেসারত স্যারকে দিতে হ'ল ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারা নির্যাতন ভোগের মাধ্যমে। কি চমৎকার বিচার বিভাগ ও কি চমৎকার গণতন্ত্র!

এসময় স্যারকে 'ডিভিশন' নেওয়ার জন্য আমরা পরামর্শ দেই। তখন তিনি বলেন, সেটা নিলে তো আমাকে সেখানে তোমাদের ছেড়ে একাই থাকতে হবে। তার চাইতে যেভাবে আছি, এটাই কি ভাল নয়? তখন তিনি বা আমরা কেউই জানতাম না যে, স্যারকে আমাদের থেকে সত্বর অন্য কারাগারে স্থানান্তরিত করা হবে। স্যার বললেন, এসব আবেদন করে কোন লাভ হবে না। কারণ যে দেশের হাইকোর্ট আমাকে যামিন দেয়নি, সে দেশের কোন আদালত আমাকে 'ডিভিশন' দিবে না।

স্মর্তব্য যে, উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কারাগারে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পান ও তাদেরকে কারাগারের ভাষায় 'ডিভিশন' দেওয়া হয়। যেখানে তাদের কিছুটা উন্নতমানের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়

* *সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।*

Contents

এবং তাদেরকে দৈনিক পত্রিকা পাঠের সুযোগ দেওয়া হয়। এ নিয়ম বৃটিশ আমল থেকে চলে আসছে। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে এটার নিরপেক্ষ প্রয়োগ নেই।

উল্লেখ্য যে, আমরা একটানা নওগাঁ জেলে থাকলেও আমীরে জামা'আতের মামলা ছিল বিভিন্ন যেলায়। ফলে তাঁকে প্রতিটি মামলার হাযিরার দিনে চলে যেতে হ'ত। এভাবে তাঁকে মোট ৭টি জেলখানায় নেওয়া হয়। তাঁকে স্থির হয়ে এক জায়গায় বেশী দিন থাকতে দেওয়া হ'ত না। এমনকি অন্য জেলখানায় নেওয়ার আগের রাতেও তাঁকে বলা হ'ত না। হঠাৎ এসে বলা হ'ত প্রস্তুত হন। হয়তোবা এটাও ছিল তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সরকারের অন্যতম ষড়যন্ত্র।

মোসলেম মোল্লা বেকসুর খালাস :

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের কারাগারে আগমনে নওগাঁ জেলখানার হাজতী, কয়েদী এমনকি কারারক্ষীরাও রাগে-দুঃখে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে তাদের অনেকের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে যে, এ সরকারের পতন আসন্ন। নির্দোষ আলেমের হৃদয়ের আকুতি ও মযলূমদের চোখের অশ্রু বৃথা যেতে পারে না। তবে কয়েদীরা নির্দোষ আমীরে জামা'আতকে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিল এই ভেবে যে, তারা তাদের মনের গহীনে জমানো কথাগুলি আমীরে জামা'আতকে বলে মানসিকভাবে স্বস্তি পাবে এবং তাঁর কাছ থেকে দো'আ নিতে পারবে। এই ধরনের একজন ছিলেন নওগাঁর হাসাইগাড়ীর মোসলেম মোল্লা। যিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে আয়োজিত মিছিলে যোগদান করেছিলেন। তিনি তার সমস্ত ঘটনা খুলে বললে আমীরে জামা'আত তাকে জেল আপীল করার পরামর্শ দেন এবং তার মুক্তির জন্য প্রাণখোলা দো'আ করেন। ফলে আল্লাহ্র রহমতে আমরা জেলখানায় থাকা অবস্থাতেই হাইকোর্ট থেকে তার মুক্তির কাগজ-পত্র নওগাঁ জেলখানায় এসে পৌঁছে যায়। মুহূর্তের মধ্যে তার নির্দোষিতার খবর সারা জেলখানায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন আমীরে জামা'আতের দো'আ নেওয়ার জন্য নির্দোষ অনেকেই ভীড় করতে লাগল। এমনকি কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে আমাদের সেলে কাজ করার অনুমোদন নিত। ঠিক তেমনি একজন নির্দোষ কয়েদী ছিল মুন্সী আবেদ আলী ও তার ভাতিজা সুরমান।

মুন্সী আবেদ আলীর মুক্তি লাভ :

সুরমান কয়েদীর বয়স প্রায় ২০ বছর। আমাদের থালা-বাটিগুলি খুব যত্ন সহকারে পরিষ্কার করত। কাজের ফাঁকে তাকে জেলখানায় আসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, স্যার আমি ও আমার চাচা নির্দোষ। পরের উপকার করতে গিয়ে এখন আমরা জেলখানায়। এরপর সে তাদের ঘটনা বলতে লাগল যে, 'আমার বাড়ীর পাশেই একটি বিবাহ অনুষ্ঠান চলছিল। পিতার অনুমতি ছাড়াই ১৫ বছরের একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে তার চাচার বাড়ীতে। কোন ইমাম বিয়ে পড়াতে রাযী হচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে একজন ছালাত পড়ত। সে বিয়ে পড়িয়ে নাম দিল আমার চাচা আবেদ আলী মুন্সীর। বিবাহ শেষ। তারা সুন্দরভাবে সংসার-ধর্ম করছে। কোন বাক-বিতণ্ডা বা ঝক্কি-ঝামেলা নেই। মাসখানেক পরে শুনলাম, অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েকে জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া হয়েছে এই মর্মে মেয়ের বাবা বিয়ে পড়ানো ইমাম, ইমামের ছেলে, বর ও কণে পক্ষের সাক্ষী সহ মোট ৭ জনের নামে আদালতে মামলা করেছে। পরে যামিন নিয়ে এক বছর কেইস চলার পর রায়ে ইমাম ও বরের ১০ বছর এবং আমাদের ৭ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। রায়ের আগে আমার চাচা ইমাম ছাহেব হাত জোড় করে অশ্রুসজল চোখে মিনতি করলেন যে, বাবা আমি কিছুই জানি না। ওরা আমার নাম দিয়েছে মাত্র। কিন্তু আদালত সেদিকে কর্ণপাত করেনি। ঘটনা বলতে বলতেই ইমাম আবেদ আলী মুন্সী এসে হাযির। আমীরে জামা'আতের হাতে মুছাফাহা করে বললেন, স্যার বিনা দোষে তিন বছর জেল খাটছি। আপিল করেছি। সম্ভবতঃ এ মাসেই রায় হবে। দো'আ করবেন, যাতে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন। সত্তুরোর্ধ বয়সের পরহেযগার মুন্সী ছাহেবের কান্না দেখে আমরা চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিলাম না। আমীরে জামা'আত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দো'আ করলেন। অতঃপর আমরা জেলখানায় থাকা অবস্থাতেই তিনি নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে মুক্তি পান।

আমীরে জামা'আতের বৃক্ষ রোপণ :

কালের আবর্তে আমাদের বন্দী জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, মে গত হয়ে আমাদের জীবনের উপর জোয়ার হয়ে জুনকে ডেকে আনলো। অবিরতভাবে ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বললেন, 'ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ' হিসাবে আমাদের ওয়ার্ডে কিছু গাছ ও ফুলের চারা রোপণ করব। সুবেদার ছাহেব আসলে আমীরে জামা'আত তার নিকট প্রস্তাব দিলেন যে, যদি কিছু ফুল ও ফলজ গাছের চারা এনে দেন, তাহ'লে আমি নিজ হাতে তা রোপণ করব। তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন। আমীরে জামা'আত নিজ হাতে সেখানে হাস্নাহেনা ফুলের গাছ, রকমারি টাইম ফুল, গাঁদা ফুল ও সঊদী খেজুরের বীচি রোপণ করলেন। তাঁর সঙ্গে মিলে আমরা প্রতিদিন বিকালে এগুলির পরিচর্যা করতাম। জেল থেকে বের হওয়ার অনেক পরে একজন পরিচিত কারারক্ষীর সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি জানালেন যে, আমীরে জামা'আতের লাগানো সেই খেজুর গাছে ফল ধরেছে। ঐ গাছগুলি দেখলেই আমাদের মনে আমীরে জামা'আতের কথা ভেসে ওঠে। তাঁর খোলা-মেলা ও সহজ-সরল আচরণ আমাদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর শিক্ষা ও দো'আ আমাদের ইহকাল-পরকালের পাথেয় হবে *ইনশাআল্লাহ*।

পরে জেনেছি, বগুড়া জেলখানায় গিয়েও তিনি তাঁর ফাঁসির সেলের আঙ্গিনায় ফুলবাগান লাগান। তাঁর ২য় পুত্র নাজীবকে দিয়ে রাজশাহী থেকে কাগজী লেবুর কলম ও অন্যান্য ফুলের

Contents

গাছ কিনে এনে লাগান। কয়েদী খাদেমদের মাধ্যমে জেলখানার আদম সার ও গোবর সার এনে নিজ হাতে বাগান পরিচর্যা করতেন। একদিন সুপার ও জেলার ছাহেব তাঁর এই কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে তিনি বলেন, সরকার যদি আমাকে ফাঁসি না দিয়ে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেয়, তাহ'লে আপনারা আমাকে ফুল বাগান পরিচর্যার কাজ দিবেন'। তিনি সেখানে পাথরকুচির গাছ লাগান। যাতে তার পাতা খাইয়ে আমাশয়ের রোগী বন্দীদের সুস্থ করতে পারেন। প্রতি রাতে ডিউটিতে আসা কারারক্ষীরা বলত, আমরা সেলে ডিউটি নিতে চাই স্যারের উপদেশ শোনার জন্য এবং তাঁর লাগানো হাস্নাহেনা ও রজনীগন্ধা ফুলের ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য। তিনি 'ডিভিশন' পেলে সেখানেও হাস্নাহেনা ও কামিনী ফুলের গাছ লাগান ও সঊদী খেজুরের বীচি রোপণ করেন।

এক রজনীর উপহার 'ইনসানে কামেল' :

মুহতারাম আমীরে জামা'আত একদিন বিকালে আমাকে ডাকলেন। সে সময় আমরা সেলের আঙিনায় হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'নূরুল ইসলাম! সরকারের যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে, তাতে আমাদের সহজে ছাড়বে না। আমাদের কর্মী, শুভাকাংখী ও সাধারণ সমর্থকদের প্রতি আমাদের কিছু নছীহত থাকা দরকার। আমি স্যারের কথা সমর্থন করে বললাম, আমাদের নেতা-কর্মীদের কার্যকর দিক-নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই লকআপ-এর ঘণ্টা পড়ে গেছে। ফলে আমীরে জামা'আতের রাতের খাবার তাঁর কক্ষে ঢেকে রেখে আমরা তিনজন পাশেই আমাদের রুমে চলে গেলাম।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আত নওগাঁ জেলখানায় আসার পর তিনি সহ আমরা চারজন প্রথম কয়েকদিন এক রুমেই ছিলাম। পরে আমাদের ইবাদত ও আমলের হাল-অবস্থা দেখে উনি তাঁর জন্য বরাদ্দকৃত পাশের রুমে চলে গেলেন। দিনের খাবার ও ছালাত এক সঙ্গে হ'ত। তারপর সন্ধ্যায় আমরা যার যার রুমে চলে যেতাম। সেদিনও তাই হ'ল। ফজরের ছালাতের পর লকআপ খুললে স্যারের রুমে গিয়ে দেখি রাতের খাবার যেভাবে ঢেকে রেখেছিলাম সেভাবেই আছে। বললাম, স্যার একি অবস্থা? বললেন, খাবার কথা মনেই নেই। তোমরা শোন, এই আমার নছীহত। নছীহতনামাটি আযীযুল্লাহ পড়তে লাগল, আমরা শুনলাম। স্যার মাঝে-মধ্যে বুঝিয়ে দিলেন। কি চমৎকার উপদেশমালা! **'ইনসানে কামেল'** নামে এক রাতেই শেষ করা তাঁর এই লেখাটিকে আমরা আল্লাহর রহমত হিসাবে গ্রহণ করলাম। স্যার বললেন, লেখাটি খুব সাবধানে মারকাযে পাঠানোর ব্যবস্থা কর। ওরা রেফারেন্সগুলো নম্বরসহ লিখে দিবে।

পরে লেখাটি 'আত-তাহরীক' ৯ম বর্ষ অক্টোবর ও নভেম্বর'০৫ পরপর দু'সংখ্যায় বের হয়। আরও পরে ২০০৯ সালের জানুয়ারীতে সেটি ৩২ পৃষ্ঠার বই আকারে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশ করে। উক্ত লেখাটি পাঠানোর পর আমীরে জামা'আত **'আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল : শিকড়ের সন্ধানে'** নামক আর একটি বৃহৎ প্রবন্ধ লেখেন। যা 'আত-তাহরীক' ৯ম বর্ষ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ ও এপ্রিল'০৬ পরপর তিন সংখ্যায় বের হয়। একইভাবে তিনি বগুড়া কারাগারে বসে লিখেছিলেন **'আহলেহাদীছ-এর নিদর্শন'**। যা 'আত-তাহরীক' ১০ম বর্ষ জানুয়ারী'০৭ সংখ্যায় দরসে হাদীছ কলামে বের হয়। যা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে তিনি কারাগারে বসেও খুবই রিস্ক নিয়ে 'আত-তাহরীক'-এর জন্য লেখা পাঠাতেন।

আব্দুল মজীদ ডাকাতের সাক্ষাৎকার :

নওগাঁ জেলখানায় আমাদের পাশের সেলে ছিল ফাঁসির আসামী আব্দুল মজীদ ডাকাত। খুব উচ্চৈঃস্বরে যিকর করত। আবার পুলিশদের গালি-গালাজ করত। সুবেদারের নিকট জানতে পারলাম সে একজন কুখ্যাত ডাকাত। তার সাথে সাক্ষাৎ করার খুব আগ্রহ প্রকাশ করলে সুবেদার অনুমতি দিলেন। আব্দুল মজীদ ফাঁসির আসামী। তাই দিনরাত ২৪ ঘণ্টা সেলের মধ্যে বন্দী থাকে। শুধু খাবার দেওয়ার সময় ছোট গেইট খুলে সতর্কতার সাথে পুলিশের সাহায্যে খাবার দেওয়া হয়। একদিন তার সেলের গেইটে রড ধরে দাঁড়িয়ে তার সাথে যে কথোপকথন হয়েছিল তা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

ভাই আপনার নাম কি? মুহাম্মাদ আব্দুল মজীদ। ঠিকানা কি? বদলগাছী থানা সদরে, শেখপাড়া। পেশা কি? ডাকাতি! ডাকাতরা কি নিজেদের ডাকাত বলে পরিচয় দেয়? সে বলল, যারা নিজের পেশাকে গোপন রাখে তারা তো চোর। চুরি তো নিকৃষ্ট পেশা। চোরেরা তো ধনী-দরিদ্র, ফকীর-মিসকীন, অসহায় সবার নিকট থেকে সুযোগ পেলেই গোপনে চুরি করে। এই দেখেন, আমরা বন্দী, অসহায়। আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত আটা, চাল, তেল, লবণ, সাবান, সোডা, যা দিয়ে কোন মতে জীবন বাঁচানো যায়, সেই বরাদ্দকৃত জিনিস থেকেও যারা চুরি করে তারা কত নিকৃষ্ট চোর। এজন্যই আল্লাহ ওদের হাত কেটে দিতে বলেছেন।

কোন কেইসে আপনার ফাঁসির রায় হয়েছে? সে বলল, আমি শুনেছি আপনারা ভদ্রলোক, খাঁটি আল্লাহভীরু, কলেজের অধ্যাপক। তাই আপনাদের কাছে আমার মনের কথাগুলি খুলে বলি। যদি কোন দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। শুনুন! আমি বাপের একমাত্র ছেলে। এইচএসসি পাশ করে রাজনৈতিক কারণে আর লেখাপড়া করতে পারিনি। আমার আলীশান বাড়ী আর দরাজ কণ্ঠ দেখে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় দলের মিছিলে আমাকে ডাকা হ'ত। আমাকে সামনে দিয়ে নেতারা পিছনে থাকতো। শ্লোগান সবসময় আমাকেই দিতে হ'ত। সেদিন জাতীয় এক নেতার জন্মদিবস এবং আরেক নেতার মৃত্যু দিবসে দুই দল থেকে ডাক পড়লে আমি জন্ম দিবসের আনন্দ মিছিলে যোগ দেই এবং শ্লোগান দিতে থাকি। হঠাৎ আড়াল থেকে গুলি এসে আমার পাশের দুই তরুণের বক্ষ ভেদ করে। অতঃপর গুলি এসে আমার হাতে লাগে। আমরা রাস্তায় লুটিয়ে পড়লাম। আর নেতারা পালিয়ে গেল। পরে হাসপাতাল থেকে শুনলাম যে, নেতারা

Contents

আমার চিকিৎসা ও নিহত তরুণ দুই ভাইয়ের দাফন-কাফনের জন্য অর্থ এনে নিজেরা আত্মসাৎ করেছে।

আমি এক নেতার ছাত্রাবাসে গিয়ে আমার চিকিৎসার খরচ চাইলাম। সে আমার দিকে চোখ পাকিয়ে অস্ত্র উঠালো। আমি আত্মরক্ষার্থে তার হাত চেপে ধরে পা দিয়ে জোরে ওর পেটে লাথি মারতেই সে মেঝেতে পড়ে যায়। তারপর আমি সেখান থেকে চলে আসি। ছুটির দিন ছাত্রাবাসে কেউ ছিল না। সময় ছিল রাত ৮-টা। পরের দিন সকালে ঘোষণা হ'ল সন্ত্রাসীরা তাহেরকে হত্যা করেছে। এই হ'ল আমার অপরাধ জগতে আসার ইতিহাস। শুরু হ'ল আমার জীবনে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম। এইভাবে আমার জীবনে শতাধিক বড় মাপের ঘটনা ঘটেছে। কোনটাতেই জেল-জরিমানা হয়নি। একটি মিথ্যা কেইসে আমার ফাঁসির রায় হয়েছে। এখানে বসেই বাইরে আমি আমার গ্যাং পরিচালনা করি ও পরিবার পালন করি। প্রশাসনের লোকেরা আমাকে ভয় পায়। আমার কাছ থেকে তারা অনেক কাজ নেয়।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি উচ্চৈঃস্বরে যিকর করেন কেন? সে বলল, মিথ্যা কেইসে ফাঁসির রায়ের পরে আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আল্লাহ্র বিচার সঠিক ও নির্ভুল। অনেক মার্ডার কেইসে আমি খালাস পেয়ে গেছি। যেখানে ফাঁসি হওয়া সঠিক ছিল। কিন্তু তা না হয়ে হ'ল মিথ্যা কেইসে ফাঁসি। এটাই হ'ল আল্লাহ্র বিচার। পাপ করলে দুনিয়া ও আখেরাতে তার শাস্তি পেতেই হবে। এটাই আমি শিখেছি। তাই আমি আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে সর্বদা তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি।

আমি বললাম, এটা ঠিক নয়। আল্লাহকে নিম্নস্বরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ডাকতে হয়। তিনি আপনার গর্দানের শিরার চাইতেও নিকটে রয়েছেন। তিনি আপনার সব কথা শুনছেন ও আপনাকে দেখছেন'। সে আমার কথা মেনে নিল।

অতঃপর বললাম, আপনার মিথ্যা কেইসটি কি? সে বলল, সেতো এক আজব ঘটনা! সন্ত্রাসীরা এক মোটরসাইকেল আরোহীকে হত্যা করে তার মোটরসাইকেলটি পুকুরে ফেলে দেয়। প্রায় তিন মাস পর এক কৃষক ঐ পুকুরে গোসল করা অবস্থায় সেটি পেয়ে আমার মোটরসাইকেল সারাইয়ের দোকানে মেরামত করার জন্য রেখে যায়। গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তে সেটি ঐ মৃত ব্যক্তির বলে শনাক্ত হ'লে আমাকে এক নম্বর আসামী করে পুলিশ মামলা দায়ের করে। আমি জানতে পেরে ঢাকায় পালিয়ে যাই এবং একটি দোকানে কাজ নেই। প্রায় পাঁচ বছর পর খবরের কাগজে দেখলাম উক্ত কেইসে পলাতক আসামী আব্দুল মজীদকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেটি দেখে ঢাকাতেই জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নেই। সে মোতাবেক ওখানে বিয়ে করে অবস্থান করতে থাকি। এভাবে সাত বছর কেটে গেল। হঠাৎ সবার অজান্তে ছদ্মবেশে বাদ মাগরিব বাড়ী এসে ভোরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই, যাতে কেউ জানতে না পারে। কিন্তু ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন। রাতেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। এখন ফাঁসির সেলে।

আব্দুল মজীদ : স্যার আমাকে ইবাদতের নিয়ম শেখাবেন কি? আমি তো সারা মাস রোযা রাখি। আর সারা রাত তাহাজ্জুদ পড়ি ও যিকর করি।

জবাবে আমি বললাম, না ভাই! আপনার ইবাদতের পদ্ধতি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হচ্ছে না। আল্লাহ কুরআনে সূরা মুযযাম্মিলে বলেন, হে চাদরাবৃত! তুমি রাত্রিতে দণ্ডায়মান হও কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধ্ব রাত্রি অথবা তার চেয়ে কিছু কম' *(মুযযাম্মিল ৭৩/১)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছওমে বেছাল (অর্থাৎ একটানা ছিয়াম পালন) করতে নিষেধ করেছেন।

আব্দুল মজীদ বলল, আপনি কি ঠিক বলছেন, জেলখানার মৌলভী ছাহেব তো আমাকে এই নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি ঠিক, না হুযূর ঠিক? আমার কাছে কুরআন শরীফ আছে। খুলে দেখি এই আয়াতগুলো সূরা মুযযাম্মিলে আছে কি-না। এরপর সে কুরআন মাজীদ খুলে সূরা মুযযাম্মিলের আয়াতগুলোর অনুবাদ দেখে আমার কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করল। অতঃপর সে বলল, আমি সুবেদারের কাছে শুনলাম আপনাদের সাথে একজন বড় আলেম আছেন। তাঁর নাম ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। খুব আল্লাহভীরু মানুষ। তাঁকে নাকি বগুড়ার জনৈক প্রফেসর খুব অত্যাচার করছে। তারই চক্রান্তে নানাবিধ মিথ্যা মামলায় নাকি উনি সহ আপনারা জেলখানায়। তার নাম-ঠিকানা বলবেন কি? আমার উনিশটি হয়েছে, ওকে হত্যা করে বিশ পূর্ণ করতে চাই'।

আমি বললাম, আপনি তো জেলখানায়? ওসব কাজ কিভাবে করবেন? সে বলল, স্যার চিন্তা করবেন না। আমার বহু কেরামতি আছে। আপনি নাম-ঠিকানা বলুন। কালকে দেখবেন খবরের কাগজে প্রকাশ হবে 'বগুড়ার এক প্রফেসরকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে'। বলুন, তার নাম-ঠিকানা। ভয় করবেন না। আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানবে না কিভাবে ঘটনা ঘটল।

আমি বললাম, থামুন! চিন্তা-ভাবনা করে পরে জানাব। পরে আমীরে জামা'আতের কাছে এসে এই ঘটনা বললে আমীরে জামা'আত গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমরা দুনিয়াতে নিজ হাতে কারু বিচার তুলে নিতে চাই না। আমরা আল্লাহ্র উপরে বিচারের ভার অর্পণ করেছি। খবরদার! কখনও ঘূর্ণাক্ষরেও ঐ ধরনের চিন্তা মাথায় আনবে না'।

আমি আব্দুল মজীদের কাছে আমীরে জামা'আতের উক্ত জবাব শুনালে আব্দুল মজীদ চিৎকার করে বলে উঠল, উনি সত্যিকারের আল্লাহ্র ওলী। যিনি হাতের কাছে প্রতিশোধের সুযোগ পেয়েও গ্রহণ করলেন না। আল্লাহ তাঁকে মুক্তি দিবেন ও বিজয়ী করবেন *ইনশাআল্লাহ*। পরবর্তীতে সে ছহীহ-শুদ্ধভাবে ইবাদত শুরু করে। আমীরে জামা'আতের সুফারিশে পায়ের বেড়ীমুক্ত হয় এবং প্রতিদিন বিকালে ফাঁসির সেল থেকে আঙিনায় বের হবার সুযোগ পায়।

Contents

আযীযুল্লাহ্র পুত্র সন্তান লাভের খবর :

১০ই সেপ্টেম্বর'০৫ আযীযুল্লাহ্র প্রথম সন্তান জন্মের খবর নিয়ে হাসতে হাসতে সুবেদার ছাহেব আসেন। দিনটি ছিল আমাদের জন্য খুবই আনন্দের। সবাই মিলে তার সন্তানের জন্য দো'আ করি। স্যার তার নাম রাখলেন 'ছালেহ' (সৎকর্মশীল)।

পরে একদিন আযীযুল্লাহ্র শ্যালক এসে জেল গেইটে দেখা করার জন্য স্লিপ পাঠালো। স্লিপ পেয়ে আযীযুল্লাহ খুব দ্রুত জেল গেইটে গিয়ে দেখা করল। অতঃপর হাতে মিষ্টির প্যাকেট ও কিছু ফল-মূল নিয়ে ফিরে আসল। হাসতে হাসতে বলল, আজকে আমার এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ নাম স্বার্থক হ'ল। আপনারা আমার ছেলের জন্য দো'আ করুন। আমরা দো'আ করলাম এবং কিছুদিন পর আমি তাকে নীচের কবিতাটি উপহার দিলাম।-

হে ছালেহ! তোমাকে আহলান!
শান্তির জান্নাত ছেড়ে
মর্তের সংগ্রাম নীড়ে
তোমার আগমন
তোমাকে সাহলান।
বিশ্ব বিধাতার তুমি নে'মত,
মোদের মমতায় তুমি আমানত,
এযে মহান প্রভুর বিশেষ অবদান
তোমাকে আহলান, সাহলান।
প্রাচীরে ঘেরা মাযলূম মোরা
হাতে নেই কিছু দ্বীন ও দো'আ ছাড়া
এ শুভ দিনে দো'আ করি খুশী মনে,
তোমাকে যেন পাই পাঞ্জেরীসম
আহলেহাদীছ আন্দোলনে ॥

(ক্রমশঃ)

ইসলামে পোশাক-পরিচ্ছদ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

*মুহাম্মাদ আবু তাহের**

ভূমিকা :

পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের দেহ সজ্জিত করা এবং সতর আবৃত করার মাধ্যম। ইসলামে পোশাকের গুরুত্ব অপরিসীম। এর দ্বারা লজ্জা নিবারণের পাশাপাশি এটা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রকৃতি অনুভব করা যায়। আলোচ্য নিবন্ধে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।-

পোশাকের গুরুত্ব :

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যেসব নে'মত দান করেছেন, পোশাক তার মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ বলেন,

يَا بَنِيْ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيْشًا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ–

'হে আদাম সন্তান! আমরা তোমাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং শোভা বর্ধনের জন্য। আর তাক্বওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম। ওটা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/২৬)*।

পোশাক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْـــرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ–

'হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ছালাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর। আর খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না। অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদেরকে পসন্দ করেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। সুন্দর পোশাক পরিধান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ اِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

'যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল, মানুষ তো পসন্দ করে যে তার পোশাক সুন্দর হোক এবং তার জুতা সুন্দর হোক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। অহংকার হ'ল হককে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা'।[১]

পোশাকের প্রকার : ইসলামী শরী'আতে পোশাক তিন প্রকার। যথা- ওয়াজিব, মুস্তাহাব ও হারাম।

ওয়াজিব পোশাক : যে পোশাক সতর আবৃত করে, গরম ও শীত থেকে শরীরকে রক্ষা করে এবং ক্ষতি থেকে দেহকে হেফাযত করে সে পোশাক ওয়াজিব।

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِى مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

বাহয বিন হাকিম তার পিতা হ'তে তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের আবরণীয় অঙ্গসমূহ কার সামনে আবৃত রাখব এবং কার সামনে অনাবৃত করতে পারি? তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা আবৃত রাখ। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনেক লোক যখন পরস্পর একসাথে থাকে? তিনি বলেন, যতদূর সম্ভব কেউ যেন অন্যের গোপন অঙ্গের দিকে না তাকায়। রাবী বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ যখন নির্জনে থাকে? তিনি বলেন, লজ্জার ব্যাপারে আল্লাহ মানুষের চাইতে বেশী হকদার'।[২]

মুস্তাহাব পোশাক : যে পোশাকে সৌন্দর্য আছে, তা মুস্তাহাব পোশাক।

عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِىْ ثَوْبٍ دُوْنٍ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ. قَالَ نَعَمْ. قَالَ مِنْ أَىِّ الْمَالِ. قَالَ قَدْ أَتَانِىَ اللهُ مِنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَإِذَا أَتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ.

আবুল আহওয়াছ স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি নিম্নমানের পোশাক পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হ'লাম। তা দেখে তিনি বললেন, তোমার কি ধন-সম্পদ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কী ধরনের সম্পদ? আমি বললাম, আল্লাহ আমাকে উট, ভেড়া, ঘোড়া ও দাস-দাসী দিয়েছেন। তিনি বললেন, তাহ'লে আল্লাহ যখন তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তখন তোমার বেশ-ভূষায় আল্লাহ্র নে'মতের নির্দশন ও করুণা প্রকাশ পাওয়া উচিত'।[৩]

বিভিন্ন ইবাদতের সময়, জুম'আ, দু'ঈদ ও জনসমাবেশে সুন্দর পোশাক পরার গুরুত্ব অত্যধিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

* *পরিচালক, কিউসেট ইনস্টিটিউট, সিলেট।*

১. মুসলিম হা/৯১; আবু দাউদ হা/৪০৯২; তিরমিযী হা/১৯৯৯; মিশকাত হা/৫১০৮।

২. আবু দাউদ হা/৪০১৭; ইবনু মাজাহ হা/১৯২০; তিরমিযী হা/২৭৬৯; মিশকাত হা/৩১১৭, সনদ হাসান।

৩. আবূদাঊদ হা/৪০৬৩; মিশকাত হা/৪৩৫২, সনদ ছহীহ।

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَىْ مَهْنَتِه.

‘তোমাদের কারো সামর্থ্য থাকলে সে যেন তার পেশাগত কাজে ব্যবহৃত পোশাক ব্যতীত জুম‘আর দিনের জন্য এক জোড়া পোশাক তৈরী করে’।[৪]

হারাম পোশাক : বিভিন্ন কারণে ইসলামে কতিপয় পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলো হ’ল-

১. পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ মিশ্রিত পোশাক। ২. পুরুষের জন্য মহিলাদের পোশাক ৩. মহিলাদের জন্য পুরুষদের পোশাক ৪. খ্যাতি ও বড়াই প্রকাশক পোশাক ৫. ভিন্ন ধর্মীয় পোশাক ৬. আঁটসাঁট পোশাক প্রভৃতি।

১. পুরুষদের জন্য রেশমের কাপড় পরিধান করা : পুরুষদের জন্য রেশমের কাপড় পরা ও তার উপর বসা নিষিদ্ধ। এ মর্মে কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল-

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ– ‘তোমরা রেশম পরিধান করো না। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পরিধান করতে পারবে না’।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওমর (রাঃ) এক সেট পুরু রেশমের পোশাক বিক্রয় হ’তে দেখলেন। অতঃপর তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এটা কিনুন, এ দ্বারা ঈদের জন্য ও প্রতিনিধি দলগুলোর জন্য সুসজ্জিত হোন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ পোশাক শুধু তার জন্য, যার পরকালে এটা প্রাপ্য নেই। এরপর বেশ কিছু দিন কেটে গেল। তারপর একদিন রসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-এর নিকট রেশমের একটি জুব্বা পাঠালেন। তখন ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি বলেছেন, এটা সে ব্যক্তির পোশাক, যার পরকালে এটা প্রাপ্য নেই। তারপর আবার এটা পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওটা আমি তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি, পাঠিয়েছি যাতে তুমি ওটা বিক্রয় করে নিজের প্রয়োজন মিটাতে পার’।[৬]

عَنْ حُذَيْفَةَ رضى الله عنه قَالَ نَهَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِىْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে এবং রেশমের কাপড় পরিধান করতে ও তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন।[৭] তিনি বলেন, ওটা দুনিয়ায় তাদের জন্য (অর্থাৎ আল্লাহ্র অবাধ্যদের জন্য) আর আখিরাতে তোমাদের জন্য’।[৮] এসব হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষের জন্য রেশম পরা হারাম।

রেশম পরা মহিলাদের জন্য বৈধ : রেশমের বস্ত্র পরিধান করা মহিলাদের জন্য হালাল। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَىَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ.

আলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একটা রেশমের পোশাক উপহার দেওয়া হ’ল। পরে তিনি সেটি আমার নিকট পাঠিয়েন দিলেন। আমি সেটি পরলাম। এতে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের চিহ্ন দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, ওটা তোমার নিকট এজন্য পাঠাইনি যে, তুমি পরবে। বরং এটা তোমার কাছে এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি ওটা টুকরো করে ওড়না বানিয়ে মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করবে’।[৯]

২-৩. মহিলাদের পোশাক পুরুষরা ও পুরুষদের পোশাক মহিলারা পরিধান করা :

মহিলাদের জন্য নির্ধারিত বা তাদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পুরুষদের পরিধান করা নিষিদ্ধ। তেমনি পুরুষদের জন্য নির্ধারিত বা তাদের পোশাকের সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক ও মহিলাদের জন্য পরিধান করা হারাম। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষ এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীর প্রতি অভিসম্পাৎ করেছেন’।[১০]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ– ‘রাসূল (ছাঃ) পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদের এবং নারীদের মধ্যে পুরুষের বেশ ধারণকারিণীদের অভিশাপ দিয়েছেন’।[১১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে আরও বর্ণিত আছে, لَعَنَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ ‘রাসূলুল্লাহ

---

৪. আবূদাঊদ হা/১০৭৮; ইবনু মাজাহ হা/১০৯৬; মিশকাত হা/১৩৮৯, সনদ ছহীহ।
৫. মুসলিম হা/২০৬৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৪৪৪।
৬. বুখারী হা/৯৪৮, ৩০৫৪; মুসলিম হা/২০৬৮; নাসাঈ হা/১৫৬০।
৭. বুখারী হা/৫৮৩৭; মিশকাত হা/৪৩২১।
৮. বুখারী হা/৫৬৩৩, ৫৮৩১; আবু দাউদ হা/৩৭২৩; তিরমিযী হা/১৮৭৩।
৯. মুসলিম হা/২০৬৮; মিশকাত হা/৪৩২২।
১০. আবূদাঊদ হা/৪০৯৮; মিশকাত হা/৪৪৬৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৫০৯৫।
১১. বুখারী; মিশকাত হা/৪৪২৯।

Contents

(ছাঃ) নারীবেশী পুরুষদেরকে এবং পুরুষবেশী নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন'।[১২]

৪. খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি পোশাক :

যে পোশাক অন্যান্য মানুষের চেয়ে খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য পরা হয় তা হারাম।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় খ্যাতির পোশাক পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন'।[১৩]

৫. ভিন্ন ধর্মীয় কোন পোশাক পরিধান করা :

ভিন্ন ধর্মীয় পোশাক পরিধান করা যাবে না। অর্থাৎ যে শোষাক অন্য কোন ধর্মের নিদর্শন প্রকাশ করে বা পরিচয় দান করে।

عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا-

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আছ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার পরিধানে দু'টি রঙ্গিন কাপড় দেখে বললেন, 'এটা কাফিরদের কাপড়। অতএব তা পরিধান করো না'।[১৪]

৬. আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করা :

যদি পরিধেয় পোশাক এরূপ হয় যে, আবৃত অংশের চামড়া বা হুবহু আকৃতি তার বাইরে থেকে ফুটে ওঠে তাহ'লে তাতে পোশাকের উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। এরূপ পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا ضَمْرَةُ أَتَرَى ثَوْبَيْكَ هَذَيْنِ مُدْخِلِيكَ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَئِنِ اسْتَغْفَرْتَ لِيْ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزِعَهُمَا عَنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِضَمْرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ. فَانْطَلَقَ سَرِيْعاً حَتَّى نَزَعَهُمَا عَنْهُ.

যামরাহ ইবনু ছা'লাবাহ (রাঃ) বলেন, তিনি এক জোড়া ইয়ামানী কাপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে যামরাহ! তুমি কি মনে কর যে তোমার এই কাপড় দু'টি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? যামরাহ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যদি আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে আমি বসার আগেই (এখনি) কাপড় দু'টি খুলে ফেলব। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি যামরাকে ক্ষমা করে দিন। তখন যামরাহ দ্রুত গিয়ে তার কাপড় দু'টি খুলে ফেলেন।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا-

'দু'শ্রেণীর জাহান্নামীকে আমি দেখিনি। প্রথম শ্রেণী-যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় ছড়ি, তা দ্বারা তারা লোকদেরকে প্রহার করবে। দ্বিতীয় শ্রেণী- ঐ সকল রমণী, যারা বস্ত্র পরিহিতা অথচ উলঙ্গ, পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্টকারিণী এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে লম্বা গ্রীবাবিশিষ্ট উটের চুঁটির ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর থেকেও পাওয়া যাবে'।[১৬]

ছাহাবী-তাবেঈগণ পুরুষের কামীছ (কামীছ বা পিরহান) চাদর ও পাগড়ির ক্ষেত্রে পাতলা কাপড়ের ব্যবহারে আপত্তি করেননি।

ইকরিমাহ বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর একটি পাতলা চাদর ছিল। আবীদাহ বলেন, আমি প্রখ্যাত তাবেঈ ফকীহ কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাকর ছিদ্দীককে একটি পাতলা স্বচ্ছ কামীছ বা জামা পরিহিত দেখেছি। আফলাহ বলেন, কাসেম ইবনু মুহাম্মাদকে একটি পাতলা চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আনীস আবুল উরইয়ান বলেন, হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু আবী তালিব একটি পাতলা ও স্বচ্ছ পাগড়ি ও অনুরূপ একটি কামীছ পরিধান করতেন। জামাটি এত স্বচ্ছ ছিল যে, তার নিচের ইযার বা লুঙ্গি দেখা যেত।[১৭]

অতএব পুরুষের ফরয সতর আবৃত হ'লে বাকী দেহের জন্য পাতলা কাপড়ের পোশাক পরিধান আপত্তিকর নয়। তবে আঁটসাঁট ও সতর প্রকাশকারী পোশাক সর্বাবস্থায় বর্জনীয়।

[চলবে]

---

১২. বুখারী; মিশকাত হা/৪৪২৮।
১৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৬; মিশকাত হা/৪৩৪৬, সনদ হাসান।
১৪. মুসলিম হা/২০৭৭; মিশকাত হা/৪৩২৭; ছহীহুল জামে' হা/২২৭৩।
১৫. মুসনাদ আহমাদ হা/১৯৪৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০১৮।
১৬. মুসলিম; মিশকাত হা/৩৫২৪।
১৭. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাত ৫/১৯১, ৩২৮; ইবনু আবী শায়বা, আল-মুছান্নাফ ৫/১৫৭।

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের স্বরূপ

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(তৃতীয় কিস্তি)

কোন মানুষকে প্রকৃত ঈমানদার হ'তে হ'লে তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক (একক) বলে বিশ্বাস করতে হবে। (১) তাওহীদুর রুবূবিয়াহ (সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও পরিচালক হিসাবে আল্লাহকে একক মানা), (২) তাওহীদুল ইবাদাহ (ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক মানা) ও (৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত (আল্লাহ্‌র নাম সমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক মানা)।

ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ যাদেরকে আমরা কাফের সাব্যস্ত করি তারাও আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস শুধুমাত্র তাওহীদুর রুবূবিয়াতের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তারাও আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, সকল কিছুর মালিক এবং সব কিছুর পরিচালক হিসাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু তারা বাকী দুই প্রকার তাওহীদে বিশ্বাসী নয়। বিশেষ করে তাওহীদুল ইবাদাহ-এর ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে এক (একক) মানতে পারেনি। অথচ তা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং আসমানী কিতাব সমূহ নাযিল করেছেন। তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে বিভিন্ন কিছুকে শরীক করেছে। তারা কেউ মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করতে চাচ্ছে, আবার কেউ শিবলিঙ্গ পূজা, গাছ পূজা, গরুর পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করতে চাচ্ছে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى– 'যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, (তারা বলে) আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবে' *(যুমার ৩৯/৩)*।

কাফেরেরা যেমন বিভিন্ন কিছুকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করতে চাচ্ছে, তেমনি অধিকাংশ মুসলমানও আজ কাফেরদের ঈমানের সাদৃশ্য অবলম্বন করে পীর ও কবরকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য হাছিল করতে চাচ্ছে। কাফেরেরা যেমন বিশ্বাস করে দুর্গাপূজা না করলে স্বর্গে যাওয়া যাবে না, মুসলমানরাও তেমনি বিশ্বাস করে দর্গা (মাযার) পূজা না করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। কাফেরেরা যেমন দেবতার সামনে মাথা নুইয়ে প্রণাম করাকে পুণ্যের কাজ মনে করে, মুসলামানরা তেমনি কবরে সিজদা করা ও পীর বাবার পায়ে সিজদা করা, চুমু খাওয়াকে নেকীর কাজ মনে করে। কাফেরেরা যেমন বিশ্বাস করে দেবতাকে খুশি করতে না পারলে অমঙ্গল হবে; মুসলমানরাও তেমনি বিশ্বাস করে পীর বাবাকে খুশি করতে না পারলে অমঙ্গল হবে। আর তাইতো পীর বাবাকে খুশি করার জন্য অনেক মানুষ তার বহু কষ্টে উপার্জিত সম্পদ পীর বাবার হাতে তুলে দিতে মোটেই দ্বিধাবোধ করে না। কাফেরেরা যেমন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেবতার কাছে যায়; মুসলমানরাও তেমনি বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মৃত ও জীবিত পীরের কাছে যায়। কাফেরেরা যেমন রোগমুক্তির জন্য তাদের দেবতার কাছে যায়; মুসলমানরা তেমনি রোগমুক্তির জন্য বিভিন্ন বাবার কাছে যায়। নিজেকে মুসলিম দাবী করেও আমাদের কর্ম ও বিশ্বাস যদি এরূপ হয় তাহ'লে কাফেরদের সাথে আমাদের ঈমানের পার্থক্য থাকল কোথায়? আমরা নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করি, অথচ আমাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার মানদণ্ড কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ খুলে তার সাথে মিলিয়ে দেখি না কেন? যেখানে কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ– 'আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহঙ্কারবশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(গাফের ৪০/৬০)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ–

'আর যখন আমার বান্দা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করে (তখন তাদেরকে বলে দাও), নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী। কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে। তাহ'লেই তারা সুপথপ্রাপ্ত হ'তে পারবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِيْنَ– 'আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে না, যা তোমার কোন উপকারও করতে পারে না, কোন ক্ষতিও করতে পারে না। বস্তুতঃ যদি এরূপ কর তাহ'লে তুমি এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(ইউনুস ১০/১০৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ–

'তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ তা তারা ক্বিয়ামত দিবসে অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের (আল্লাহ্‌র) ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না' *(ফাতির ৩৫/১৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ–

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; প্রধান দা'ঈ, বাংলা বিভাগ, আল-ফুরক্বান সেন্টার, হূরা, বাহরাইন।*

‘নিশ্চয়ই তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না এবং তুমি বধিরকে আহ্বান শোনাতে পারবে না, যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যায়’ *(নামল ২৭/৮০)*।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ ছাড়াও আরো বহু আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন অসীলা বা মাধ্যম ধরে নয়; বরং সরাসরি আল্লাহকে ডাকতে হবে। কাফেরদের পূজনীয় মূর্তি যেমন তাদের কোন উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না; মুসলমানদের পূজনীয় মৃত পীর, অলী, দরবেশও তেমনি মানুষের কোন উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। পীর, দরবেশ তো দূরের কথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় বংশধরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেননি। বরং ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে সবাইকে ডেকে তিনি দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলেছিলেন,

يَا مَعْشَرَ قُرَيْش أَنْقذُوْا أَنْفُسَكُمْ منَ النَّار يَا بَنىْ كَعْب بْن لُؤَىٍّ أَنْقذُوْا أَنْفُسَكُمْ منَ النَّار يَا بَنىْ عَبْد مَنَاف أَنْقذُوْا أَنْفُسَكُمْ منَ النَّار يَا بَنىْ هَاشم أَنْقذُوْا أَنْفُسَكُمْ منَ النَّار يَا بَنىْ عَبْد الْمُطَّلب أَنْقذُوْا أَنْفُسَكُمْ منَ النَّار يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْد الْمُطَّلب لاَ أُغْنى عَنْكَ منَ الله شَيْئًا يَا فَاطمَةُ بنْتُ مُحَمَّد أَنْقذىْ نَفْسَك منَ النَّار فَإِنِّىْ لاَ أَمْلكُ لَكُمْ منَ الله شَيْئاً غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحماً سَأَبُلُّهَا ببَلاَلهَا -

‘হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু কা‘ব বিন লুআই! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব! আমি তোমাকে আল্লাহ্র কবল থেকে রক্ষায় কোনই কাজে আসব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! কেননা আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহ্র পাকড়াও হ’তে রক্ষা করতে পারব না। তবে তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, يَا فَاطمَةُ بنْتَ مُحَمَّد سَليْنِىْ مَا شئْت منْ مَالىْ وَلاَ أُغْنـــى عَنْك مـــنَ الله شَـــيْئًا ‘হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি আমার মাল-সম্পদ থেকে যা খুশী নাও। কিন্তু আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না’।[1]

সম্মানিত পাঠক! যেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর বংশধর এমনকি তাঁর কলিজার টুকরা, নয়নের পুত্তলি স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর নিশ্চয়তা দিতে পারেননি; সেখানে শয়তানের শিখণ্ডী একজন পীর কিভাবে ভক্তদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে? তারা আপনার কোনই উপকারে আসবে না। বরং তারা ক্বিয়ামতের দিন আপনার ভক্তিকে অস্বীকার করবে। অতএব সাবধান হে মুসলিম সমাজ! আপনি এমন কোন বিশ্বাস করবেন না যা আপনার ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়।

অনেকেই বলে থাকেন, যেহেতু আমরা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ সেহেতু ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্যই পীর ধরে থাকি। কেননা আল্লাহ বলেছেন, فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْـــتُمْ لاَ تَعْلَمُـــوْنَ– ‘আর জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জেনে থাক’ *(নাহল ১৬/৪৩)*।

জবাবে বলব, অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে পারদর্শী আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এর অর্থ পীর ধরা অথবা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করা নয়। বরং এর অর্থ হ’ল, অজ্ঞ ব্যক্তিরা কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে যেকোন যোগ্য আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) অন্যান্য ছাহাবীদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও সুন্নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। অনুরূপভাবে ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণকে বিশেষ করে আয়েশা (রাঃ)-কে তাঁর বাড়ির অভ্যন্তরের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। ফক্বীহগণের মধ্যেও অনুরূপ বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে বলেছেন,

يَا أَبَا عَبْد الله أَنْتَ أَعْلَمُ بالْحَدِيْث منِّيْ، فَإِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَأَعْلمْنِيْ حَتَّى أَذْهَبَ إِلَيْه شَاميًّا كَانَ أَوْ كُوْفيًّا أَوْ بَصْريًّا–

‘হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি আমার চেয়ে হাদীছ সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন। কাজেই যখন ছহীহ হাদীছ পাবেন, তখন তা আমাকে জানাবেন। যাতে আমি তার কাছে যেতে পারি। চাই তিনি শাম, কূফা অথবা বছরার লোক হন’।[2]

অতএব দ্বীনের অজানা বিষয় যেকোন যোগ্য আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে। দ্বীন শিক্ষার দোহাই দিয়ে পীর ধরা, পীরের পায়ে চুমু খাওয়া, কবরে সিজদা করার বিন্দুমাত্র সুযোগ ইসলামে নেই। ইসলামের নামে এগুলি ধোঁকাবাজি। এটা সরলমনা সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে তাদের পকেট ছাফ করার অপকৌশল মাত্র। যা থেকে বেঁচে থাকা এবং এগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সকল মুমিনের অবশ্য কর্তব্য।

অনেকেই বলে থাকেন যে, পীর বা অসীলা না ধরলে জান্নাত পাওয়া যাবে না। দলীল হিসাবে সূরা মায়েদার ৩৫ নং আয়াত পেশ করা হয়। যেখানে বলা হয়েছে, يَا أَيُّهَا الَّذيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْه الْوَسيْلَةَ وَجَاهدُوْا فيْ سَبيْله لَعَلَّكُمْ تُفْلحُوْنَ– ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর (অসীলা) নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও’ *(মায়েদাহ ৫/৩৫)*।

১. *বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৪, ২০৬; আহমাদ হা/৮৭১১; মিশকাত হা/৫৩৭৩ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়-২৬।*

২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/১৬৪ পৃঃ।*

Contents

সম্মানিত পাঠক! উক্ত আয়াতে বর্ণিত ‘অসীলা’-র অর্থ পীর ধরা নয়; বরং এর অর্থ হ’ল, ‘তোমরা সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর’। ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে ‘তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন, সে সকল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর’। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন যে, ‘এই ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই’।[৩] অতএব পীর পূজা ও কবরপূজা নয়; বরং ঈমান, ছালাত, যাকাত, হজ্জ, ছিয়াম সহ কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ স্বীকৃত যাবতীয় সৎকর্ম আপনার জান্নাতে যাওয়ার অসীলা।

উল্লেখ্য যে, আমরা অনেকে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করার সময় বিভিন্ন কিছুর অসীলায় দো‘আ করে থাকি। কেউবা তার পীর বাবাকে অসীলা করে দো‘আ করে থাকি। আবার কেউ বুযুর্গানে দ্বীনের অসীলায় দো‘আ করে থাকি। আবার কেউ সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলা দিয়ে দো‘আ করে থাকি। তাই আমাদের জানতে হবে কোন কোন অসীলা ইসলামী শরী‘আতে জায়েয? আর কোনগুলো নাজায়েয।

জায়েয ও নাজায়েয অসীলা সমূহ

তিনটি অসীলা দিয়ে দো‘আ করা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা স্বীকৃত, যে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ’ল।-

(১) আল্লাহ্র নাম সমূহ ও গুণাবলী উল্লেখ করে দো‘আ করা: যেমন আমরা দো‘আ করার সময় বলতে পারি, হে আল্লাহ! তুমি ‘রহমান’ তুমি ‘রহীম’ তুমি আমার উপর রহম কর। হে আল্লাহ! তুমি ‘গাফূরুর রহীম’ তুমি আমাকে ক্ষমা কর ইত্যাদি। এরূপ অসীলা জায়েয। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

‘আর আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাক এবং তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে। সত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে’ *(আ‘রাফ ৭/১৮০)*।

(২) নিজের পালনকৃত সৎ আমল উল্লেখ করে দো‘আ করা : যেমন আমরা দো‘আ করার সময় বলতে পারি, হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। এই ঈমানের অসীলায় তুমি আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একটি ছিয়াম পালন করেছি, তুমি এই ছিয়ামের অসীলায় আমাকে ক্ষমা কর ইত্যাদি। এরূপ অসীলা জায়েয। যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- ‘যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি, অতএব তুমি আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর’ *(আলে-ইমরান ৩/১৬)*। তিনি আরো এরশাদ করেন,

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ-

‘হে আমাদের রব! আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন’ *(আলে-ইমরান ৩/৫৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন জন সফরকারীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যারা পথিমধ্যে কোন এক গুহায় আশ্রয় নিলে হঠাৎ পাহাড় হ’তে এক খণ্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তারা কোনভাবেই গুহা থেকে বের হ’তে পারছিলেন না। তখন তারা নিজেদের সৎ আমলের অসীলা করে আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করেছিলেন, যাতে গুহার মুখ হ’তে পাথর সরে গিয়েছিল।

প্রথম ব্যক্তি বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের তালাশে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। কাজেই আমি তাঁদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে ফিরতে পারলাম না। আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহন করে নিয়ে এলাম। কিন্তু তাঁদেরকে ঘুমন্ত পেলাম। তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেয়াটাও আমি পসন্দ করিনি। তাই আমি তাঁদের জেগে উঠার অপেক্ষায় পেয়ালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোরের আলো ফুটে উঠল। তারপর তাঁরা জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা আমাদের হ’তে দূর করে দাও। ফলে পাথর সামান্য সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হ’তে পারল না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। সে আমার খুব প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হ’তে চাইলাম। কিন্তু সে বাধা দিল। তারপর এক বছর ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে আমার কাছে (সাহায্যের জন্য) আসল। আমি তাকে একশত বিশ দীনার দিলাম এ শর্তে যে, সে আমার সাথে একান্তে মিলিত হবে, তাতে সে রাযী হ’ল। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম, তখন সে বলল, আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙ্গার (সতীত্ব হরণের) অনুমতি দিতে পারি না। ফলে সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তার সাথে মিলিত হওয়া পাপ মনে করে তার কাছ থেকে ফিরে আসলাম এবং আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম, তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা দূর কর। তখন সেই পাথরটি (আরো একটু) সরে পড়ল। কিন্তু তাতে তারা বের হ’তে পারছিল না।

তৃতীয় ব্যক্তি বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন দিনমজুর নিয়োগ করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে তাদের মজুরীও দিয়েছিলাম। কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা কাজে খাটিয়ে তা বাড়াতে লাগলাম। তাতে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হ’ল।

৩. *তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা মায়েদা ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

কিন্তু কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমাকে আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু, ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা সবই তোমার মজুরী। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি আমার সাথে বিদ্রূপ না করে আমার মজুরী দিয়ে দাও। তখন আমি বললাম, আমি তোমার সাথে মোটেই বিদ্রূপ করছি না। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং নিয়ে চলে গেল। তা হ'তে একটাও ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা দূর কর। তখন সে পাথরটি সম্পূর্ণ সরে পড়ল। তারপর তারা বেরিয়ে এসে পথ চলতে লাগল।[৪]

(৩) জীবিত সৎ ব্যক্তির অসীলায় দো'আ : কোন উপস্থিত জীবিত সৎ ব্যক্তির নিকট দো'আ চাওয়া জায়েয। দো'আ করার সময় এরূপ বলা জায়েয হবে যে, হে আল্লাহ! আমি অমুক সৎ ব্যক্তিকে আমার জন্য দো'আ করতে বলেছি, তুমি তার দো'আ কবুল কর। পক্ষান্তরে সরাসরি কোন জীবিত পীর-দরবেশ বা কোন সৎ ব্যক্তির অসীলায় দো'আ করা জায়েয নয়। যেমন- দো'আ করার সময় এমন কথা বলা জায়েয হবে না যে, হে আল্লাহ! অমুক পীর বা সৎ ব্যক্তির অসীলায় আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা কর। এমন অসীলা শিরক, যা অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

মোদ্দাকথা, সরাসরি কোন ব্যক্তির অসীলায় দো'আ করা শরী'আতসম্মত নয়; চাই সে জীবিত হোক বা মৃত হোক। পক্ষান্তরে জীবিত সৎ ব্যক্তির নিকট দো'আ চাওয়া জায়েয। উক্ত দো'আ আল্লাহ কবুল করলে সেটাই তার জন্য অসীলা হয়ে যাবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির নিকট দো'আ প্রার্থনা করা শিরক। অর্থাৎ কোন কবরের নিকট গিয়ে কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করা শিরক। আর এই কারণেই রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে ওমর (রাঃ) তাঁর (রাসূল) নিকট বৃষ্টি বর্ষণের দো'আর আবেদন না করে তাঁর চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিবের নিকট বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ করতে বলেছিলেন। হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ওমর (রাঃ) অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)-এর মাধ্যমে বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, اَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ 'হে আল্লাহ! (অনাবৃষ্টি দেখা দিলে) আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর (দো'আর) অসীলায় তোমার কাছে দো'আ করতাম, তখন তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করতে। এখন আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর চাচার (দো'আর) অসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ করছি, তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন বৃষ্টি হয়।[৫]

উল্লিখিত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, হাদীছে বর্ণিত ওমর (রাঃ)-এর দো'আ, إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم 'অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর অসীলায় তোমার কাছে দো'আ করতাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, নবী করীম (ছাঃ)-এর দো'আর অসীলা। অর্থাৎ যে কোন প্রয়োজনে তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দো'আ চাইতেন। আর তিনি দো'আ করতেন। যেমন- একদা রাসূল (ছাঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়ার সময় এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! (অনাবৃষ্টির কারণে) গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলোতে চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করুন, যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দেন। তখন রাসূল (ছাঃ) উভয় হাত তুলে দো'আ করলেন, اَللَّهُمَّ اسْقِنَا، اَللَّهُمَّ اسْقِنَا، اَللَّهُمَّ اسْقِنَا 'হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন। হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন। হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন।... আনাস (রাঃ) বলেন, ফলে আল্লাহ এত বৃষ্টি বর্ষণ করলেন যে, ৬ দিন পর্যন্ত সূর্য দেখা যায়নি। অতঃপর পরবর্তী জুম'আর দিনে রাসূল (ছাঃ)-এর খুৎবা চলাকালীন সময় এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাটও বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই আপনি আল্লাহ্‌র নিকট বৃষ্টি বন্ধের জন্য দো'আ করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) উভয় হাত তুলে দো'আ করলেন, اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اَللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ 'হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে, আমাদের উপরে নয়; টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আনাস (রাঃ) বলেন, এতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা (মসজিদ থেকে বেরিয়ে) রোদে চলতে লাগলাম।[৬]

অনুরূপভাবে হাদীছে বর্ণিত ওমর (রাঃ)-এর দো'আ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا 'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর অসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ করছি' দ্বারা উদ্দেশ্যে হ'ল, আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)-এর দো'আর আসীলা। অর্থাৎ তাঁকে বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ করতে বলা এবং অন্যেরা তাঁর দো'আয় শরীক হওয়া।[৭]

শায়খ উছায়মীন (রহঃ) আরো বলেন, وتوسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بطلبهم الدعاء منه، ولهذا جاء في بعض الروايات: أن عمر كان يأمر العباس فيقوم فيدعو. 'তাদের (ছাহাবায়ে কেরাম) নবী করীম (ছাঃ)-এর অসীলা গ্রহণ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, তারা তাঁর নিকট থেকে দো'আ চাইতেন। আর এজন্যেই কিছু বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ)-কে নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি দাঁড়াতেন এবং দো'আ করতেন।[৮]

৪. বুখারী হা/২২৭২।
৫. বুখারী হা/১০১০, ৩৭১০; মিশকাত হা/১৫০৯।
৬. বুখারী হা/১০১৩, ১০১৪; মুসলিম হা/৮৯৭।
৭. ফাতাওয়া উছায়মীন ২/২৭৭ পৃঃ।
৮. উছায়মীন, আল-ক্বাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ ২/৫১২ পৃঃ।

অতএব ওমর (রাঃ) কখনোই সরাসরি আব্বাস (রাঃ)-এর অসীলায় দো‘আ করেননি; বরং তাঁর নিকট বৃষ্টি বর্ষণের দো‘আ প্রার্থনা করেছেন। বর্তমানেও যেকোন সৎ ব্যক্তির নিকট দো‘আ চাওয়া যায়। আল্লাহ্র নিকট কবুল হ’লে এটাই তার জন্য অসীলা হবে।

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন,

معنى قول عمر : إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أننا كنا نقصد نبينا صلى الله عليه وسلم ونطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى الله بدعائه والآن وقد انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى و لم يعد من الممكن أن يدعو لنا فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو لنا وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم : اللهم بجاه نبيك اسقنا ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته صلى الله عليه و سلم : اللهم بجاه العباس اسقنا لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة و لم يفعله أحد من السلف الصالح-

ওমর (রাঃ)-এর কথা ‘অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর অসীলায় তোমার নিকট দো‘আ করতাম এবং আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর অসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দো‘আ করছি’-এর অর্থ হ’ল, আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর নিকট যেতাম ও তাঁকে আমাদের জন্য দো‘আ করতে বলতাম এবং তাঁর দো‘আর মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করতাম। কিন্তু এখন তিনি মহান প্রভুর দরবারে চলে গেছেন। তিনি ফিরে এসে আমাদের জন্য দো‘আ করা অসম্ভব। তাই আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর শরণাপন্ন হয়েছি এবং তাঁর নিকট আমাদের জন্য দো‘আর আবেদন করছি। পক্ষান্তরে তাদের (ছাহাবায়ে কেরাম) দো‘আর অর্থ এই নয় যে, তারা তাদের দো‘আয় বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার নবীর মর্যাদার অসীলায় বৃষ্টি বর্ষণ কর। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে বলতেন, হে আল্লাহ! আব্বাস (রাঃ)-এর মর্যাদার অসীলায় আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর। কেননা এরূপ দো‘আ বিদ‘আত। কুরআন ও সুন্নাহতে এর কোন ভিত্তি নেই এবং সালাফে ছালেহীনের কেউ এরূপ দো‘আ করেননি’।[৯]

অতএব উক্ত হাদীছ পীরতন্ত্রের বৈধতার প্রমাণ বহন করে না; বরং পীরতন্ত্রের অবৈধতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। উক্ত হাদীছ যেমনভাবে মৃত পীরকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, তেমনিভাবে জীবিত পীরকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। কেননা মানুষ পীরের নিকট শুধুমাত্র দো‘আ চাওয়ার জন্য যায় না; বরং পীরকেই অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে, যা বড় শিরক। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর থেকে দো‘আ প্রার্থনা করাও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

উপরোল্লেখিত তিনটি অসীলা দিয়ে দো‘আ করা শরী‘আতসম্মত। এ ব্যতীত যে সকল অসীলায় মানুষ দো‘আ করে থাকে তা প্রত্যাখ্যাত।

রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় দো‘আ করার হুকুম : সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় দো‘আ করা অথবা তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া, তাঁর থেকে রোগমুক্তি কামনা করা ইত্যাদি বড় শিরক। যেমন কেউ যদি বলে, হে আল্লাহ! তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা কর, আমাকে আরোগ্য দান কর ইত্যাদি তাহ’লে শিরক হবে। যদি রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় দো‘আ করা জায়েয হ’ত, তাহ’লে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দো‘আ করতেন। কিন্তু তিনি তা না করে আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিবের মাধ্যমে দো‘আ করেছেন। উল্লিখিত হাদীছ যার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম, চার ইমামের কেউ-ই রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় দো‘আ করেননি এবং দো‘আ করাকে জায়েয বলেননি।

তবে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা এবং তাঁকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসার অসীলা করে দো‘আ করা জায়েয। যেমন কেউ যদি বলে, হে আল্লাহ! আমি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর পূর্ণ ঈমান এনেছি। অতএব তুমি রাসূলের প্রতি ঈমানের অসীলায় আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ! আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করার চেষ্টা করি; অতএব তুমি এই অসীলায় আমাকে আরোগ্য দান কর। হে আল্লাহ! আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি; অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর ইত্যাদি। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা, তাঁকে ভালবাসা ইত্যাদি সৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত। আর নিজের সৎ আমলের অসীলায় দো‘আ করা জায়েয, যা তিনজন ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া ও তাদের সৎ আমলের অসীলায় দো‘আ করে গুহা থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ), শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ), শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ)ও অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেছেন।[১০]

পক্ষান্তরে কোন মৃত মানুষের অসীলায় দো‘আ করা জয়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন তিনি বারযাখী জীবন তথা কবরের জীবন লাভ করেছেন। দুনিয়াবী জীবনের সাথে বারযাখী জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। তাইতো ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় দো‘আ করেননি; বরং তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে দো‘আ করেছেন। এক্ষণে যদি রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় দো‘আ করা জায়েয না হয়, তাহ’লে মৃত পীর, দরবেশ, অলী-আউলিয়ার অসীলায় দো‘আ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? এটা কখনোই জায়েয নয়। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

[চলবে]

---

৯. নাছিরুদ্দীন আলবানী, আত-তাওয়াস্সুল, পৃঃ ২৬।

১০. ফাতাওয়া বিন বায ৫/২২২-২২৩ পৃঃ; ফাতাওয়া উছায়মীন ২/২৪৩-২৪৪ পৃঃ; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৩৪৮ পৃঃ।

Contents

ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়া ও আহলেহাদীছ

মূল : শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ
*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

(৫ম কিস্তি)

[ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়াসহ কিছু লোক ও খারেজীরা এই দাবী করতে থাকে যে, আমাদের নাম স্রেফ মুসলিম বা মুসলিমীন এবং অন্যান্য সকল নাম (চাই গুণবাচক নাম হোক বা উপাধি) রাখা নাজায়েয অথবা উত্তম নয়। আমাদের এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে সালাফে ছালেহীনের বুঝের আলোকে এ সকল লোকের দলীলসমূহের যথার্থ জবাব রয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ।]

করাচীর নতুন গজিয়ে উঠা একটি ফিরক্বা অনেক দিন যাবৎ আহলুল হাদীছ ওয়াল আছার-এর বিরুদ্ধে 'তাকফীর' (কাফের আখ্যায়িত করা), 'তাবদী' (বিদ'আতী আখ্যা দান), ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের বাজার গরম করে রেখেছে। কতিপয় অবুঝ লোকের উক্ত ফিরক্বার প্রতারণার জালে আটকা পড়ার আশঙ্কা থাকার কারণে এই প্রবন্ধটিকে বিস্তারিতভাবে দলীল সহ লেখা হয়েছে। যাতে ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়ার বাতিল দাবীসমূহ এবং অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া যায়। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের উপরে অটল রাখেন এবং গোমরাহীর পথসমূহের শয়তানী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দাঈদের প্রতারণা থেকে রক্ষা করেন। *-আমীন!*

আহলুল হাদীছ : মুহাদ্দিছদের জামা'আতকে আহলুল হাদীছ বলা হয়। যেভাবে মুফাসসিরদের জামা'আতকে আহলুত তাফসীর এবং ঐতিহাসিকদের জামা'আতকে আহলুত তারীখ বলা হয়।

দলীল-১ : ছহীহ বুখারীর রচয়িতা ইমাম বুখারী (রহঃ) 'জুযউল ক্বিরাআত খালফাল ইমাম' গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, ولا يحتج أهل الحديث بمثله 'এরূপ বর্ণনাকারী দ্বারা আহলুল হাদীছগণ দলীল গ্রহণ করেন না'।[১] বরং ইমাম বুখারী (রহঃ) আহলেহাদীছদেরকে 'ত্বায়েফাহ মানছূরাহ' (জান্নাতী এবং হক্বপন্থী জামা'আত) আখ্যা দিয়েছেন।[২]

দলীল-২ : জামে' তিরমিযীর লেখক ইমাম তিরমিযী (রহঃ) স্বীয় 'আল-জামে' গ্রন্থে (১/১৬ পৃঃ) বলেছেন, وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ 'ইবনু লাহী'আহ আহলুল হাদীছদের নিকটে যঈফ'।[৩]

সতর্কীকরণ : যেহেতু আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'আহ ইখতিলাতের কারণে যঈফ ছিলেন এবং মুদাল্লিসও ছিলেন, সেহেতু তার বর্ণিত হাদীছ দু'টি শর্তের ভিত্তিতে হাসান লি-যাতিহি হয় :

১. বর্ণনাটি ইখতিলাতের[৪] পূর্বের হওয়া।[৫]

২. বর্ণনায় 'সামা'[৬] অর্থাৎ 'আমি শুনেছি' কথাটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা।[৭]

দলীল-৩ : আজ পর্যন্ত কোন মুসলিম আলেম একথা অস্বীকার করেননি যে, 'আহলুল হাদীছ' দ্বারা মুহাদ্দিছদের জামা'আত উদ্দেশ্য। এজন্য এই গুণবাচক নাম ও নসব জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।

আহলেহাদীছ উপাধি ও গুণবাচক নামটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ৫০টি উদ্ধৃতির জন্য দেখুন আমার গ্রন্থ : 'তাহক্বীক্বী, ইছলাহী আওর ইলমী মাক্বালাত' (১/১৬১-১৭৪)।[৮]

দলীল-৪ : ইমাম মুসলিমও মুহাদ্দিছগণকে আহলুল হাদীছ বলেছেন।[৯]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) নিজেও আহলেহাদীছ ছিলেন। যেমনটি হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন,

ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم : كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً واتباعه باطناً وظاهراً وكذلك أهل القرآن–

'আমরা আহলেহাদীছ বলতে কেবল তাদেরকেই বুঝি না যারা হাদীছ শুনেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন বা বর্ণনা করেছেন। বরং আমরা আহলেহাদীছ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকি, যারা হাদীছ মুখস্থকরণ এবং গোপন ও প্রকাশ্যভাবে তার জ্ঞান লাভ ও অনুধাবন এবং অনুসরণ করার অধিক হকদার। অনুরূপভাবে আহলে কুরআন দ্বারাও এরাই উদ্দেশ্য'।[১০]

হাফেয ইবনু তায়মিয়ার নিকটে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযায়মাহ এবং আবূ ই'য়ালা প্রমুখ

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. নাছরুল বারী ফী তাহকীকি জুযইল ক্বিরাআহ লিল-বুখারী, পৃঃ ৮৮ হা/৩৮,।
২. মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ, পৃঃ ৪৭, সনদ ছহীহ; যুবায়ের আলী যাঈ, তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ১/১৬১।
৩. তিরমিযী, হা/১০।
৪. রাবীর হিফয শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া, বিবেক-বুদ্ধি দুর্বল হয়ে যাওয়া, হাদীছকে সঠিকভাবে মনে রাখতে না পারায় হাদীছের বাক্যে তালগোল পাকিয়ে যাওয়াকে ইখতিলাত বলা হয়। বিভিন্ন কারণে ইখতিলাত হ'তে পারে। যেমন : বয়স বেড়ে যাওয়া, বই-পুস্তক জ্বলে যাওয়া, ধন-সম্পদের ক্ষতি হওয়া কিংবা সন্তান-সন্ততির মৃত্যু ঘটার কারণে মানসিক আঘাত পাওয়া ইত্যাদি (তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ, পৃঃ ১২৫ প্রভৃতি)।-অনুবাদক।
৫. দেখুন : আমার গ্রন্থ 'আল-ফাতহুল মুবীন', পৃঃ ৭৭-৭৮।
৬. 'আমি শ্রবণ করেছি', 'আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন' 'আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন', 'আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন' কিংবা 'আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেছেন' ইত্যাদি শব্দাবলী দ্বারা হাদীছের সনদ বর্ণনা করাকে 'সামা' বলা হয় (তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ, পৃঃ ১৫৯ প্রভৃতি)।–অনুবাদক।
৭. আল-ফাতহুল মুবীন, পৃঃ ৭৭।
৮. বিস্তারিত আলোচনা দেখুন : আত-তাহরীক, জুন ২০১৫ সংখ্যা, পৃঃ ২৫-৩০।-অনুবাদক।
৯. ছহীহ মুসলিম, শরহে নববী সহ, ১/৫৫; অন্য আরেকটি সংস্করণ, ১/৫, ২৬।
১০. মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/৯৫।

সকলেই আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন এবং তারা কোন আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।[১১]

আহলুল হাদীছ-এর ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّـهِ وَهُـمْ ظَـاهِرُونَ 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। অবশেষে তাদের নিকটে আল্লাহ্র ফায়ছালা (কিয়ামত) এসে যাবে এমতাবস্থায় যে, তারা বিজয়ী থাকবে'।[১২]

ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একটি হাদীছে আছে যে, 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের উপরে বিজয়ী থাকবে'।[১৩]

স্মর্তব্য যে, এই উচ্চমর্যাদাও দলীলের মাধ্যমে বর্ণিত হবে। যেমন-

১. আহমাদ বিন সিনান (মৃঃ ২৫৯ হিঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, هم أهل العلم وأصـحاب الآثـار 'তাঁরা হ'লেন আহলুল ইলম (আলেমগণ) এবং আছহাবুল আছার (আহলেহাদীছগণ)'।[১৪]

২. আলী ইবনুল মাদীনী (মৃঃ ২৩৪ হিঃ) বলেন, هُمْ أَصْحَابُ الْحَـدِيثِ 'তারা হ'লেন আছহাবুল হাদীছ'।[১৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ 'তারা হ'লেন আহলুল হাদীছ'।[১৬] প্রমাণিত হ'ল যে, আছহাবুল হাদীছ এবং আহলেহাদীছ একই জামা'আতের দু'টি নাম।

৩. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (মৃঃ ২৪১ হিঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصـحاب الحديث فلا أدري مـن هـم؟ 'সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলটি যদি আছহাবুল হাদীছ (আহলেহাদীছ) না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা'?[১৭]

তিনি বলেন, صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحـديث 'আমাদের নিকটে আহলেহাদীছ ঐ ব্যক্তি, যিনি হাদীছের উপরে আমল করেন'।[১৮]

সতর্কীকরণ : উপরের উদ্ধৃতিতে 'ছাহেবুল হাদীছ' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল আহলুল হাদীছ।

৪. হাফছ বিন গিয়াছ (মৃঃ ১৯৪ হিঃ) আছহাবুল হাদীছ সম্পর্কে বলেছেন, هم خـير أهـل الـدنيا 'তারা হ'লেন (আহলেহাদীছগণ) দুনিয়ায় সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ'।[১৯]

৫. হাকেমও (মৃঃ ৪০৫ হিঃ) হাফছ বিন গিয়াছ (রহঃ)-এর বক্তব্যকে সত্যায়ন করেছেন এবং বলেছেন, إن أصـحاب الحـديث خـير النـاس 'নিশ্চয়ই আছহাবুল হাদীছগণ (মুহাদ্দিছগণ) মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম'।[২০]

উক্ত আইম্মায়ে মুসলিমীন-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, ত্বায়েফাহ মানছূরাহ সম্পর্কিত হাদীছের ব্যাখ্যা হ'ল আছহাবুল হাদীছ, আহলুল ইলম (আলেমগণ), আহলেহাদীছ (মুহাদ্দিছগণ)। আর এর উপরেই ইজমা রয়েছে।[২১]

আহলুল হাদীছদের দুশমন : আহলুল হাদীছ-এর শত্রুরা তাঁদের উপরে নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাকে।

এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কেই ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিত্বী বলেছেন, ليس في الدنيا مبتدع إلا وهـو يبغض أهل الحديث وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث مـن قلبـه- 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। যখন কোন ব্যক্তি বিদ'আত করে, তখন তার অন্তর থেকে হাদীছের স্বাদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়'।[২২]

আহলুল হাদীছদের সাথে শত্রুতার পরিণতি : মুসলমানদের মধ্যে আহলেহাদীছগণ অত্যন্ত উচ্চমর্যাদার অধিকারী এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই আল্লাহ্র ওলী।

আল্লাহ্র ওলীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, مَـنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِـالْحَرْبِ 'যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি'।[২৩]

চিন্তা করুন! কত কঠিন ধমকি। এক্ষণে যে ব্যক্তি ঐসকল আল্লাহ্র ওলীকে কাফের বলে, তার পরিণাম কি হবে?

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-কে কাফের আখ্যা দান : তাক্বরীবুত তাহযীব, তাহযীবুত তাহযীব, আল-ইছাবাহ, লিসানুল মীযান, তা'জীলুল মানফা'আহ, আদ-দেরায়াহ এবং আত-তালখীছুল হাবীর প্রভৃতি উপকারী গ্রন্থসমূহের লেখক, নির্ভরযোগ্য ইমাম, সর্বশেষ হাফেয, ইবনু

---

১১. দেখুন : মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৪০; তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ১/১৬৮।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩১১, মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ) হ'তে।
১৩. মুসলিম হা/১৯২০।
১৪. খতীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৭, নং ৪৯, সনদ ছহীহ।
১৫. তিরমিযী, ২/৪৩, হা/২১৯২, সনদ ছহীহ।
১৬. তিরমিযী ৪/৫০৫, সুনানে তিরমিযী (আরেযাতুল আহওয়াযী সহ), ৯/৭৪।
১৭. হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ২, সনদ হাসান; ইবনু হাজার আসক্বালানী এটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ফাৎহুল বারী, ১৩/২৫০, হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা।
১৮. খত্বীব বাগদাদী, আল-জামে', হা/১৮৩, ১/১৪৪, অন্য আরেকটি সংস্করণ ১/১৪৪, হা/১৮৩ সনদ ছহীহ; ইবনুল জাওযী, মানাকিবুল ইমাম আহমাদ, পৃঃ ২০৭-২০৮।
১৯. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৩, সনদ ছহীহ।
২০. উলূমুল হাদীছ, পৃঃ ৩।
২১. বিস্তারিত দেখুন আমার গ্রন্থ : তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ১/১৬১-১৭৪।
২২. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৪, নং ৬, সনদ ছহীহ।
২৩. বুখারী হা/৬৫০২, ৮/১৩১।

হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর ন্যায়পরায়ণতা ও উচ্চমর্যাদার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের ইজমা রয়েছে এবং তাঁর গ্রন্থাবলী দ্বারা ধারাবাহিকভাবে উপকার গ্রহণ করা জারী রয়েছে।

ফিরক্বা মাসঊদিয়ার জন্ম :

কয়েক বছর আগে করাচীতে ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়াহ নামে একটি ফিরক্বার জন্ম হয়েছে। যার প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন মাসঊদ আহমাদ বিএসসি ছাহেব। এই ফিরক্বাটি নিজের নাম 'জামা'আতুল মুসলিমীন' রেখে অনৈসলামী এবং তাগূতী সরকারের নিকট থেকে রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছে। মাসঊদ ছাহেব একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। যার নাম রেখেছেন 'মাযাহিবে খামসাহ' বা পঞ্চ মাযহাব (অর্থাৎ আহলেহাদীছ, হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী) আওর দ্বীন ইসলাম'। উক্ত পুস্তিকায় ছয়টি ভাগ রয়েছে। ১. আহলুল হাদীছ ২. হানাফী ৩. শাফেঈ ৪. মালেকী ৫. হাম্বলী এবং ৬. দ্বীন ইসলাম।

এর উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, মাসঊদ ছাহেবের নিকটে আহলেহাদীছ ও অন্যরা দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ। মাসঊদ ছাহেব আহলেহাদীছদের ভাগে হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ)-কে তাঁর ফাতহুল বারী সহ এনেছেন *(পৃঃ ২৯ দ্রঃ)*।

প্রতীয়মান হ'ল যে, মাসঊদ ছাহেবের নিকটে হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ। *(আস্তাগফিরুল্লাহ)*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلاً مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلاَّ كَانَ هُوَ الْكَافِرَ 'যে মুসলিম অন্য মুসলিমকে কাফের বলল, যদি সে কাফের হয় (তবে ঠিক আছে)। অন্যথায় এরূপ ব্যক্তি নিজেই কাফের'।[২৪]

ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়ার মুসলিম দাবী : মাসঊদ ছাহেব এর উপরে জোর দিয়েছেন যে, আমাদের স্রেফ একটি নাম রয়েছে অর্থাৎ মুসলিম। এ নামটি আল্লাহ্র রাখা। (এটা) ফিরক্বাবাজি নাম নয়'।[২৫]

সতর্কীকরণ : আমাদের জানা মতে, মাসঊদ ছাহেবের পূর্বে মুসলিম উম্মাহ্র (খায়রুল কুরূনের যুগ হোক, হাদীছ সংকলনের যুগ হোক কিংবা হাদীছ ব্যাখার যুগ হোক) কোন আলেম এ দাবী করেননি যে, 'আমাদের নাম স্রেফ মুসলিম'। যদি কারো কাছে মাসঊদ ছাহেবের উল্লিখিত দাবীর ঘোষণা কোন আলেমের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হয়, তবে তিনি যেন দলীল পেশ করেন।

মাসঊদ ছাহেব স্বীয় মনগড়া দাবীর 'দলীল' পেশ করেন, هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ 'তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম'।[২৬]

২৪. *আবুদাঊদ হা/৪৬৮৭, শব্দগুলি তাঁর এবং এর সনদ ছহীহ; মূল হাদীছ রয়েছে ছহীহ মুসলিমে, হা/৬০।*

২৫. *মাযহাবে আহলুল হাদীছ কী হাকীকাত, পৃঃ ১।*

২৬. *হজ্জ ২২/৭৮। গৃহীত : 'আল-মুসলিম' পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা ৪৬ পৃঃ।*

জনাব মুহতারাম আবূ জাবের আব্দুল্লাহ দামানভী ছাহেব বলেছেন, 'এই আয়াত দ্বারা এটা প্রতীয়মান হল যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন'। কিন্তু এই আয়াতের কোথাও এ কথার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাম স্রেফ মুসলিম রেখেছেন। অন্য কথায় মুসলিম ছাড়া অন্য নাম রাখা নিষিদ্ধ। এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে, মুসলিমই আমাদের সত্তাগত নাম এবং দুনিয়াতে বর্তমানে আমরা এই নামেই পরিচিত। চৌদ্দশ বছর যাবৎ পৃথিবী আমাদের এ নাম সম্পর্কে অবগত আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমরা সেই নামেই পরিচিত হ'তে থাকব। কিন্তু এই নামটি ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা আমাদের আরো অনেক নাম রেখেছেন। যেগুলিকে অস্বীকার করা যায় না'।

মুহতারাম দামানভী ছাহেবের সত্যায়ন : মুহতারাম দামানভী ছাহেব হাফিযাহুল্লাহ্র দাবীর সত্যায়নে আমরা কুরআন ও হাদীছ থেকে আরো কিছু নাম ও উপাধি পেশ করছি :

১. আল-মুমিন বা আল-মুমিনূন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 'যে তোমাদের সালাম করে তাকে বলো না যে তুমি মুমিন নও (অর্থাৎ কারো অন্তর ফেড়ে দেখার চেষ্টা করো না)। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অনুসন্ধান কর' *(নিসা ৪/৯৪)*। তিনি আরো বলেছেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই' *(হুজুরাত ৪৯/১০)* এবং বলেছেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 'নিশ্চয়ই ঐসব মুমিন সফলকাম' *(মুমিনূন ২৩/১)*।

২. হিযবুল্লাহ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'জেনে রাখ যে, অবশ্যই হিযবুল্লাহ সফলকাম হবে' *(মুজাদালাহ ৫৮/২২)*।

সতর্কীকরণ : হিযবুল্লাহ্র (আল্লাহ্র দল) বিপরীতে হিযবুশ শয়তান (শয়তানের দল) রয়েছে এবং হিযবুশ শয়তান বা শয়তানের অনুসারীরাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে *(মুজাদালাহ ৫৮/১৯)*।

৩. আউলিয়াউল্লাহ : আল্লাহ বলেন, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 'মনে রেখ আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(ইউনুস ১০/৬২)*। আউলিয়াউল্লাহ্র (আল্লাহ্র বন্ধুরা) বিপরীতে আউলিয়াউশ শয়তান (শয়তানের বন্ধুরা) রয়েছে।

এগুলি ছাড়া নিম্নোক্ত নামগুলিও কুরআন মাজীদ দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে :

১. আল-মুহাজিরীন *(তাওবাহ ৯/১০০)* ২. আল-আনছার *(ঐ)* ৩. আস-সাবিকূনাল আউয়ালূন *(ঐ)* ৪. রব্বানিইয়ীন *(আলে ইমরান ৩/৭৯)* ৫. আল-ফুক্বারা *(বাক্বারাহ ২/২৭৩)* ৬. আছ-

Contents

ছালেহীন *(নিসা ৪/৬৯)* ৭. আশ-শুহাদা *(ঐ)* ৮. আছ-ছিদ্দীক্বীন প্রভৃতি *(ঐ)*।

ছহীহ হাদীছসমূহেও মুসলমানদের কতিপয় নামের উল্লেখ রয়েছে। যেমন : ১. উম্মাতু মুহাম্মাদ (ছাঃ)।[২৭] ২. আল-গুরাবা।[২৮] ৩. ত্বায়েফাহ।[২৯] ৪. হাওয়ারীইউন।[৩০] ৫. আছহাব।[৩১] ৬. আল-খলীফাহ।[৩২] ৭. আহলুল কুরআন।[৩৩] ৮. আহলুল্লাহ।[৩৪]

উক্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, মুসলমানদের আরও অনেক (গুণবাচক) নাম রয়েছে। যেগুলি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) রেখেছেন। এজন্য ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়ার প্রতিষ্ঠাতার এ দাবী ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের স্রেফ একটি নাম 'মুসলিম' রেখেছেন। যদি তিনি বলেন যে, এগুলি গুণবাচক নাম। তবে আরয এই যে, গুণবাচক নামও নাম-ই হয়ে থাকে।

দলীল-১ : আল্লাহ তা'আলার যাতী বা সত্তাগত নাম 'আল্লাহ' এবং তাঁর অসংখ্য গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন :

(১) রব *(ফাতিহা ১/১)*। (২) আর-রহমান *(ঐ)*। (৩) আর-রহীম *(ঐ)*। (৪) ইলাহ *(নাস ১৪/৩)*। (৫) আল-আলীম *(বাক্বারাহ ২/১৩৭)*। (৬) আল-ক্বাদীর *(রূম ৩০/৫৪)*। (৭) আল-মালিক *(হাশর ৫৯/২৩)*। (৮) আল-কুদ্দূস *(ঐ)* ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا 'আর আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সুন্দর নাম সমূহ। সে নামেই তোমরা তাঁকে ডাক' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*।

তিনি আরো বলেছেন, قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى 'তুমি বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে ডাক বা 'রহমান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাকো না কেন, সকল সুন্দর নাম তো কেবল তাঁরই জন্য' *(বনু ইসরাঈল ১৭/১১০)*। আল্লাহ তা'আলার উক্ত গুণবাচক নাম সমূহকেও 'নাম'-ই বলা হয়েছে।

দলীল-২ : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সত্তাগত নাম মুহাম্মাদ এবং আহমাদও তাঁর সত্তাগত নাম। কুরআনে বলা হয়েছে, اسْمُهُ أَحْمَدُ 'তাঁর নাম আহমাদ' *(ছফ্ফ ৬১/৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِىُّ التَّوْبَةِ وَنَبِىُّ الرَّحْمَةِ 'আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত), আহমাদ (অত্যধিক প্রশংসিত), মুক্বাফফী (শেষ নবী), হাশের (একত্রিতকারী), নবীয়ে তওবাহ ও নবীয়ে রহমত'।[৩৫]

বাগাবীর শারহুস সুন্নাহ-তে আছে যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ لِى أَسْمَاءً أَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْمَاحِى الَّذِى يَمْحُو اللهُ بِهِ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِى يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى، وَأَنَا الْعَاقِبُ 'আমার কিছু নাম রয়েছে। আমি আহমাদ, আমি মুহাম্মাদ, আমি আল-মাহী, যার দ্বারা আল্লাহ কুফরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আমি আল-হাশের। আমার পদতলে লোকদেরকে একত্রিত করা হবে এবং আমি আক্বিব (সর্বশেষ নবী)। ইমাম বাগাবী বলেন, 'এ হাদীছের বিশুদ্ধতায় সবাই একমত। হাদীছটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন'।[৩৬]

এই হাদীছগুলি দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আরোও অনেক নাম রয়েছে। যেমন : আহমাদ, আল-মাহী, আল-হাশের, আল-আক্বিব, আল-মুক্বাফফী, নবীয়ে তওবাহ এবং নবীয়ে রহমত ইত্যাদি।

কুরআন ও হাদীছের উক্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, গুণবাচক নামও নাম-ই হয়ে থাকে।

ছাহাবীগণ এবং মুসলিমীন :

১. হুযায়ফা (রাঃ)-এর সামনে একজন ব্যক্তি মুসলমানদেরকে 'আল-মুছাল্লূন' (اَلْمُصَلُّوْنَ) বা মুছল্লীগণ বলেছিলেন। হুযায়ফা (রাঃ) এর প্রতিবাদ করেননি; বরং তাকে অনেক ভালো পরামর্শও দিয়েছিলেন।[৩৭]

২. ওমর (রাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ 'হে কুরাইশদের দল'।[৩৮]

৩. ওমর (রাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ 'হে আনছারের দল'।[৩৯]

৪. আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) ও অন্য খলীফাগণকে ছাহাবীগণ 'আমীরুল মুমিনীন' (أمير المؤمنين) বা মুমিনদের নেতা বলতেন। এ বিষয়টি মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত।

---

২৭. ছহীহ বুখারী, হা/ ৫২২১, ৬৬৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/৯০১।
২৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৫।
২৯. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩১১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৬ ইত্যাদি।
৩০. মুসলিম, হা/৫০।
৩১. মুসলিম, হা/৫০।
৩২. আহমাদ, ৫/১৩১, সনদ হাসান।
৩৩. আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৫৬, হা/২০৪৬, সনদ হাসান; মুসনাদে আবী দাঊদ আত-ত্বায়ালিসী, হা/২১২৪, 'মাকতাবা শামেলা' হ'তে।
৩৪. ঐ ৭।
৩৫. মুসলিম, হা/২৩৫৫।
৩৬. শারহুস সুন্নাহ, হা/৩৬৩০, ১৩/২১২।
৩৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হা/৩৮২৮৯, ১৫/১৭; আল-মুস্তাদরাক, ৪/৪৪৪-৪৪৫; ইমাম হাকেম বলেন, 'শায়খায়নের শর্তানুযায়ী হাদীছটি ছহীহ। তবে তারা হাদীছটি বর্ণনা করেননি। মানছূর থেকে সুফিয়ান ছাওরীর বর্ণনাটি শক্তিশালী। আর সনদের বাকী অংশটুকু ছহীহ।
৩৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ১৪/৪৮২, সনদ ছহীহ। আল-হাকাম বিন মীনা ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবী।
৩৯. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ১৪/৫৬৭, হা/৩৮১৯৯, সনদ হাসান।

Contents

এগুলি ছাড়া আরো অনেক নামও ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সবার উপরে সন্তুষ্ট হোন।

আহলুস সুন্নাহ : মুসলিমীন, মুহাদ্দিছীন এবং মুমিনীনকে 'আহলুস সুন্নাহ' (অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসারী)ও বলা হয়েছে।

দলীল-১ : তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (মৃঃ ১১০ হিঃ) বলেছেন, فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ 'সুতরাং আহলে সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য করা হ'ত। অতঃপর তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত'।[৪০]

সারমর্ম এই যে, ইবনু সীরীন (রহঃ) মুসলমানদের জন্য 'আহলুস সুন্নাহ' নামটি ব্যবহার করেছেন।

সতর্কীকরণ : এই নামটি ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়ার নিকটে অপ্রমাণিত, বিদ'আত এবং নতুন শরী'আত তৈরীর শামিল। এজন্য তাদের নিকটে ইবনু সীরীন (রহঃ)-যার ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা রয়েছে, তিনি ইসলাম থেকে খারিজ এবং আহলুস সুন্নাহ ফিরক্বার একজন ব্যক্তি বলে গণ্য হবেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

এবার লক্ষ্য করুন! তাবেঈ ইবনু সীরীন (রহঃ) (যিনি অসংখ্য ছাহাবীর শিষ্য এবং ছহীহায়েনের অন্যতম প্রধান রাবী) সম্পর্কে কখন ফৎওয়া দেয়া হচ্ছে?!

আহলুস সুন্নাহ বা এ জাতীয় শব্দ নিম্নোক্ত আইম্মায়ে মুসলিমীনও ব্যবহার করেছেন :

১. আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী (মৃঃ ১৩১ হিঃ)।[৪১]

২. যায়েদাহ বিন কুদামাহ।[৪২] ৩. আহমাদ বিন হাম্বল।[৪৩]

৪. বুখারী।[৪৪] ৫. ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন।[৪৫]

৬. আবূ ওবায়েদ ক্বাসেম বিন সাল্লাম।[৪৬]

৭. মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-মারওয়াযী।[৪৭]

৮. হাকেম নিশাপুরী।[৪৮]

৯. আহমাদ ইবনুল হুসায়েন আল-বায়হাক্বী (মৃঃ ৪৫৭ হিঃ)।[৪৯]

১০. আবূ হাতিম আর-রাযী (মৃঃ ২৭৭ হিঃ)।

৪০. *মুসলিম, হা/২৭ অনুচ্ছেদ-৫; দারুস সালাম পাবলিকেশন্সের ক্রমিক নং অনুসারে।*

৪১. *ইবনু 'আদী, আল-কামিল, ১/৭৫, সনদ ছহীহ; হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/৯; আল-জুযউছ ছানী মিন হাদীছি ইয়াহইয়া ইবনে মা'ঈন হা/১০২।*

৪২. *খত্বীব, আল-জামে', হা/৭৫৫।*

৪৩. *আল-মুনতাখাব মিন ইলালিল খাল্লাল, হা/১৮৫।*

৪৪. *বুখারী, জুযউ রফয়ে ইয়াদাইন, হা/১৫।*

৪৫. *তারীখু ইবনে মা'ঈন, দূরীর বর্ণনা, রাবী নং ২৯৫৫, আবুল মু'তামির ইয়াযীদ বিন তিহমান-এর জীবনী দ্রষ্টব্য।*

৪৬. *আল-আমওয়াল হা/১২১৮, 'লা তাজ'আল যাকাতাকা', কিতাবুল ঈমানের শুরুতে।*

৪৭. *কিতাবুছ ছালাত, হা/৫৮৮।*

৪৮. *আল-মুসতাদরাক, ১/২০১, হা/৩৯৭।*

৪৯. *দেখুন : কিতাবুল ই'তিক্বাদ ওয়াল হিদায়া ইলা সাবীলির রাশাদ আলা মাযহাবিস সালাফ ওয়া আছহাবিল হাদীছ সহ বায়হাক্বীর অন্যান্য গ্রন্থসমূহ।*

ইমাম আবূ হাতিম (রহঃ) জাহমিয়াদের[৫০] এই নিদর্শন বর্ণনা করেছেন যে, তারা আহলুস সুন্নাহকে 'মুশাব্বিহা'[৫১] বলে।[৫২]

১১. ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত-ত্বাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ)।[৫৩]

১২. ফুযায়েল বিন 'ইয়ায (মৃঃ ১৮৭ হিঃ)।[৫৪]

১৩. শায়খুল ইসলাম আবূ ওছমান ইসমাঈল আছ-ছাবূনী (মৃঃ ৪৪৯ হিঃ)।[৫৫]

১৪. ইবনু আব্দিল বার্র আল-আন্দালুসী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ)।[৫৬]

১৫. খত্বীব বাগদাদী *(শারফু আছহাবিল হাদীছ)*।

১৬. আবূ ইসহাক্ব ইবরাহীম বিন মূসা আল-কুরতুবী (মৃঃ ৭৯১ হিঃ)।[৫৭]

১৭. হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)।[৫৮]

১৮. হাফেয আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ)।[৫৯]

সুন্নী নাম :

১. হাফেয যাহাবী (রহঃ) একজন বিদ্বান সম্পর্কে বলেছেন, الرازي السني الفقيه أحد أئمة السنة 'আর-রাযী একজন সুন্নী, ফক্বীহ এবং আহলুস সুন্নাহ্র অন্যতম ইমাম'।[৬০]

যায়েদাহ বিন কুদামাহ (রহঃ)-কে বহু ইমাম 'ছাহেবু সুন্নাহ' (صاحب سنة) বা হাদীছপন্থী এবং 'আহলুস সুন্নাহ-এর অন্তর্ভুক্ত' (من أهل السنة) বলেছেন।[৬১]

৫০. *জাহমিয়া একটি ভ্রান্ত ফিরক্বা। জাহম বিন ছাফওয়ান এই ফিরক্বার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করতেন। তিনি কুরআনকে সৃষ্ট মনে করতেন। তিনি আরো বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান।*

৫১. *মুশাব্বিহা : যারা রবের সাথে অন্য কিছুকে সাদৃশ্য প্রদান করে। এটি অন্যতম একটি গোমরাহ ফিরক্বা। এই ফিরক্বা দু'টি ভাগে বিভক্ত। ১. যারা স্রষ্টার সত্তার সাথে অন্যের সত্তার সাদৃশ্য প্রদান করে। যেমন: আল্লাহ্র হাত, মুখমণ্ডল আমাদের হাত, মুখমণ্ডলের মতই। চরমপন্থী শী'আগণ যেমন সাবী'আহ, মুগীরীয়াহ ইত্যাদি এই আক্বীদা পোষণ করে। ২. যারা আল্লাহ্র গুণাবলীকে সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করে। যেমন : আল্লাহ্র দর্শন আমাদের দর্শনের ন্যায়। তার শ্রবণ আমাদের শ্রবণের মতই। কার্রামিয়া, হিশামী শী'আগণ এই শ্রেণীভুক্ত।- অনুবাদক।*

৫২. *উছূলুদ দ্বীন, পৃঃ ৩৮; তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ২/২৩।*

৫৩. *ত্বাবারী, ছরীহুস সুন্নাহ, পৃঃ ২০।*

৫৪. *হিলয়াতুল আওলিয়া, ৮/১০৩, ১০৪, সনদ ছহীহ; ত্বাবারী, তাহযীবুল আছার, ৭/৪৪, হা/১৯৭৫, সনদ ছহীহ।*

৫৫. *তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ এবং আর-রিসালাহ ফী ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়া আছহাবিল হাদীছ ওয়াল আইম্মাহ' দ্রষ্টব্য।*

৫৬. *আত-তামহীদ, ১/৮, ২/২০৯ ইত্যাদি।*

৫৭. *শাত্বিবী, আল-ই'তিছাম, ১/৬১।*

৫৮. *দেখুন : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৫/৩৭৪।*

৫৯. *ফাতহুল বারী ১/২৮১-এর বরাতে মাসঊদ আহমাদ, মাযাহিবে খামসাহ, পৃঃ ৩৯।*

৬০. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০/৪৪৬।*

৬১. *দেখুন : তাহযীবুত তাহযীব, ৩/২৬৪।*

Contents

২. হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) তাক্বরীবুত তাহযীবে *(রাবী ক্রমিক ৪২০৮)* আব্দুল মালেক বিন ক্বারীব আল-আছমাঈ আল-বাছরী সম্পর্কে বলেছেন, صدوق سني 'তিনি সত্যবাদী সুন্নী'।

মুহাম্মাদী মাযহাব : মুহাম্মাদ বিন ওমর আদ-দাঊদী (রহঃ) ইমাম, হাফেয, আল-মুফীদ (উপকারকারী), মুহাদ্দিছুল ইরাক (ইরাকের মুহাদ্দিছ) ইবনু শাহীন (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, وكان إذا ذكر له مذهب أحد، يقول : أنا محمـــدي المذهب 'যখন তার নিকটে কারো মাযহাবের কথা উল্লেখ করা হ'ত তখন তিনি বলতেন, 'আমি মুহাম্মাদী মাযহাবের'।[৬২]

সারসংক্ষেপ : কুরআন, হাদীছ এবং মুসলিম ইমামগণের সর্বসম্মত উক্তিসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, মুসলমানদের আরো গুণবাচক নাম রয়েছে। যেগুলি দ্বারা তাদেরকে ডাকা হয়েছে। যেমন : আহলুস সুন্নাহ, আহলুল হাদীছ, সুন্নী, মুহাম্মাদী, হিযবুল্লাহ প্রভৃতি। সুতরাং মাসঊদ ছাহেবের এ দাবী একেবারেই ভিত্তিহীন এবং দলীলবিহীন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাম স্রেফ মুসলিম রেখেছেন।

মাসঊদ ছাহেবের নিকটে 'মুসলিম' ব্যতীত অন্য সকল নাম (যেমন : আহলুস সুন্নাহ, আহলুল হাদীছ, হিযবুল্লাহ প্রভৃতি) বেঠিক এবং ফিরক্বা। আর তার নিকটে ফিরক্বাবন্দী শিরক, আযাব ও লা'নত *('জামা'আতুল মুসলিমীন' তথা ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়ার স্টীকার দ্রষ্টব্য)*।

এজন্য আইম্মায়ে মুসলিমীন যেমন তাবেঈ বিদ্বান মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) ও অন্যেরা তার নিকটে ইসলাম থেকে খারিজ এবং মুশরিক সাব্যস্ত হয়েছে। (আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই)।

তাকফীরের ফিৎনা : ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়া নির্লজ্জভাবে মুহাদ্দিছগণকে কাফের আখ্যাদান করছে। কার্যতঃ এরা না কোন মুসলমানকে সালাম করে, আর না তার পিছে ছালাত আদায় করে। তাদের নিকটে স্রেফ ঐ ব্যক্তিই 'মুসলিম', যে ব্যক্তি তাদের ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়ায় (জামা'আতুল মুসলিমীন রেজিস্ট্রার্ড) শামিল হয়েছে এবং মাসঊদ ছাহেবের বায়'আত গ্রহণ করেছে। অন্য কোন ব্যক্তি নিজেকে লক্ষ বার মুসলিম বললেও তারা তাদের অবস্থানেই অবিচল থাকেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِه 'যে ব্যক্তি আমাদের মতো ছালাত আদায় করে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ ফিরায় এবং আমাদের যবহকৃত প্রাণী ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি মুসলিম। যার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী রয়েছে'।[৬৩]

আলোচনার অকাট্য ফায়ছালা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَـــادَ اللهِ 'তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত নামে ডাকো। যিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিমীন, মুমিনীন, ইবাদুল্লাহ (আল্লাহ্‌র বান্দা)'।[৬৪]

এই সনদকে ইবনু খুযায়মাহ, হাকেম ও যাহাবী (রহঃ)ও ছহীহ বলেছেন।[৬৫] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, هَـذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَـحِيحٌ غَرِيـبٌ 'এটি হাসান ছহীহ গরীব হাদীছ'।[৬৬]

ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর আবূ ইয়া'লা ও অন্যদের সনদ সমূহে 'সামা' (আমি শুনেছি)-এর কথাও উল্লেখ করেছেন।

ফিরক্বার আলোচনা : ফিরক্বার প্রয়োগ হকপন্থীদের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে এবং বাতিলপন্থীদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু মাসঊদ ছাহেব ঢালাওভাবে বলেন, 'ফিরক্বাবন্দী শিরক'!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَكُونُ فِى أُمَّتِى فِرْقَتَانِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِى قَتْلَهُمْ أَوْلاَهُمْ بِالْحَقِّ 'আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি ফিরক্বা হবে। তারপর তাদের মধ্য থেকে একটি 'মারিক্বাহ' (পথভ্রষ্ট ফিরক্বাহ, খারেজীদের দল) বের হবে। তাদের সাথে লড়াই করবে ঐ দলটি, যেটি হক্বের অধিক নিকটবর্তী হবে'।[৬৭] অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَفْتَرِقُ أُمَّتِى فِرْقَتَيْنِ فَتَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ فَيَقْتُلُهَــا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِــالْحَقِّ 'আমার উম্মত দু'টি ফিরক্বায় বিভক্ত হবে এবং তাদের মধ্য থেকে একটি দল বের হবে (অর্থাৎ গোমরাহ (খারেজী) ফিরক্বা)। উভয় ফিরক্বার মধ্যে যে দলটি হক্বের অধিক নিকটবর্তী সেটি ঐ গোমরাহ দলকে হত্যা করবে'।[৬৮]

এই ফিরক্বা দু'টি আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ফিরক্বা ছিল এবং তাঁদের মধ্য থেকে খারেজীদের জামা'আত বের হয়েছিল। সেই 'জামা'আত'কে আলী (রাঃ) হত্যা করেছিলেন।

প্রতীয়মান হ'ল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের দু'টি জামা'আতকে দু'টি ফিরক্বা আখ্যা দিয়েছেন। অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, মুসলমানদের জামা'আতকে 'ফিরক্বা'ও বলা হয়েছে। অর্থাৎ নাজী (মুক্তিপ্রাপ্ত) ফিরক্বা। আর এই দু'টি ফিরক্বা (আলী ও মু'আবিয়ার দল) হক্বের উপরে ছিল।

---

৬২. খত্বীব, তারীখু বাগদাদ, ১১/২৬৭, সনদ ছহীহ, ওমর বিন আহমাদ বিন ওছমান ওরফে ইবনু শাহীন-এর জীবনী।

৬৩. বুখারী, হা/৩৯১।

৬৪. মুসনাদে আবী ই'য়ালা আল-মূছেলী ৩/১৪২; ছহীহ ইবনু হিব্বান ৮/৪৩।

৬৫. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ, হা/১৯৩০; আল-মুসতাদরাক, ১/৪২১, ১১৭, ২৩৬।

৬৬. তিরমিযী, হা/২৮৬৩।

৬৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১০৬৫।

৬৮. মুসনাদে আবী ইয়া'লা আল-মূছিলী, ২/৪৯৯, হা/১৩৪৫, সনদ ছহীহ; ইবনু হিব্বান তার ছহীহ গ্রন্থে (৮/২৫৯) এবং আহমাদ (হা/১১৩২৬, ৩/৭৯) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

Contents

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যকতা

*ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম***

(২য় কিস্তি)

নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও আনুগত্য করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহ :

١٤- عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ-

১৪. ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ফজরের ছালাত পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে এমন মর্মস্পর্শী বক্তব্য প্রদান করলেন যে, তাতে চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হ'ল এবং অন্তর ভীত হ'ল। তখন একজন ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এ যেন বিদায়ী ভাষণ! আপনি আমাদেরকে কি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি অর্জনের এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। যদিও তিনি কোন নিগ্রো দাস হন। কারণ তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা মাঢ়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। আর তোমরা ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি করা হ'তে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[১]

١٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّامَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

১৫. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কোন কিছু দেখবে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল'।[২] বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি তার আমীরের কোন কিছু অপসন্দ করবে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল'।[৩]

١٦- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ يَدْعُوْا لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقُتِلَ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَ فَاجِرَهَا وَلَايَتَحَاشُ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَايَفِىْ لِذِىْ عَهْدٍ بِعَهْدِهِ فَلَيْسَ مِنِّى وَ لَسْتُ مِنْهُ.

১৬. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (নেতার) আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হল, অতঃপর মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি এমন পতাকাতলে যুদ্ধ করে, যার হক ও বাতিল হওয়া সম্পর্কে তার স্পষ্ট জ্ঞান নেই। বরং সে দলীয় প্রেরণায় ক্রুদ্ধ হয়, দলীয় প্রেরণায় লোকদের আহ্বান করে ও দলীয় প্রেরণায় মানুষকে সাহায্য করে, অতঃপর নিহত হয়। এমতাবস্থায় সে জাহিলিয়াতের উপরে নিহত হয়। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জামা'আত থেকে বের হয়ে তাদের ভাল-মন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করবে, মুমিনকেও রেহাই দিবে না এবং যার সাথে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করবে না, সে আমার উম্মত নয় এবং আমিও তার কেউ নই'।[৪]

١٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ نَزَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ أَوْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

১৭. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে তার হাত গুটিয়ে নিল অথবা জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন

** অধ্যাপক, হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

*** গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।*

১. আহমাদ হা/১৭১৮৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২; আবুদাউদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ছহীহাহ হা/২৭৩৫; মিশকাত হা/১৬৫।

২. বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।

৩. বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯।

৪. মুসলিম হা/১৮৪৮; আহমাদ হা/৭৯৩১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৮; ছহীহাহ হা/৯৮৩; নাসাঈ হা/৪১১৪; মিশকাত হা/৩৬৬৯।

Contents

হয়ে গেল, সে জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণ করল’।[৫]

١٨- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِيَ اللهَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ-

১৮. হুযায়ফা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং ইমারতকে লাঞ্ছিত করল, সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না’।[৬]

١٩- عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ وَمَاتَ نَاكِثاً لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ-

১৯. আমের ইবনু রাবী‘আহ হ’তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সে জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করল এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে ক্বিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না’।[৭]

আমের ইবনু রাবী‘আহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ بَعْدِى يُصَلُّوْنَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَيُؤَخِّرُوْنَ عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوْهَا مَعَهُمْ، فَإِنْ صَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوْهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ فَمَاتَ نَاكِثاً لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ-

‘অচিরেই আমার পরে এমন নেতৃবৃন্দ হবে যাদের কেউ যথা সময়ে ছালাত আদায় করবে এবং কেউ দেরীতে ছালাত আদায় করবে। অতএব তোমরা তাদের সাথে ছালাত আদায় কর। যদি তারা যথাসময়ে ছালাত আদায় করে এবং তোমরাও তাদের সাথে ছালাত আদায় কর, তাহ’লে তোমাদের এবং তাদের সবার জন্যই ছওয়াব রয়েছে। আর তারা যদি নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরীতে ছালাত আদায় করে এবং তোমরাও তাদের সাথে ছালাত আদায় কর, তাহ’লে তোমরা ছওয়াব পেয়ে যাবে এবং দেরী করার গুনাহ তাদের উপর বর্তাবে। যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সে জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করল এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না’।[৮] এ হাদীছের সনদে আছেম ইবনু ওবায়দুল্লাহ নামক রাবী থাকায় হাদীছের সনদ যঈফ। কিন্তু এর পক্ষে বহু শাহেদ (সমর্থক হাদীছ) থাকায় হাদীছটি হাসান। ইবনু আদী বলেন, তার বর্ণিত হাদীছ লেখা যায়।

٢٠- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ-

২০. আবু যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন করল’।[৯] আলবানী (রহঃ) বলেন, ইবনু ওমর ও হারেছ আশ‘আরী বর্ণিত হাদীছ এই হাদীছের শাহেদ হওয়ায় হাদীছটি ছহীহ।[১০]

٢١- عَنِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِىِّ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ...، (فذكر الحديث) وفيه- (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم): أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُثَي جَهَنَّمَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَإِنْ صَلَّى وَ صَامَ؟ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَ صَامَ، فَادْعُوْا بدعوي اللهِ الَّذِيْ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللهِ-

২১. হারেছ আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু যাকারিয়া (আঃ)-কে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন... (অতঃপর দীর্ঘ হাদীছ উল্লেখ করেন)। তাতে রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে যেগুলোর নির্দেশ

---

৫. আহমাদ হা/৬১৬৬; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৮; মু‘জামুল আওসাত্ব হা/৭৫১১; আবু আ‘ওয়ানা হা/৭১৫৫, সনদ ছহীহ।

৬. হাকেম হা/৪০৯; আহমাদ হা/২৩৩৩১; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৯১২৮, সনদ ছহীহ। হাকেম ও আল্লামা যাহাবী বলেন, হাদীছ ছহীহ। শু‘আইব আরনাঊত বলেন, হাসান।

৭. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৩৭৭৯; আবু ইয়া‘লা হা/৭২০৩ আহমাদ হা/১৫৭১৯; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/ ১৮১৯।

৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৩৭৭৯; আবু ইয়া‘লা হা/৭২০৩; আহমাদ হা/১৫৭১৯; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৮১৯।

৯. আবুদাঊদ হা/৪৭৫৮; হাকেম হা/৪০১; আহমাদ হা/২২৯৬১; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪১০; ছহীহ তারগীব হা/৫ যিলালুল জান্নাহ হা/৮৯২; মিশকাত হা/১৮৫।

১০. আলবানী, তাখরীজুস সুন্নাহ ২/৪৩৪।

দিয়েছেন (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন করল যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান জানাল, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! যদিও সে ছালাত আদায় করে এবং ছিয়াম পালন করে? তিনি বললেন, যদিও সে ছালাত আদায় করে এবং ছিয়াম পালন করে। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নামে ডাকো। যিনি তোমাদেরকে মুসলিমীন, মুমিনীন ও ইবাদুল্লাহ (আল্লাহ্‌র বান্দা) নামে নামকরণ করেছেন'।[১১]

জামে' তিরমিযীতে হাদীছটির পূর্ণরূপ এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيْسَى: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِيْ بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِيْ أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَامْتَلأَ الْمَسْجِدُ، وَقَعَدُوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوْا بِهِنَّ. أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُوْنَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوْا، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِيْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِيْ عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيْهَا مِسْكٌ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوْا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوْهُ لِيَضْرِبُوْا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيْهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ. فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوْا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِيْ أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِيْنٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ...(فذكره).

'হারেছ আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু যাকারিয়া (আঃ)-কে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তিনি সে অনুযায়ী আমল করেন এবং বানী ইসরাঈলকে সে অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দেন। তিনি তদনুযায়ী আমল করতে বিলম্ব করছিলেন, তখন ঈসা (আঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আপনি সে অনুযায়ী আমল করেন এবং বানী ইসরাঈলকে সে অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দেন। আপনি তাদেরকে নির্দেশ দেন অন্যথা আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব। তখন ইয়াহইয়া (আঃ) বললেন, আপনি যদি আমার পূর্বে নির্দেশ দেন তাহ'লে আমি আমাকে মাটির নিচে দাবিয়ে দেওয়ার অথবা আমাকে শাস্তি দেওয়ার আশঙ্কা করছি। অতঃপর তিনি লোকদেরকে বায়তুল মাক্বদাসে সমবেত করলেন। মসজিদ ভরে গেলে তারা বারান্দায় বসল। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমি সে অনুযায়ী আমল করি এবং তোমাদেরকে সে অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দেই। তন্মধ্যে প্রথমটি হ'ল তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপনকারীর উদাহরণ সে ব্যক্তির ন্যায়, যে তার সম্পদের খাঁটি সোনা ও রূপা দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে তাকে বলল, এটা আমার ঘর আর এগুলো আমার কাজ। তুমি এ কাজগুলো করবে এবং এর প্রাপ্য আমাকে বুঝিয়ে দিবে। সে কাজ করতে থাকল এবং মালিক ব্যতীত অন্যকে এর সুফলাদি দিতে থাকল। তোমাদের কে খুশি হবে যে তার দাস এরূপ হোক? ২. আল্লাহ তোমাদেরকে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তোমরা ছালাত আদায়কালে এদিক-সেদিক তাকাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুখমণ্ডল বান্দার মুখমণ্ডলের দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন যতক্ষণ না বান্দা এদিক-সেদিক তাকায়। ৩. আমি তোমাদেরকে ছিয়াম পালন করার নির্দেশ দিচ্ছি। ছিয়াম পালনকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি দলের সাথে অবস্থান করছে আর তার সাথে রয়েছে সুগন্ধিযুক্ত একটি থলে। সবাই সেটির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে অথবা সেটি সবাইকে তার প্রতি আকৃষ্ট করছে। আর ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ মিশকে আম্বরের সুগন্ধি অপেক্ষা আল্লাহ্‌র নিকট অতি পবিত্র। ৪. আমি তোমাদেরকে ছাদাক্বা করার নির্দেশ

---

১১. *তিরমিযী হা/২৮৬৩; আহমাদ হা/১৭৮১৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪; যিলালুল জান্নাহ হা/১০৩৬; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৯৫; হাকেম হা/১৫৩৪; শু'আবুল ঈমান হা/৭৪৯৪; ছহীহ তারগীব হা/১৪৯৮; মুসনাদু ত্বায়ালেসী হা/১১৬১।*

Contents

দিচ্ছি। ছাদাক্বাকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শত্রুরা পাকড়াও করে তার ঘাড়ের সাথে হাত বেঁধে ফেলেছে এবং তাকে হত্যার জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে বলল, আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার কম-বেশী সমস্ত সম্পদ তোমাদেরকে দিচ্ছি। অতঃপর সে মালের বিনিময়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল (অনুরূপ ছাদাক্বাকারী ছাদাক্বা করার মাধ্যমে নিজেকে বিপদমুক্ত করে)। ৫. আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিকির করার নির্দেশ দিচ্ছি। যিকিরকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার শত্রুরা দ্রুততার সাথে তার পিছু ধাওয়া করেছে অতঃপর সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে গমন করে নিজেকে তাদের থেকে রক্ষা করল। তদ্রূপ কোন বান্দা আল্লাহ্র যিকর ব্যতীত নিজেকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, যা আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন' (অতঃপর তিনি পূর্বের কথাগুলো উল্লেখ করলেন)।[১২]

২২- عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: إِنَّهُ سَتَكُوْنُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ، فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ-

২২. আরফাজা ইবনু শুরাইহ আল-আশজাঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'অচিরেই নানা প্রকার ফিৎনা-ফাসাদের উদ্ভব ঘটবে। যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস চালাবে, তোমরা তরবারী দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে। সে যেই হোক না কেন'।[১৩] অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ-

আরফাজা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের কাছে এ উদ্দেশ্য আগমন করে যে, সে তোমাদের (ঐক্যের) বন্ধনকে ভেঙ্গে দিবে অথবা তোমাদের জামা'আতকে বিচ্ছিন্ন করবে, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করবে'।[১৪]

২৩- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ، وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: لاَ مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ-

২৩. আওফ ইবনু মালেক আল-আশজাঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করে এবং তোমরাও তাদের জন্য প্রার্থনা কর। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এমন সময় আমরা কি তাদেরকে প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোন অপসন্দনীয় কাজ দেখবে, তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে এবং তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না'।[১৫] মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

قَالُوْا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ-

ছাহাবীগণ বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি এমন সময় তাদেরকে (তরবারী দ্বারা) প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। সাবধান! কোন ব্যক্তিকে কারো উপর আমীর নিযুক্ত করা হলে। অতঃপর সে তাকে আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কোন কিছু করতে দেখলে, সে যেন তার আল্লাহ্র অবাধ্যতার কাজগুলোকে ঘৃণা করে এবং অবশ্যই তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে না নেয়'।[১৬]

---

১২. *তিরমিযী হা/২৮৬৩; আহমাদ হা/১৭৮১৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪; যিলালুল জান্নাহ হা/১০৩৬; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৯৫; হাকেম হা/১৫৩৪; শু'আবুল ঈমান হা/৭৪৯৪; ছহীহ তারগীব হা/১৪৯৮; মুসনাদু ত্বায়ালেসী হা/১১৬১, আল্লামা আলবানী (রহঃ) বলেন, সনদ ছহীহ (তাখরীজুস-সুন্নাহ লি ইবনু আছেম ২/৪৯৬।*

১৩. *মুসলিম হা/১৮৫২; আবুদাউদ হা/৪৭৬২; আহমাদ হা/১৮৩২১; ইবনু হিব্বান হা/৪৪০৬; ছহীহুল জামে' হা/২৩৯৩; নাসাঈ হা/৪০২১; যিলালুল জান্নাহ হা/১১০৬: মিশকাত হা/৩৬৭৭।*

১৪. *মুসলিম হা/১৮৫২; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৪৪; ইরওয়া হা/২৪৫২; মু'জামুল কাবীর হা/৩৬৫; আবু আ'ওয়ানা হা/৭১৪০; মিশকাত হা/৩৬৭৮, সনদ ছহীহ।*

১৫. *মুসলিম হা/১৮৫৫; দারেমী হা/২৭৯৭; ছহীহাহ হা/৯০৭; ছহীহুল জামে' হা/৩২৫৮; যিলালুল জান্নাহ হা/১০৭১: মিশকাত হা/৩৩৭০, হাদীছ ছহীহ।*

১৬. *মুসলিম হা/১৮৫৫; দারেমী হা/২৭৯৭; ছহীহাহ হা/৯০৭; ছহীহুল জামে' হা/৩২৫৮; যিলালুল জান্নাহ হা/১০৭১: হাদীছ ছহীহ।*

٢٤- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَتَكُوْنُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ. قَالُوْا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ مَا صَلَّوْا-

২৪. উম্মু সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব ঘটবে, যাদের কিছু ভাল কাজের কারণে তোমরা সন্তুষ্ট হবে এবং তাদের কিছু খারাপ কাজের কারণে তাদেরকে অপসন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরোধতা করল সে নিরাপত্তা লাভ করল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পসন্দ করল এবং তাদের অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল)। তারা বললেন, আমরা কী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ছালাত কায়েম রাখবে'।[১৭] মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ (وزاد في اخره) أَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِه وَأَنْكَرَ بِقَلْبِه - 'যে ব্যক্তি তাদের অপসন্দ করল সে নিরাপত্তা লাভ করল এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরোধিতা করল সে মুক্তি লাভ করল। (বর্ণনার শেষে রয়েছে) অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা ঘৃণা করল এবং হৃদয় থেকে বিরোধিতা করল।[১৮] প্রখ্যাত তাবেঈ কাতাদা (রহঃ) বলেন, -يَعْنِى مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِه وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِه 'যে ব্যক্তি হৃদয় থেকে বিরোধিতা করল এবং অন্তর থেকে ঘৃণা করল' (সে নাজাত পেল)।[১৯] অনুরূপ বর্ণনা মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাউদ ও বায়হাকীতেও আছে।[২০] হেশাম (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, فَمَنْ أَنْكَرَ بِلِسَانِه فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِه فَقَدْ سَلِمَ- 'যে ব্যক্তি বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিবাদ করল সে নাজাত পেল। আর যে ব্যক্তি অন্তর থেকে ঘৃণা করল সে নিরাপত্তা লাভ করল'।[২১] হাসান (রহঃ) বলেন, فَمَنْ أَنْكَرَ بِلِسَانِه فَقَدْ بَرِئَ وَقَدْ ذَهَبَ زَمَانُ هَذِه وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِه فَقَدْ جَاءَ زَمَانُ هَذِه- 'যে ব্যক্তি মুখ দ্বারা বাধা দিল সে মুক্তি পেল। অবশ্য মুখে প্রতিবাদ করার যুগ চলে গেছে। আর যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা ঘৃণা করল (সে নাজাত পেল)। অবশ্য এর সময় চলে এসেছে'।[২২]

٢٥- عَنْ اَبِيْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِىُّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِى الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ-

আবু ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালামা ইবনু ইয়াযীদ আল-জু'ফী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ মর্মে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা তাদের হক আমাদের কাছে দাবী করে কিন্তু আমাদের হক তারা দেয় না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আর তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আশ'আছ ইবনু কায়েস (রাঃ) তাকে (সালামাকে) টান দিয়ে বললেন, তোমরা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে'।[২৩] তোমরা শুনবে এবং আনুগত্য করবে... এ কথাগুলো আশ'আছ ইবনু কায়েস (রাঃ)-এর নয় বরং কথাগুলো স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর। যেমন অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে এবং তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে'।[২৪] ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরাতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যেখানে কথাগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর বরাতে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৫]

٢٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْد رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : سَتَكُوْنُ أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا، قَالُوْا يَا

১৭. মুসলিম হা/১৮৫৪; আহমাদ হা/২৬৫৭১; ছহীহাহ হা/৩০০৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৬১৮; ইবনু হিব্বান হা/৬৬৫৮; আবু আ'ওয়ানা হা/৭১৬২; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮৪৫১, হাদীছ ছহীহ।
১৮. মুসলিম হা/১৮৫৪-৬৩।
১৯. আবুদাউদ হা/৪৭৬১; বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০২; সুনানুল কুবরা হা/১৬৩৯৮।
২০. মুসলিম হা/১৮৫৪; তিরমিযী হা/২২৬৫; আবুদাউদ হা/৪৭৬১; বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০২; সুনানুল কুবরা হা/১৬৩৯৮।
২১. আবুদাউদ হা/৪৭৬০।
২২. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০২; সুনানুল কুবরা হা/১৬৩৯৮।
২৩. মুসলিম হা/১৮৫৪; তিরমিযী হা/২১৯৯; ছহীহাহ হা/৭১৭৬; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০০, হাদীছ ছহীহ।
২৪. তিরমিযী হা/২১৯৯; ছহীহাহ হা/৭১৭৬; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০০; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৬৪০১; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮৪১৬; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯১১৪; মিশকাত হা/৩৬৭৩, হাদীছ ছহীহ।
২৫. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৬৪০১।

رَسُوْلَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِىْ عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُوْنَ اللهَ الَّذِىْ لَكُمْ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাবে এবং এমন সব কর্মকাণ্ড ঘটবে, যা তোমরা অপসন্দ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে অবস্থায় আমাদের কী করতে বলেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তোমরা পালন করবে এবং তোমাদের প্রাপ্যের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে'।[২৬]

২৭- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ-

২৭. ফাযালাহ ইবনু ওবায়েদ হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ধ্বংসে নিপতিত তিন প্রকার লোক সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞেস কর না। (১) এমন লোক যে মুসলমানদের জামা'আত ত্যাগ করল, তার নেতার অবাধ্য হ'ল এবং অবাধ্য অবস্থায় মারা গেল। (২) এমন দাস বা দাসী যে (তার মালিকের নিকট থেকে) পলায়ন করল, অতঃপর মারা গেল। (৩) এমন স্ত্রী যার স্বামী তার কাছে নেই এবং সে তার দুনিয়ার যাবতীয় খরচ যথাযথ বহন করে। অথচ সে তার অনুপস্থিতে (অন্যের সামনে) নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে। অতএব তুমি এ সকল ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না'।[২৭]

২৮- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ-

২৮. ওবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের আহ্বান করলেন। আমরা তাঁর কাছে বায়'আত করলাম। তিনি (ওবাদা) বলেন, আমরা যে সকল বিষয়ে তাঁর কাছে বায়'আত করেছিলাম সেগুলো হ'ল- আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে-অপসন্দে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে আমীরের কথা শুনব ও মেনে চলব। আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করব না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা (আমীরের মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী না দেখবে (ততক্ষণ তোমরা তার আনুগত্য করতে থাকবে), যে বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ রয়েছে'।[২৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْ الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَلاَّ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَ أَنْ نَقُوْمَ أَوْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا وَلاَنَخَافُ فِيْ اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ-

ওবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই মর্মে বায়'আত করেছিলাম যে, আমরা আনন্দে-অপসন্দে আমীরের কথা শুনব ও মেনে চলব। আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করব না। আর যেখানেই থাকি সর্বদা সত্যের উপর অটল থাকব বা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরওয়া করব না'।[২৯]

২৯- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ-

২৯. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির (নেতার নির্দেশ) শ্রবণ করা এবং তার আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। চাই সে নির্দেশ তার পসন্দ হোক বা অপসন্দ হোক, যতক্ষণ না তাকে আল্লাহ্র নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। যখন আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন আমীরের কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতা নেই'।[৩০]

৩০- عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ،

২৬. *বুখারী হা/৩৬০৩; মুসলিম হা/১৮৪৩; তিরমিযী হা/২১৯০; আহমাদ হা/৪০৬৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৬২০; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৮৭; ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫৯।*

২৭. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯০; হাকেম হা/৪১১; আহমাদ হা/২৩৯৮৮; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৫৯; ছহীহাহ হা/৫৪২; ছহীহুল জামে' হা/৩০৫৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৮৭।*

২৮. *বুখারী হা/৭০৫৫,৭০৫৬; মুসলিম হা/১৭০৯; নাসাঈ হা/৪১৪৯; ইবনু মাজাহ হা/২৮৬৬; আহমাদ হা/২২৭৩১; ছহীহাহ হা/৩৪১৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩০৩; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৬৩৩০; মিশকাত হা/৩৬৬৬।*

২৯. *বুখারী হা/৭১৯৯, ৭২০০; মুসলিম হা/১৭০৯; নাসাঈ হা/৪১৪৯; ইবনু মাজাহ হা/২৮৬৬; মিশকাত হা/৩৬৬৬, তবে এগুলো বুখারীর শব্দ।*

৩০. *বুখারী হা/৭১৪৪; মুসলিম হা/১৮৩৯; আবুদাঊদ হা/২৬২৬; ইবনু মাজাহ হা/২৮৬৪; নাসাঈ হা/৪২০৬; আহমাদ হা/৪৬৬৮; তিরমিযী হা/১৭০৭; ছহীহাহ হা/৭৫২; মিশকাত হা/৩৬৬৪।*

وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُطِيعُونِى؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاجْمَعُوا لِى حَطَبًا، فَجَمَعُوا، فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا. فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ-

৩০. আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করলেন এবং একজন আনছারী ব্যক্তিকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে সৈন্যবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি (আমীর) তাদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, নবী করীম (ছাঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য কাঠ সংগ্রহ করো। তারা কাঠ সংগ্রহ করল। তিনি বললেন, তোমরা আগুন জ্বালাও। তারা আগুন জ্বালাল। এরপর তিনি বললেন, তোমরা তাতে প্রবেশ করো। এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে উদ্যত হ'ল, তখন একে অপরকে আঁকড়ে ধরল। তাদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ করেছি। তাদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে গেল এবং তার (আমীরের) ক্রোধও প্রশমিত হ'ল। এ ঘটনার সংবাদ নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত, তাহ'লে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের হ'ত না। আনুগত্য কেবলমাত্র ভাল কাজেই হয়ে থাকে।[৩১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

فَقَالَ لِلَّذِيْنَ أَرَادُوْا أَنْ يَدْخُلُوْهَا: لَوْ دَخَلُوْهَا لَمْ يَزَالُوْا فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلآخَرِينَ: لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ-

'যারা আগুনে প্রবেশ করার ইচ্ছা করেছিল তাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তারা তাতে প্রবেশ করত, তাহ'লে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করত। আর অন্যদের উদ্দেশ্য তিনি বললেন, আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলমাত্র ভাল কাজে'।[৩২]

[চলবে]

---

৩১. *বুখারী হা/৪৩৪০; মুসলিম হা/১৮৪০; আবুদাউদ হা/২৬২৫; নাসাঈ হা/৪২০৫; আহমাদ হা/১০১৮; আবু আ'ওয়ানা হা/৭১১৭; ইবনু আবী শায়বা হা/৩৪৩৯৫; বাযযার হা/৫৮৯।*

৩২. *বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; আবুদাউদ হা/২৬২৫; নাসাঈ হা/৪২০৫।*

আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ

*রফীক আহমাদ**

আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অকল্পনীয় সত্তা। তাঁর সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। তাঁর অবয়বের বর্ণনা দেয়ার কোন ক্ষমতা কারো নেই। তাঁকে কেউ কোন দিন দেখেনি। তিনি একমাত্র মহাপবিত্র সত্তা, তাঁর সত্তার সঠিক বা আনুমানিক বর্ণনা দেয়ার কোন অবকাশ নেই। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম, সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে পবিত্র কুরআনে। এগুলো মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ্র সত্তার সুনিশ্চিত প্রমাণ।

যারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে কিংবা আল্লাহর কোন আকার নেই (নিরাকার) বলে মনে করে, আল্লাহ্র অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে, তারা মুমিন নয়। তাদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থে মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাঁর পবিত্র সত্তার বর্ণনা দ্বারা মানুষের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ঘটিয়েছেন। অপরদিকে যারা আল্লাহকে না দেখেই তাঁর সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করে তারা আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ পূর্বক নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করে।

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্যে। এ বিষয়ে তিনি মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু আদেশ, উপদেশ ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সেগুলি মেনে চলার কঠোর আদেশ দিয়েছেন। কোন কারণবশতঃ মানুষ ভুল করে ফেললে, তওবার মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করে সঠিক পথে ফিরে আসার সুযোগ রয়েছে। এরপরেও কেউ আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করলে সে শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতঃ বহু বান্দা আল্লাহ্র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে এবং আল্লাহ্র কঠোর শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ্র আদেশ পালনে ব্রতী হয়। আবার অনেকে ভুলবশতঃ বা অজ্ঞতাবশতঃ আদেশ পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বা অন্যায় করে নিজের ভুল বুঝতে পারে। তখন অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। অতঃপর আল্লাহ্র প্রতি গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে সৎপথ অবলম্বন করে। কিন্তু শয়তানসহ মানুষের মধ্যে একটি বিরাট দল আল্লাহ্র সত্তা ও আদেশের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আল্লাহ্র বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অদৃশ্যের একমাত্র জ্ঞাতা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মালিক মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের এসব অকৃতজ্ঞতার কথা, অহংকারের কথা, ঔদ্ধত্য ও সীমালংঘনের কথা সৃষ্টির পূর্বেই জানতেন।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কিয়ামতের মাধ্যমে ইহজগত হ'তে পরজগতে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কিয়ামতের ময়দানে সমস্ত মানুষের কর্মের হিসাব হবে। পরকালে আল্লাহ্র সাথে বান্দার সাক্ষাৎ হবে। তিনি মানব জাতিকে তাঁর সাক্ষাতের কথা জানিয়েছেন। হতভাগ্য মানুষের একটি বড় দল আল্লাহ্র এ সাক্ষাতের সুসংবাদকে অবিশ্বাস করে। কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ত বান্দারা এ মহাসংবাদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তাঁর সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় থাকে।

মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্র এ সাক্ষাৎকার তাঁর প্রিয় বান্দার জন্য কতটা মর্যাদাপূর্ণ ও আনন্দদায়ক তা ভাষায় প্রকাশ করা কখনই সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে তাঁর অপ্রিয় বান্দার জন্য যে কত অপমানজনক, লাঞ্ছনাকর, ভয়াবহ শাস্তিদায়ক সেটাও অবর্ণনীয়। উভয় প্রকারের বান্দার সঙ্গে সেদিন আল্লাহ তা'আলা সাক্ষাৎ করবেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দার সেই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।-

মানুষ আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তবে সব মানুষ সমান নয়, তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন। কেননা মানুষকে অবশ্যই চিন্তা ও বিবেচনা করতে হবে, কে তাদেরকে সুখ-শান্তি ও মান-সম্মান দিয়ে পৃথিবীর বড় আসনে বসিয়েছেন এবং অন্যদেরকে দরিদ্রতা ও দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবন যাপনে অভ্যস্ত করেছেন। যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের প্রতি কি ধরনের বিধি-বিধান জারি করেছেন তা ভেবে দেখতে হবে।

আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন বা সমবেত হওয়ার জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে। কোন মানুষ বা ফেরেশতা কূলের কেউ তা জানে না। নির্ধারিত সেই সময়েই কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং মানুষের অজান্তেই হঠাৎ তা এসে যাবে। কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা অবর্ণনীয়। আল্লাহ্র নিকট মানুষের সমবেত হওয়াও সেদিনের জন্য একটি কঠিন কাজ।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার মহাপবিত্র সত্তার চিন্তা-গবেষণা করা অপেক্ষা তাঁর সত্তার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসই হ'ল শ্রেষ্ঠ পথ ও পাথেয়। কারণ পবিত্র কুরআনে তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও তাঁর সাক্ষাতের মহাসত্য বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُوْنَ 'তোমরা আল্লাহ্র রং (অর্থাৎ আল্লাহ্র দ্বীন) কবুল কর। আর আল্লাহ্র রঙের চাইতে উত্তম রং কার হ'তে পারে' *(বাক্বারাহ ২/১৩৮)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلِ ادْعُواْ اللهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى 'তুমি বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে ডাক বা 'রহমান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক না কেন, সকল সুন্দর নাম তো কেবল তাঁরই' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১১০)*। একই মর্মার্থে তিনি ঘোষণা করেন, اللهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি' *(নূর ২৪/৩৫)*। অপর এক প্রত্যাদেশে তিনি তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِيْنَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ- 'অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

* শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।

আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না মৃত্যু তোমার নিকট উপস্থিত হয়' *(হিজর ১৫/৯৮, ৯৯)*। অতঃপর আল্লাহ তাঁর সত্তা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনায় বলেন, وَاللهُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 'আল্লাহ জীবন ও মৃত্যু দান করে থাকেন। আর আল্লাহ তোমরা যা কর সবই দেখেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعاً بَصِيْراً 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(নিসা ৪/৫৮)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন' *(লোকমান ৩১/২৮; হজ্জ ২২/৭৫)*। তাঁর শক্তির বর্ণনায় তিনি বলেন, وَالْأَرْضُ جَمِيْعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ 'কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে' *(যুমার ৩৯/৬৭)*। আল্লাহ তা'আলা হ'লেন সর্বোত্তম সুন্দর সত্তা। উপরের আয়াত কয়টি তাঁর সুন্দরতম আকৃতির নমুনা স্বরূপ পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি সর্বশক্তির আধার। এসব আল্লাহ্র ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

মহিমাময় আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আরও একটি মহাসুসংবাদ রয়েছে। তিনি বলেছেন, কিয়ামতে বিচারের দিনে কোন একক (সুনির্দিষ্ট) সময়ে তিনি প্রতিটি বান্দার বা ব্যক্তির সাথে পৃথক বা একাকী সাক্ষাৎ করবেন। তাঁর এই অমূল্য বাণীর অন্তরালে যে অসীম তাৎপর্য লুক্কায়িত আছে, তা একমাত্র তিনিই জানেন। আমরা শুধু তাঁর প্রচারিত ও ঘোষিত উপদেশ ভাণ্ডার হ'তে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোচনা করব। মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন বিচারের দিনে তিনি প্রতিটি বান্দার সাথে পৃথক পৃথকভাবে বা একাকী সাক্ষাৎ করবেন, তার সাথে কথাবার্তা বলে তার দোষগুণ জানতে চাইবেন। প্রকৃত ঈমানদার বান্দা অতীব ভীত ও বিনীত স্বরে আল্লাহ্র সম্মুখে সত্য কথা বলবে। এমনকি অনেক দোষ ও পাপের কথাও স্বীকার করবে এবং অনেক অপরাধের পরও জান্নাতে স্থান পাবে। কিন্তু যারা মিথ্যাবাদী তারা মিথ্যা কথা দ্বারা নিজেদের অপরাধ ঢাকতে চাইবে, এতে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চরম শাস্তি দেয়ার জন্য জাহান্নামে প্রেরণ করবেন।

মহান আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُـؤْمِنِيْنَ 'আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রেখ তোমাদের সবাইকে তাঁর সম্মুখে হাযির হ'তে হবে। আর তুমি বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও' *(বাক্বারাহ ২/২২৩)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, إِنْ كُلُّ مَنْ فِـي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً– 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকটে উপস্থিত হবে না দাস রূপে। তিনি তাদেরকে গণনা করেছেন এবং তাদেরকে ভালভাবে গুনে রেখেছেন। আর কিয়ামত দিবসে তাদের সবাই তাঁর নিকটে আসবে একাকী অবস্থায়' *(মারিয়াম ১৯/৯৩-৯৫)*।

এ বিষয়ের প্রতি আরও অধিক দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াসে সর্বজ্ঞ আল্লাহ বলেন, اللهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُـلٌّ يَجْـرِيْ لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُـمْ تُوقِنُـوْنَ 'আল্লাহ তিনি, যিনি ঊর্ধ্বদেশে স্তম্ভ ছাড়াই আকাশ মণ্ডলীকে স্থাপন করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নীত হন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগামী করেন। প্রতিটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সন্তরণ করবে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি নিদর্শন সমূহ ব্যাখ্যা করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হ'তে পার' *(রা'দ ১৩/২)*।

তিনি আরো বলেন, الم، أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ، أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُـوْنَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ– 'মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নিবেন মিথ্যুকদেরকে। যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফায়ছালা খুবই মন্দ। যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহ্র সেই নির্ধারিতকাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী' *(আনকাবূত ২৯/১-৫)*।

শয়তান বান্দার সাথে আল্লাহ্র সাক্ষাতকেও মিথ্যা বলে তার অনুগত লোকদের নিয়ন্ত্রণ করছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে প্রত্যাদেশ করলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَـا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَـداً– 'তুমি বল, আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমার নিকটে অহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহাফ ১৮/১১০)*।

আলোচ্য আয়াতের মধ্য দিয়ে আরও একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহকেই উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করতে

হবে। শয়তানের প্ররোচনায় বহু মানুষ তাদের ইবাদতে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করে থাকে। তাই দয়াশীল ও ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন পার্থিব জীবনে ভাল কাজ করে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং উক্ত ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যারা ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রাধান্য দেয় তারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পাবে না।

পার্থিব জীবনে বিভিন্ন প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা প্রতিটি মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে আছে। এরই মধ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতিযোগিতায় জয়যুক্ত করে তাঁর সান্নিধ্যে তুলে নিবেন। কিন্তু আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করার মত অপরাধ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কঠোর ভাষায় শরীক করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের আশ্বস্ত করে বলেন, يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ 'হে মানুষ! তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে' *(ইনশিক্বাক ৮৪/৬)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَلا إِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ، هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ– 'মনে রেখ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র। মনে রেখ, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে। হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে এসে গেছে উপদেশবাণী (কুরআন) এবং অন্তরের রোগসমূহের নিরাময়কারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত' *(ইউনুস ১০/৫৫-৫৭)*।

যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী তারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতেও দৃঢ় বিশ্বাসী। এই কারণে ঈমানদার বান্দারা ইহজগতে যথাসাধ্য সৎকাজ করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَاسْتَعِيْنُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ، الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُم مُّلاَقُوْا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ– 'তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা কর ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে। আর তা অবশ্যই কঠিন কাজ, তবে বিনীত বান্দাগণ ব্যতীত'। যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা তাদের প্রভুর সাথে মুলাক্বাত (সাক্ষাৎ) করবে এবং তারা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৪৫-৪৬)*।

মুমিন বান্দাগণ অকৃত্রিম বিশ্বাস ও শিরকমুক্তভাবে খালেছ অন্তরে সৎ আমল সম্পাদন করে এবং সর্বোপরি আল্লাহভীতির মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সদা সচেষ্ট থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ، وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ، أُوْلَئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ– 'নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত। যারা তাদের পালনকর্তার আয়াত সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করে না। আর যারা তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে (আল্লাহ্র পথে) দান করে এজন্য যে, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে। এরাই দ্রুত কল্যাণ কাজে ধাবিত হয় এবং তারা তার প্রতি অগ্রগামী হয়' *(মুমিনূন ২৩/৫৭-৬১)*।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ 'তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তত্ত্বপূর্ণ বিষয়াদি নাযিল করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে' *(মুমিন ৪০/১৫)*।

আল্লাহ তাঁর সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণকেও অহী প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, ثُمَّ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِيْ أَحْسَنَ وَتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ 'অতঃপর (ইতিপূর্বে) আমরা মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব (তাওরাত), যা ছিল সৎকর্মশীলদের জন্য পূর্ণাঙ্গ এবং সকল বস্তুর বিশদ ব্যাখ্যা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ স্বরূপ। যাতে তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়' *(আন'আম ৬/১৫৪)*।

উল্লেখ্য, নবী-রাসূলগণের মধ্য হ'তে মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। তাই এক সময় মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলো পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মূসা তাঁর ভাই হারূণকে বলল, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না। অতঃপর মূসা আমার প্রতিশ্রুত সময় অনুযায়ী এসে হাযির হ'লে তার সাথে তাঁর পরওয়ারদেগার কথা বললেন। তখন সে বলল, হে আমার প্রভু! আপনার দীদার (সাক্ষাৎ) আমাকে দিন, যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে।

Contents

তারপর যখন তাঁর পরওয়ারদেগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, বলল, হে রব! আপনার সত্তা পবিত্র, আপনার দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমি সর্বপ্রথম বিশ্বাস করছি। পরওয়ারদেগার বললেন, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِيْنَ 'আর আমরা তার জন্য ফলক সমূহে (তাওরাতের পৃষ্ঠা সমূহে) লিখে দিয়েছিলাম সকল বিষয়ে উপদেশ ও (হালাল-হারামের) সর্ববিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা। অতএব তুমি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে উক্ত কল্যাণময় বিধানসমূহ মেনে চলতে আদেশ কর। আর সত্বর আমি তোমাদেরকে অবাধ্যদের ঠিকানা (পরিণতি) দেখাব' *(আ'রাফ ৭/১৪৫)*।

মানুষের মৃত্যুর পরই পরকাল শুরু হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা হ'তে আমরা জেনেছি, কিয়ামত হ'ল পৃথিবী ধ্বংসের দিন, ইহকালের শেষ দিন, শান্তি বা শাস্তির দিন যা মানুষের অজান্তে হঠাৎ আগমন করে। কিয়ামত কখন হবে তা কোন মানুষেরই জানা নেই। তবে এটা একটা কঠিন ধ্বংসরূপ বা কল্পনাতীত ভয়াবহ রূপ তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিনের কর্মসূচী প্রধানত পরাক্রমশালী আল্লাহ্র মহাজ্ঞানে পরিচালিত হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ– 'যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে; সেদিন হবে কঠিন দিন। কাফেরদের জন্য এটা সহজ নয়' *(মুদদাচ্ছির ৭৪/৮-১০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُوْنَ، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ–

'শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গাম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে, তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত' *(যুমার ৩৯/৬৮-৭০)*।

সেদিন সব মানুষ বাধ্যতামূলকভাবেই আল্লাহ্র দরবারে (সামনে) হাযির হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ 'ওদের সবাইকে সমবেত অবস্থায় আমার দরবারে উপস্থিত হ'তেই হবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৩২)*। প্রায় একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ– 'এটা তো হবে কেবল এক মহানাদ। সে মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। আজকের দিনে কারও প্রতি যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করেছে কেবল তারই প্রতিদান পাবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৩-৫৪)*। সেদিন নিজ নিজ সঞ্চিত কর্মফল ও আমলনামা অনুযায়ীই মানুষ আল্লাহ্র নিকট হ'তে প্রতিদান পাবে। তবে কখনও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপোকথনের বিষয় পরিবর্তন হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّوْنَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيْلاً 'যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন। অতঃপর তোমরা (পুনর্জন্মের খুশীতে) প্রশংসচিত্তে তাঁর ডাকে সাড়া দিবে এবং ভাববে যে, স্বল্প সময়ই কবরে অবস্থান করেছিলে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৫২)*।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ সৃষ্টির প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে তার ইহজগতের রক্ষিত আমলনামা দেখাবেন, যাতে মিথ্যার কোন লেশ থাকবে না। আর সে আমলনামা বোধগম্য হ'তে কোন মানুষেরই বিন্দুমাত্র দেরী হবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِيْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوْراً، اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْباً– 'প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমরা তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে বের করে দেখাব একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (সেদিন আমরা বলব,) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১৩-১৪)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً 'অতঃপর পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাউকে যুলুম করেন না' *(কাহফ ১৮/৪৯)*।

আল্লাহ আরও বলেন, يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَّرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَّرَهُ- 'সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো যায়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৬-৮)*।

আল্লাহ্র সাক্ষাতে অবিশ্বাসীদের নিয়ে বহু আলোচনা রয়েছে, যেমন, 'তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে। বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী নেই' *(জাছিয়া ৪৫/৩৩-৩৪)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوّاً كَبِيْراً، يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْراً مَّحْجُوْراً، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْراً- 'আর যারা আমাদের সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে, কেন আমাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল করা হয় না অথবা কেন আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না? তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার লুকিয়ে রাখে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। যেদিন তারা ফেরেশতাদের দেখবে, সেদিন পাপীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, বাঁচাও বাঁচাও। আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরকান ২৫/২১-২৩)*।

কিয়ামত দিবসের মহাসংকটপূর্ণ পরিবেশের বর্ণনায় এসেছে,

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَرَى، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا-

'অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে, সেদিন মানুষ তার কৃতকর্মসমূহ স্মরণ করবে এবং দর্শকের জন্য জাহান্নামকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করেছে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির গোলামী হ'তে বিরত রেখেছে, জান্নাত তার ঠিকানা হবে। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, ক্বিয়ামত কখন হবে? এ বিষয়ে বলার জন্য তুমি কে? এর চূড়ান্ত জ্ঞান তো তোমার প্রভুর নিকটে। তুমি তো কেবল সতর্ককারী ঐ ব্যক্তির জন্য যে ক্বিয়ামতকে ভয় করে। যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে ছিল একটি সন্ধ্যা বা একটি সকাল' *(নাযি'আত ৭৯/৩৪-৪৬)*।

উপরোক্ত আলোচনায় একটা বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, পরকালে আল্লাহ্র সাথে মানুষের সাক্ষাৎ ঘটবে। সে সময় আল্লাহ্র রহমত ও ক্ষমা লাভের জন্য পার্থিব জীবনে সাধ্যমত সৎকাজ করতে হবে। আর পরকালীন ভয়াবহতার কথা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে মহান আল্লাহ মানুষকে সৎ আমল করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর আদেশ ও উপদেশ বাণী কোন বিশেষ বান্দার জন্য প্রেরণ করেননি। বরং তিনি সবার জন্যই একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। যেমন- সকল বান্দার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوْثُوْنَ، لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ- 'তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে? সেই মহা দিবসে, যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে' *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/৪-৬)*।

প্রকৃত আল্লাহভীরুদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দু'টি উদ্যান' *(আর-রহমান ৫৫/৪৬)*।

আল্লাহভীতির এরূপ বাস্তব দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু হৃদয়ের আকর্ষণ ছাড়া আল্লাহভীতির কোন মূল্যায়ণ হবে না। কারণ আল্লাহ হচ্ছেন অন্তর্যামী, তাঁর কাছে অন্তরের বিষয়ই অধিক গ্রহণীয়। এমনকি তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তরের বিষয়াদি ছাড়া মৌখিক বিষয়ের বা কথার কোন মূল্য দেন না। আল্লাহ বলেন, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ 'অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের ধরবেন না। তবে ঐসব শপথের জন্য তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন, যা তোমরা মনের সংকল্প অনুযায়ী করে থাক। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহনশীল' *(বাক্বারাহ ২/২২৫)*।

পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি সফলকাম হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ- 'সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। কেবল যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে

Contents

আল্লাহ্‌র নিকটে আসবে, সে ব্যতীত' *(শো'আরা ২৬/৮৮-৮৯)*।

আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমাদের নবী (ছাঃ) অনেক হাদীছ রেখে গেছেন। এখানে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হ'ল- জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন পূর্ণিমার রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে আসলেন। তিনি বললেন, অচিরেই ক্বিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের রব (আল্লাহ্‌র)-কে দেখতে পাবে, যেমন এ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ' *(বুখারী হা/৭৪৩৬)*।

আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তাঁর রব (আল্লাহ তা'আলা) কথা বলবেন। তার এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডানে তাকিয়ে আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সামনে তাকিয়ে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। তাই এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হ'লেও জাহান্নামকে ভয় কর' *(বুখারী হা/৬৫৩৯)*।

ছাফওয়ান ইবনে মুহরিয হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করল যে, আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর ঈমানদার বান্দার নির্জনে কথাবার্তা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কি বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, তোমাদের কেউ তার রবের কাছে গেলে তিনি তাঁর উপর পর্দা দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এসব কাজ কি তুমি করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ করেছি। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি একাজ ও একাজ করেছ। সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ এভাবে তার স্বীকৃতি নিবেন, তারপর বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার এসব কাজ গোপন করে রেখেছিলাম, আর আজকে তা মাফ করে দিলাম' *(বুখারী হা/২৪৪১)*।

মহান প্রতিপালক আল্লাহ্‌র সামনে তাঁর বান্দার হাযির হওয়ার প্রথম নির্ধারিত স্থান হবে ইহজগত ও পরজগতের মধ্যস্থল হাশর। ঐ দিন সমস্ত মানুষ সমবেত হবে এবং প্রত্যেকের আমল পরীক্ষা করে বিচার হবে। ঐ দিনের দীর্ঘতা পঞ্চাশ হাযার বছর হবে। যা কল্পনা করাও এক অসম্ভব ব্যাপার। ঐ দিনের ভয়াবহতা অবিশ্বাসীদের জন্যে যে শোচনীয় পরিণতি ডেকে আনবে তা সেদিনের দীর্ঘতাকে আরও অসম্ভব দীর্ঘ করে তুলবে।

এসব আলোচনা মানুষকে সৎপথে আনার প্রচেষ্টা মাত্র। আল্লাহ মানুষকে সেই দিবসে হাযির করবেন, যেদিন মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী জান্নাতী বা জাহান্নামী হবে। আল্লাহ বলেন, 'যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হবে এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে। আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, নাও, তোমরা আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হ'তে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে, সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। (বলা হবে,) বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায় আমায় যদি আমার আমলনামা না দেয়া হ'ত, আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হ'ত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না' *(হাক্কাহ ৬৯/১৩-৩৪)*।

কিয়ামত দিবসের মহাব্যাপক কর্মসূচীর কথা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। ঐ দিবসের সমস্ত কর্মসূচী তিনি একাকীই পরিচালনা করবেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঐদিন নীরব হয়ে যাবে। শুধু আমাদের নবী (ছাঃ) আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলার অনুমতি পাবেন। মহানবী (ছাঃ) তাঁর পবিত্র বাণীতে মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের কথা বলে গেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করব? তিনি বললেন, মেঘমুক্ত সূর্যের দিকে তাকাতে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা এমনিভাবে কিয়ামতের দিনে আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহ মানুষকে একত্রিত করে বলবেন, যে ব্যক্তি যে বস্তুর দাসত্ব করেছে, সে যেন তার অনুসরণ করে। তখন যে সূর্যের পূজা করত সে সূর্যের অনুসরণ করবে, আর যে চাঁদের পূজা করত, সে চাঁদের অনুসরণ করবে। শুধুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে এই উম্মত, তাদের মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে (যারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে উম্মতে মুহাম্মাদী বলে পরিচয় দিত)। তখন আল্লাহ তাদের অজ্ঞাতরূপে তাদের সামনে হাযির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের রব, তারা বলবে, তোমার থেকে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। আমরা এখানেই থাকব, আমাদের রব আমাদের নিকট আসা পর্যন্ত। আমাদের রব আমাদের নিকট আসলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব। তারপর তিনি তাদের পরিচিত রূপে তাদের সামনে হাযির হবেন। তখন তারা বলবে, আপনি আমাদের রব, এরপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে, অতঃপর জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পুল অতিক্রমকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হব।

আর সেদিন রাসূলের দো'আ হবে, 'আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম' হে আল্লাহ! শান্তি দাও, শান্তি দাও। সে পুলে সাদান বৃক্ষের ন্যায় অনেক হুক থাকবে, তোমরা কি সাদান বৃক্ষের কাঁটা দেখনি? তারা বলল, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, সেগুলো সাদান বৃক্ষের কাটার ন্যায় হবে। তবে এদের

Contents

বিরাটত্বের পরিমাণ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তারপর এগুলো মানুষকে তাদের কর্ম অনুযায়ী ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কেউ তো নিজ কর্মের কারণে ধ্বংস হবে, আর কাউকে খণ্ড বিখণ্ড করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর নাজাত দেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়ছালা করবেন। 'আল্লাহ ছাড়া কেউ মাবূদ নেই' যারা এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের মধ্যে যাদেরকে তিনি জাহান্নাম থেকে বের করতে চান, ফেরেশতাদেরকে তাদের বের করার নির্দেশ দিবেন। তখন তারা তাদের সিজদার চিহ্ন দেখে মুমিন বলে চিনবে। কারণ আল্লাহ আগুনের জন্য আদম সন্তানের সিজদার চিহ্নকে ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। তখন তারা তাদেরকে বের করে নেবে এমন অবস্থায় যে, তারা জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। তখন তাদের উপর জীবন বারি নামক এক প্রকার পানি নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা বন্যায় নিক্ষেপিত (পলি আবর্জনায়) সদ্য গজানো বীজের চারার ন্যায় উদিত হবে। শুধু বাকী থাকবে এক ব্যক্তি, যার চেহারা আগুনের দিকে থাকবে। সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! জাহান্নামের আগুনে বাতাসে আমাকে বিষাক্ত করে ফেলেছে এবং এর তেজ আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। কাজেই দয়া করে আমার চেহারাকে আগুন থেকে ফিরিয়ে দিন। এভাবে সে সর্বদা আল্লাহকে ডাকতে থাকবে, তখন আল্লাহ বলবেন, যদি তোমাকে এটা দান করি, তুমি হয়ত আবার অন্য কিছু প্রার্থনা করবে। তখন সে বলবে, আপনার সম্মানের কসম, হে আল্লাহ! আমি এটা ছাড়া আর কিছু চাইব না। তখন তার চেহারাকে আল্লাহ আগুন থেকে ফিরিয়ে দিবেন। এরপর সে বলবে, আমাকে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দিন, তখন তাকে আল্লাহ বলবেন, তুমি না স্থির করেছিলে যে, অতিরিক্ত আর কিছুই চাইবে না? বড় দুঃখজনক তোমার জন্য, হে বনী আদম! কি জন্য তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে? এমনি করে সে বার বার দো'আ করতে থাকবে। তখন আল্লাহ বলবেন, যদি তোমাকে এটা দান করি তুমি হয়ত আবার অন্যকিছু প্রার্থনা করবে। তখন সে বলবে, না। আল্লাহ্‌র কাছে পাকাপাকি কথা দিবে যে, এর অতিরিক্ত আর কিছু চাইবে না। তখন তাকে জান্নাতের দরজার নিকট নিয়ে নিবেন। তারপর যখন সে জান্নাতের ভিতরের দৃশ্য দেখবে, তখন যতদিন আল্লাহ চুপ রাখেন সে চুপ থাকবে। তারপর বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি না বলেছিলে যে, আর কিছু চাইবে না। আবারও তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করলে? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে হতভাগ্য করবেন না, এমনি করে সে চাইতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ হেসে দিবেন, যখন তিনি হাসবেন তখন তাকে জান্নাতে দাখেল হওয়ার অনুমতিও দিয়ে দিবেন। যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে বলা হবে, তুমি এটা চাও, সে চাইবে। আবার বলা হবে, এটা কামনা কর। আবার সে কামনা করবে। শেষ পর্যন্ত তার সব চাহিদা ফুরিয়ে যাবে। আল্লাহ তখন তাকে বলবেন, এটা তোমার জন্য দেয়া হ'ল আরও এতটা দেয়া হ'ল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে একেবারে শেষের লোক হবে' *(বুখারী হা/৮০৬, ৬৫৭৩, ৭৪৩৭; মুসলিম হা/১৮২)*।

মূলতঃ শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন। সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ আদেশ পালনকারীর প্রতি শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েই অনেক কথপোকথনের মাধ্যমে তাকে জান্নাতে অফুরন্ত নে'মত দান করবেন। সুতরাং যারা তাঁর সমুদয় আদেশের অনুসারী এবং তাঁর রাসূলের অনুসারী তাদের সাথে কথপোকথনের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। জান্নাতে প্রবেশকালে তাদের প্রত্যেককে পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা স্বরূপ বলা হবে 'সালাম'।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ্‌র সাথে যেহেতু সাক্ষাৎ হবে এবং পার্থিব জীবনের কর্মের হিসাব দিতে হবে, সেহেতু প্রত্যেক বিশ্বাসী-মুমিন বান্দাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সৎকাজ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

Contents

হকের পথে যত বাধা

হকের উপর আমল করায় অমানবিক নির্যাতন

আমি মুহাম্মাদ নাছিরুল ইসলাম। পঞ্চগড় যেলার তেঁতুলিয়া উপযেলার বাংলাবান্ধা গ্রামে আমাদের বসবাস। আমি ২০১২ সালের জুন মাসে ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পাই। দিনাজপুর যেলার রাণীর বন্দরের আমার এক বন্ধু আমাকে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই দেন। বইটি পড়ে আমি সহ আরো দু'জন মুহাম্মাদ হুসাইন ও মাসুদ রানা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় শুরু করি। ফলে আমাদের উপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতন। সবাই বলা শুরু করে, আমরা নাকি অন্য মাযহাবে চলে গেছি। পরে আমি পঞ্চগড়ে আসলে পঞ্চগড় যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম প্রধানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে 'আত-তাহরীক' পত্রিকা ও আমীরে জামা'আত ও অন্যান্যদের কিছু বক্তব্য দেন। তখন আমরা জানতে পারি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নামে একটি সংগঠন আছে। ৩০শে নভেম্বর ২০১২ তারিখে আমীরে জামা'আত তেঁতুলিয়া বাংলাবান্ধা সফরে আসেন। পঞ্চগড় থেকে আমাদের এ বিষয়ে অবগত করা হ'লে আমরা জিরোপয়েন্টে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমীরে জামা'আত আমাদের হক পথে টিকে থাকার উপদেশ দেন। তিনি বাংলাবান্ধা বিওপি জামে মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করেন।

পরবর্তীতে আমাদের দাওয়াতে আল-হামদুলিল্লাহ ত্রিশ-চল্লিশ জন ভাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হন। তাদের মধ্যে একজন হ'লেন স্থানীয় ইমাম ও হোমিও চিকিৎসক মুহাম্মদ শাহজাহান। ছহীহ হাদীছ গ্রহণ করার কারণে তাকে ইমামতি থেকে বাদ দেয়া হয়। তিনি প্রতি মাসে ২০ কপি 'আত-তাহরীক' পত্রিকা নেন। তিনি স্থানীয় সিপাইপাড়া বাজারে 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই-পুস্তকের একটি লাইব্রেরী দেন। ফলে বিদ'আতীদের ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। তারা গোপনে ষড়যন্ত্র করতে থাকে কিভাবে আমাদের ঠেকানো যায়। জনাব শাহজাহান ছাহেবের বাসা কাসিমগঞ্জ গ্রামে। তার গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য মুহাম্মাদ সুলাইমান আহলেহাদীছ। তিনি ছিলেন কাসিমগঞ্জ গ্রামের জামে মসজিদের মুওয়াযযিন। তিনি 'আত-তাহরীক' পত্রিকা ফেব্রুয়ারী ২০১৫ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর বিভাগে দেখেন যে, পাশাপাশি 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' মসজিদে লেখা যাবে না। ফলে তিনি শাহজাহান ছাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, পাশাপাশি 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' লেখা যাবে কি-না? শাহজাহান ছাহেব আত-তাহরীকের প্রশ্নোত্তর বিভাগ দেখিয়ে বলেন যে, পাশাপাশি 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' লেখা যাবে না।

এরপর কিছুদিনের মধ্যে মুওয়াযযিন সুলাইমান অন্যদের পরামর্শক্রমে পাশাপাশি 'আল্লাহ' 'মুহাম্মাদ' লেখাটি কালি দিয়ে মুছে দেন। কিন্তু এর সমস্ত দায়ভার এসে পড়ে শাহজাহান ছাহেবের উপরে। মূলতঃ এটা ছিল বিদ'আতীদের একটা ষড়যন্ত্র।

বিদ'আতীরা সবাই একজোট হয়ে মসজিদ কমিটির মাধ্যমে গত ০৫.০৬.২০১৫ ইং রোজ শুক্রবার শাহজান ছাহেবের বিচার করার জন্য তাকে মসজিদে ডেকে পাঠায়। তিনি ছিলেন ঐ মসজিদের প্রাক্তন ইমাম। তিনি সেদিন খুৎবা দিতে চাইলে তাকে খুৎবা দিতে দেওয়া হয়নি। জুম'আর ছালাতের পর বসলে সবাই উত্তেজিত হয়ে তাকে গালিগালাজ করতে থাকে। তাকে কোন কথা বলতে দেওয়া হয়নি। কে বা কারা পুলিশকে খবর দিয়েছিল। ঠিক ঐ মুহূর্তে সেখানে পুলিশ এসে হাযির হয়। পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের সমস্যা কি? তারা বলে, স্যার ঐ যে দেখুন, 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ'কে মসজিদ থেকে মুছে দিয়েছে। তখন পুলিশ জিজ্ঞেস করল, কে এই লেখা মুছে দিয়েছে। তখন সুলাইমান ছাহেব দাঁড়িয়ে বললেন, আমি মুছে দিয়েছি। পুলিশ বলল, আপনি এটা ঠিক করেননি। তিনি বললেন, আমার কাছে দলীল আছে। পরে পুলিশ ওসিকে ফোন দিয়ে বলল, স্যার একদল বলছে পাশাপাশি 'আল্লাহ' 'মুহাম্মাদ' লেখা যাবে, আর একদল বলছে লেখা যাবে না। ওসির সাথে কথা বলার পর তারা বলল, এটা আল্লাহ্‌র ঘর। এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। আপনাদের ইচ্ছা হ'লে আপনারা আবার লিখে দিবেন। এই বলে সেদিনের মতো বিষয়টি মিটমাট করে দিয়ে পুলিশ চলে গেল।

কিন্তু এতে বিদ'আতীদের মনোবাসনা পূরণ না হওয়ায় পরের দিন শনিবার ০৬.০৬.২০১৫ইং তারিখে তারা অপপ্রচার চালায় যে, জনাব শাহজাহান কালেমা মুছে দিয়েছেন। এই কথা শুনে সমস্ত গ্রামের লোক শাহজাহান ছাহেবকে মারার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা সবাই পরিকল্পিতভাবে লাঠিসোটা নিয়ে সিপাইপাড়া বাজারে শাহজাহান ছাহেবের দোকানে গিয়ে তাকে আক্রমণ করে বলে, 'বেটা তোর এত বড় সাহস। তুই কালেমা মিশিয়ে দিয়েছিস'। এই বলে তাকে মারধর শুরু করে। পাশেই ছিল ইউনিয়ন পরিষদ অফিস। তখন ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদাররা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে পরিষদে নিয়ে যায়। এছাড়া আমাদের আরো তিনজন সাথী ভাই ঐ বাজারে দোকান করত। হোটেল ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ নায়বুল, পান দোকানদার মুহাম্মাদ এরশাদ এবং হার্ডওয়ারের দোকানদার মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ভাই। উত্তেজিত জনতা সেদিন তাদের সকলের উপর হামলা করে। ফলে তাদের চারজনকেই পরিষদে আটকে রাখা হয়। এছাড়া আমাদের অন্যান্য সাথী ভাইদেরকেও খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। ইতিমধ্যে সেখানে পুলিশ এসে হাযির হয়। পরিষদের চারপাশে ইতিমধ্যে হাযার হাযার মানুষ জড়ো হয়েছে। পরিষদের গেট ভেঙ্গে এরা বার বার তাদের মারতে এগিয়ে যাচ্ছিল। ফলে চারজনকে টয়লেটে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিকে বিদ'আতী আলেমরা মাইকে আমাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে শুরু করে। তারা বলে, এরা নবীকে মানে না। নবীর নাম তারা মসজিদ থেকে মুছে দিয়েছে। এরা

Contents
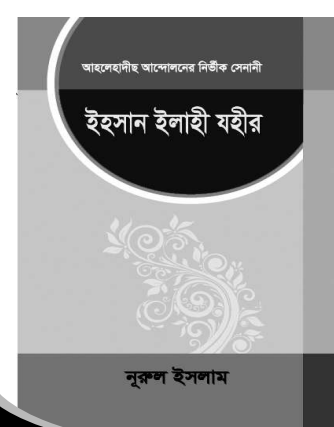
শবেবরাত ও মাযহাব মানে না। এরা কোন পীর, ওলি-আওলিয়া মানে না ইত্যাদি অনেক কিছু। তাদের চারজনকে কোন কথা বলতে দেওয়াও হয়নি। অবশেষে রাত ৯-টার দিকে পিকআপ ভ্যানে তুলে পুলিশ তাদের ৪ জনকে থানায় নিয়ে যায়। পরেরদিন রবিবার ০৭.০৬.২০১৫ইং তারিখে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মে বিভ্রান্তির কারণ দেখিয়ে ১৫১ ধারায় মামলা করে কোর্টে চালান করে দেয়। মামলায় ১নং আসামী করা হয় মুহাম্মাদ শাহজাহানকে ২নং মুহাম্মাদ নায়বুল ৩নং মুহাম্মাদ এরশাদ এবং ৪নং আসামী করা হয় মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামকে। যিনি লেখাটি মুছে দিয়েছিলেন তার নাম মামলায় নেই। জনাব শাহজাহান ব্যতীত বাকী তিনজন ঐ ঘটনার বিষয়ে কোন কথাই বলেননি অথচ তাদের আসামী করা হয়। কারণ তারা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র শাখা কমিটির সদস্য। ঐ দিনই আমাদের লোকজন গিয়ে তাদের যামিন করে ছাড়িয়ে আনেন। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।* পরেরদিন সোমবার বিদ'আতীরা তাদের যামিন দেওয়ার প্রতিবাদে মিছিল করে। তখন আমরা সবাই বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে থাকি। পরিস্থিতি এত জটিল যে, আমাদের পেলেই তারা মারবে। ইতিমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কুদরতে খোদা মিলন স্থানীয় আলেমদের নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে মিটিং করেন এবং কতগুলো দাবি আমাদের উদ্দেশ্যে পেশ করেন। যেমন আমাদেরকে বাপ-দাদার নিয়মে ছালাত আদায় করতে হবে, সম্মিলিত মুনাজাত করতে হবে, লাইব্রেরী বন্ধ করতে হবে, হুযূরদের সাথে বিভিন্ন বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই দাবিগুলো না মানলে জনাব শাহজাহানকে তার দোকান খুলতে দেয়া হবে না এবং আমাদের সবার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। উল্লেখ্য, শাহজাহান ছাহেবের একমাত্র আয়ের উৎস তার দোকান। আমি গোপনে তাদের বাড়ি গিয়ে তার বাবার সাথে আলাপ করি। তার পরিবারের অবস্থা শুনে আবার বুক ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। তার বাবা বললেন, আমরা গরীব মানুষ। দোকানের আয় দিয়েই আমাদের সংসার চলে। আট দশ দিন হয়ে গেল আমাদের পাশে কেউ নেই। তাই চেয়ারম্যানের দাবি মেনে নিয়ে দোকান খোলা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই।

অতঃপর ১৯.০৬.২০১৫ইং রোজ শুক্রবার চেয়ারম্যান আমাদের সবাইকে বই-পুস্তক সহ ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থিত হ'তে বলেন। সেদিন ইউনিয়ন পরিষদে আমি এবং যে চারজনের নামে মামলা হয়েছিল তারা এবং আমার এক সাথী ভাই মুহাম্মাদ হোসাইন উপস্থিত হ'লাম। সকাল ১০-টায় আমাদের ছয়জনকে নিয়ে বিচার শুরু হল। সেই বিচারে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় সকল মসজিদের ইমামগণ। প্রথমে চেয়ারম্যান বক্তব্য রাখলেন যে, এরা কয়েকবছর ধরে ইসলামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এরপর ইমামগণ আমাদের বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনক ভাষায় বক্তব্য রাখলেন। পরিষদের চারপাশে তখন হাযার হাযার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে আছে আমাদের মারার জন্য। এক পর্যায়ে চেয়ারম্যান বললেন, আমরা যদি তার কথা মেনে না নেই তাহ'লে তিনি আমাদেরকে জনগণের হাতে তুলে দিবেন। অতঃপর আমাদেরকে এক এক করে প্রশ্ন করা হয় যে, তোমরা আমাদের মত নামায পড়বে কি-না? নিয়ত করবে কি-না? মুনাজাত করবে কি-না? আমাদের কোন কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়নি। অবশেষে উপায়ান্তর না পেয়ে আমরা বাধ্য হয়ে হ্যা সূচক জবাব দেই। আল্লাহ তুমি আমাদের ক্ষমা করো! এ সময় আমাদের সাথী ভাই মুহাম্মাদ হুসাইন 'আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মতে ছালাত আদায় করি' বললে জনগণ তাকে মারার জন্য হৈ চৈ শুরু করে দেয়। ফলে চেয়ারম্যান তাকে দুই হাত উঁচু করে সবার কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন। যতক্ষণ আলোচনা চলে ততক্ষণ তাকে দুই হাত উপরে উঁচু করে থাকতে হয়। এরপর আমাদের সবার কাছে ফাঁকা স্ট্যাম্পে সই নেওয়া হয়। এরপর চৌকিদারের মাধ্যমে লাইব্রেরীর সব বই বস্তায় করে মজলিসে হাযির করা হয় এবং শাহজাহান ছাহেবের দ্বারা বিদ'আতী মুনাজাত করিয়ে নেওয়া হয়। এরপর চেয়ারম্যান বলেন, শাহজাহান আজকে আমাদের বাড়িতে মিলাদ মাহফিল করবে। সমস্ত হুযুরকে চেয়ারম্যান বললেন, এরা যদি আমাদের মত নামায না পড়ে, মুনাজাত না করে তাহ'লে মেরে হাড়-হাড্ডি ভেঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। এরপর থেকে আমি এবং আমার অন্যান্য সাথী ভাইয়েরা বাড়িতে ছালাত আদায় করছি। সকল দ্বীনী ভাইয়ের নিকটে আমরা দো'আ প্রার্থী। এতসব হিমাদ্রিসম বাধা পেরিয়েও যেন আমরা হক্বের উপর অটল থাকতে পারি মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই বিপদে ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দান করেন! আমীন!!

-নাছিরুল ইসলাম
বাংলাবান্ধা, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।

হাদীছের গল্প

রাসূল (ছাঃ)-এর বিস্ময়কর মু'জিযা

মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তাঁর অনেক মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা ছিল। যা হাদীছের কিতাবে সংকলিত হয়েছে। এখানে ঐসব ঘটনার কয়েকটি পেশ করা হ'ল।-

ইয়া'লা ইবনু মুররাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে এমন কিছু দেখেছি যা আমার পূর্বে ও পরে অন্য কেউ দেখেনি। একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কোন এক সফরে বের হ'লাম। কিছু পথ চলার পর আমরা রাস্তায় বসে থাকা এক মহিলাকে অতিক্রম করলাম। তার সাথে তার ছোট শিশু ছিল। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এই যে আমার সন্তান, তাকে বিপদ পেয়ে বসেছে। তার কারণে আমরাও বিপদে নিমজ্জিত। আমার জানা নেই, তাকে দিনে কত বার আক্রমণ করে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মহিলা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এই যে আমার সন্তান, তার পাগলামী রয়েছে। সাত বছর ধরে শয়তান তাকে প্রত্যহ দু'বার করে আক্রমণ করে। তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিয়ে এসে তাঁর বাহন বরাবর উঁচু করে ধরলাম। তিনি তার দু'হাত ধরে তিনবার ফুঁক দিয়ে বললেন, (بِسْمِ اللهِ أَنَا عَبْدُ اللهِ اخْسَأْ عَدُوَّ اللهِ) 'আমি শুরু করছি আল্লাহ্র নামে, আমি আল্লাহ্র বান্দা, হে আল্লাহ্র শত্রু দূর হও'। অন্য বর্ণনায় আছে, 'আমি আল্লাহ্র রাসূল বলছি, হে আল্লাহ্র শত্রু দূর হও'। অতঃপর তিনি তাকে তার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ফিরে আসার পথে এই স্থানে তুমি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তার কর্মকাণ্ডের সংবাদ দিবে। (অন্য বর্ণনায় আছে, তোমার সন্তান গ্রহণ কর, এখন তার কোন রোগ নেই। আর যেটা তার হচ্ছিল তা আর ফিরে আসবে না *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪১৬৫)*। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সেখান থেকে চলে গেলাম। আমরা ফিরে আসার সময় তাকে সে স্থানে তিনটি ছাগল (অন্য বর্ণনায়) ঘি ও পনির সহ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার ছেলের কী অবস্থা? সে বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, এ পর্যন্ত আমরা তার থেকে আর কোন কিছু অনুভব করিনি। অতএব আপনি এ ছাগলগুলো মজুরী হিসাবে গ্রহণ করুন। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, যাও ঘি, পনির এবং একটি ছাগল গ্রহণ করে বাকীগুলো ফেরত দাও। রাবী বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জাব্বানাহ এলাকায় বের হ'লাম। সেখানে পৌঁছলে আমরা প্রাকৃতিক হাজত সম্পন্ন করার প্রয়োজন অনুভব করলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, লক্ষ্য করে দেখো এমন কিছু আছে কি যা আমাকে পর্দা করবে? আমি বললাম, আমি একটি গাছ ব্যতীত এমন কিছু দেখছি না, যা দ্বারা আপনি নিজেকে পর্দা করবেন। তিনি বললেন, সেটির নিকটে কি আছে? আমি বললাম, তার মতো বা অনুরূপ একটি গাছ আছে। তিনি বললেন, তুমি সেটির কাছে গিয়ে বল যে, রাসূল (ছাঃ) তোমাদেরকে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর গাছ দু'টি একত্রিত হয়ে গেল। তিনি সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করে ফিরে আসলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, ঐ গাছ দু'টির নিকট গিয়ে বল যে, রাসূল (ছাঃ) তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের স্বস্থানে ফিরে যাবে। আমি তাই করলাম। সেগুলো স্বস্থানে ফিরে গেল। একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। হঠাৎ করে একটি উট দ্রুত গতিতে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে তার ঘাড়ের সামনের অংশ ঝুঁকাতে থাকল। তখন এটির চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, এর মালিককে খুঁজে বের কর। কারণ এর সাথে বিশেষ ঘটনা জড়িত। আমি তার মালিককে খুঁজতে বের হ'লাম। খুঁজে দেখলাম যে, এর মালিক একজন আনছার ছাহাবী। আমি তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ডেকে নিয়ে আসলে তিনি বললেন, তোমার এই উটটির ঘটনা কি? সে বলল, আল্লাহ্র কসম আমি তার কোন কিছু জানি না। আমরা তাকে কাজ করিয়েছি, পানি বহন করিয়ে নিয়েছি। এখন এটি পানি বহন করা থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই আমরা গত রাতে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তাকে যবেহ করে নিজেদের মাঝে গোশত ভাগ করে নিব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা এটা কর না। এটি আমাকে দান করে দাও। অন্যথা আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! বরং এটি আপনার জন্য। অতঃপর সেটিকে ছাদাকার উটের আলামত লাগিয়ে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল *(আহমাদ হা/১৭৫৮৩)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) উটের মালিককে বললেন, তোমার উটের কি হয়েছে যে, সে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে? সে বলছে যে, তুমি তাকে দিয়ে বিশ বছর পানি বহন করিয়ে নিয়েছ, আর এখন সে বার্ধ্যকে উপনীত হয়েছে। অথচ তোমরা তাকে এখন যবেহ করার সংকল্প করেছ। মালিক বলল, আপনি সত্যই বলেছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তা করার সংকল্প করেছিলাম। আল্লাহ্র কসম! আমি তা করব না *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪১৫৭)*। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল বললেন, তোমরা কি জান এই উটটি কি বলছে? সে বলছে, যে তার মালিক তাকে যবেহ করতে চায়।

বর্ণনাকারী বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে পথ চলছিলাম। অতঃপর আমরা এক স্থানে অবতরণ করলাম। নবী করীম (ছাঃ) ঘুমিয়ে পড়লেন। এরই মধ্যে একটি বৃক্ষ যমীন ফেড়ে তাঁর নিকট এসে তাঁকে আচ্ছাদন করে ফেলল। কিছুক্ষণ পর সেটি স্বস্থানে ফিরে গেল। তিনি জাগ্রত হ'লে আমি তাঁর কাছে বৃক্ষের ঘটনা শুনালাম। তখন তিনি বললেন, এটি একটি গাছ সে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দেওয়ার জন্য তার রবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে অনুমতি দিলে সে এখানে এসেছিল *(আহমাদ হা/১৭৫৮৩; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩২৪১২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪১৫৬, ১৪১৫৭, ১৪১৫৮; মিশকাত হা/৫৯২২; ছহীহাহ হা/৪৮৫)*।

উপরোক্ত মু'জিযা সমূহে অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

সংকলনে : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

উত্তম আচরণের মাধ্যমে মানুষকে পরিবর্তন করা যায়

আরবে এক স্কুল ছিল। সেখানে সাতজন শিক্ষক ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলে সময়মত ছালাত আদায় করতেন। এ কারণে অন্যান্য শিক্ষকেরা তাকে ঘৃণা করতেন। তারা সকলে তার থেকে দূরে থাকতেন। তারা তাকে বহুবার বুঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তার সাথে অন্যান্য শিক্ষকদের মনোমালিন্য লেগেই থাকত। এরই মধ্যে ঐ স্কুলে একজন নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হ'ল। তিনি অত্যন্ত চতুর ও মেধাবী ছিলেন। তিনি স্কুলে যোগদান করার পর অনুভব করতে পারলেন যে, ছালাত আদায়কারী শিক্ষকদের সাথে বে-ছালাতি শিক্ষকের সম্পর্ক ভাল নয়। বিরতির সময়ে তিনি দেখলেন যে, সকল শিক্ষক এক জায়গায় বসে খোশ-গল্প করছে; কেউ নাস্তা করছে। কিন্তু সে একাই পৃথকভাবে এক জায়গায় বসে আছে। তিনি তাকে ডাকার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তিনি নতুন শিক্ষক। তাই তিনি নিজেই তার কাছে গেলেন তার পাশে বসলেন এবং তার সাথে পরিচিত হ'লেন। সেদিন এভাবে পার হয়ে গেল। পরের দিন তিনি তার পাশে গিয়ে বসলেন। কুশল বিনিময় হ'ল। লোকটি সম্পর্কে তার জানা হয়ে গেল। তিনি তাকে বললেন, যেহেতু আপনার পরিবার এখন বাসাতে নেই, তাই আমি আপনার সাথে অবস্থান করি, যতদিন আপনার ফ্যামিলি না আসে। আমি ভাড়া পরিশোধ করে দিব। সেখানে বাসা পাওয়া সহজ ছিল না। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে তার কথা মেনে নিল। সে তাকে তার সাথে রাখতে সম্মতি প্রকাশ করল। কিন্তু সে একটি কথা খুব স্পষ্ট করে বলল, দেখ! আমি ভাল লোক নই। আমি ছালাত আদায় করি না এবং ইসলাম থেকেও দূরে থাকি। তিনি বললেন, ঠিক আছে সমস্যা নেই। আমরা কিছু দিন এক সাথে থাকব, যদি আমরা একে অপরের সাথে মিলে মিশে থাকতে পারি তাহ'লে ভাল। অন্যথা আমি আলাদা কোন বাসা দেখব। পরের দিন থেকে তিনি তার সাথে থাকতে শুরু করলেন। নতুন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক বলেন, আমিই তার খিদমত করা শুরু করলাম। আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ, খানা তৈরী ও অন্যান্য কাজও করতাম। নিজের কাপড় ইস্ত্রি করার সময় তার কাপড়গুলোও ইস্ত্রি করে দিতাম। এখনো আমি তার সাথে ছালাত এবং ধর্মীয় বিষয়ে কোন আলোচনা করিনি। কিছুদিনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হ'ল। আমার আচরণে সে খুবই প্রভাবিত হ'ল। আমি আরও বেশী তার খিদমতে নিয়োজিত হ'লাম। আমি একদিন আছরের সময় চা বানিয়ে ফ্লাস্কে ভরে টেবিলের উপরে রেখে তাকে ডাকলাম। আমরা দু'জনে চা গ্রহণ করছিলাম। হঠাৎ পার্শ্বের মসজিদে আছরের আযান হ'ল। আমি চায়ের কাপ রেখেই ছালাতের জন্য উঠে গেলাম। সে আমাকে উঠতে দেখে বলল, তুমি প্রত্যেক দিন পাঁচবার মসজিদে যাও, এতে ক্লান্ত হও না? আমি বললাম, কখনো না? বরং আমি এতে খুবই শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করি। তুমি চাইলে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারো। সে বলল, ঠিক আছে চল। আমরা মসজিদে গেলাম। আমার সাথীর ওযূ ছিল না। সে ওযূ করল, জামা'আত শুরু হ'তে তখনও কিছু সময় বাকি ছিল। আমি গিয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে প্রার্থনা করলাম, হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দার সাথে কি কি আচরণ করেছি, তা তুমি জান। আর আজ তাকে মসজিদে নিয়ে এসেছি। হে আমার রব! তাকে হেদায়াত দেওয়া তোমার দায়িত্ব। ছালাত শেষে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বন্ধু! বলতো তোমার অবস্থা এখন কেমন? সে বলল, অতুলনীয় শান্তি ও পরিতৃপ্তি অনুভব করছি। আমি বললাম, কিছুক্ষণ পর মাগরিবের ছালাত। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি আগেই ভাল ভাবে ওযূ করার জন্য। সে সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝুকাল। আল্লাহ তাকে এভাবে হেদায়াত দান করলেন। সে দ্বীনের বিষয়ে গভীর মনোযোগী হ'ল এবং আমাদের বন্ধুত্বও গভীর হ'ল। আমি তখন স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদেরকে বললাম, আপনাদের ঐ আচরণ ঠিক ছিল না। দেখুন! উত্তম ব্যবহার, হিকমত এবং দো'আর মাধ্যমে আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি সে তা গ্রহণ করেছে। অতঃপর এই শিক্ষক গতকাল পর্যন্ত ছালাত আদায় করত না। অথচ আজ সে পূর্ণ মুমিন ও মুছল্লী। ইসলামের প্রচারক হয়ে গেছে। সরকার তাকে বেরুন দেশে প্রেরণ করেছে। সেখানে তার হাতে বহু লোক মুসলমান হয়েছে। মূলতঃ বহু লোক এমন আছে, যারা বন্ধুদের সাথে ভাল আচরণ করতে জানে না। তারা যখন দেখে যে তার বন্ধু কোন অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছে, তখন তার উপর রেগে গিয়ে বিভিন্ন রকমের ফৎওয়া ঝাড়তে থাকে। যার ফলে তারা শয়তানের প্ররোচনায় ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিকে ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথে আনয়নের ক্ষেত্রে আবেগ প্রবণ হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে, ধীরে ধীরে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে হকের দিকে দাওয়াত দেয়া উচিত। যাতে করে যাকে দাওয়াত দেয়া হয়, সে কোন জটিলতা অনুভব না করে এবং সুস্থ মস্তিষ্কে সত্য গ্রহণ করে। কোন কারণে সে অপমানিত হ'লে সে তার অপমান বোধকে কাজে লাগিয়ে তার পূর্বের অপকর্মেই লিপ্ত থাকবে। তার উপদেশ দাতা বন্ধুর সাথে সুসম্পর্ক আস্তে আস্তে তিক্ততায় পরিণত হবে। ফলে নিজেদের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। এজন্য আস্তে আস্তে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করা সাফল্যের উপায়। পক্ষান্তরে তাড়াহুড়া করা মুর্খতার কারণ।

সংকলনে : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

Contents

ইতিহাসের পাতা থেকে

সুলতান মাহমূদের আহলেহাদীছ হওয়ার বিস্ময়কর কাহিনী

সুলতান মাহমূদ বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত গযনী প্রদেশের সুলতান ছিলেন। তিনি যেমন একজন দক্ষ শাসক ছিলেন, তেমনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী ধর্মপরায়ণ মানুষ। তাঁর পুরো নাম ছিল আবুল কাসেম মাহমূদ বিন নাছিরুদ্দৌলা আবুল মানছূর সবুক্তগীন। তিনি সাইফুদ্দৌলা নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ৩৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪২১ হিজরীতে গযনীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি গযনীর সুলতান নির্বাচিত হন। সুলতান হওয়ার পর তিনি দেশ জয়ে মনোযোগী হন। একের এক দেশ জয় করতে থাকেন। তিনি ১৭ বার ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করেন। জয় করেন ভারত উপমহাদেশের বহু অঞ্চল। প্রাথমিক জীবনে তিনি একজন উঁচুদরের হানাফী আলেম ছিলেন। তাঁর রচিত 'আত-তাফরীদ' হানাফী ফিকহের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[১]

পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে ঐতিহাসিক মোল্লা মুহাম্মাদ কাসিম হিন্দুশাহ ঈরানী ওরফে ফিরিশ্‌তা (৯৭৮-১০২১ হিঃ) তাকে 'আহলেহাদীছ' বিদ্বানদের মধ্যে গণ্য করেছেন (سلطان محمود از ائمہ اہل حدیث بود)।[২]

ইলমে হাদীছের প্রতি তিনি খুবই আকৃষ্ট ছিলেন। মন্ত্রী পরিষদসহ বড় বড় শায়খদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শ্রবণ করতেন এবং হাদীছের ব্যাখ্যা জানতে চাইতেন। এতে তিনি অধিকাংশ হাদীছ শাফেঈ মাযহাবের অনুকূলে পেতেন। ফলে তার হৃদয়ে শাফেঈ মাযহাবের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। একদিন তিনি মার্ভে হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের ফক্বীহদের একত্রিত করে যেকোন একটি মাযহাবকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানালেন। তারা সকলে এ মর্মে একমত হলেন যে, সুলতানের সামনে দুই মাযহাবের পদ্ধতিতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা হবে। তিনি তা পর্যবেক্ষণ করে যেটি সঠিক, সুন্দর ও বিশুদ্ধ মনে করবেন সেটি গ্রহণ করবেন। শায়খ আবুবকর আল-ক্বাফ্ফাল মারওয়াযী প্রথমে শাফেঈ মাযহাবের পদ্ধতিতে ছালাত আদায় শুরু করলেন। তিনি সুন্দরভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে পানি দ্বারা ওযূ করলেন। অতঃপর পরিষ্কার ও পবিত্র কাপড় পরিধান করে কিবলামুখী হয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলে ছালাত শুরু করলেন। যথাযথভাবে ছালাতের আহকাম ও আরকানসহ খুশূ-খুযূ সহকারে ছালাতের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে ছালাত শেষ করলেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এরূপ পদ্ধতি ব্যতীত ছালাত বৈধ মনে করতেন না।

এরপর তিনি হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত বৈধ পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের প্রস্তুতি শুরু করলেন। প্রথমে তিনি কুকুরের পাকানো (দাবাগাত করা) চামড়া পরিধান করে তার এক চতুর্থাংশে নাপাকি লাগিয়ে নিলেন। অতঃপর খেজুরের পচা রস (নাবীয) দিয়ে ওযূ করলেন। সেটি নির্জন ভূমি হওয়ায় খেজুরের পচা রসের দুর্গন্ধে মাছি ও মশা তাকে ঘিরে ফেলল। ক্বিবলা সামনে করে তিনি ফারসী ভাষায় তাকবীর দিয়ে ছালাত শুরু করলেন। অতঃপর ফারসীতে ক্বিরাআত دَوْبَرْكَكْ سَبْزْ (এটি সূরা রহমানের ৬৪ আয়াত مُدْهَامَّتَانِ - এর ফারসী অনুবাদ) পাঠ করলেন। এরপর রুকূতে গেলেন। রুকূ থেকে মাথা ভালোভাবে না উঠিয়েই সিজদায় চলে গেলেন। অতঃপর মোরগের ঠোকর দেওয়ার ন্যায় দু'সিজদার মাঝের দো'আ না পড়েই দ্রুত দু'টি সিজদা শেষ করলেন এবং তাশাহ্হুদের পর দরূদের পূর্বে বায়ু নিঃসরণ করলেন। অতঃপর সালাম না ফিরিয়ে ছালাত সম্পাদন করে সুলতান মাহমূদকে বললেন, এটি হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত ছালাতের পদ্ধতি।

তখন সুলতান মাহমূদ বললেন, এটি যদি হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত ছালাতের পদ্ধতি না হয়, তাহ'লে আমি তোমাকে হত্যা করব। কারণ কোন দ্বীনদার ব্যক্তি এরূপ পদ্ধতিতে ছালাত আদায় বৈধ বলতে পারেনা। হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম তাদের ফিক্বহে এরূপ ছালাত আদায়ের পদ্ধতি বিদ্যমান থাকাকে অস্বীকার করল। তখন ক্বাফ্ফাল হানাফী মাযহাবের ফিক্বহের কিতাবগুলো নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। কিতাবগুলো নিয়ে আসা হ'লে সুলতান মাহমূদ ক্বাফ্ফালকে পড়তে না দিয়ে একজন খৃষ্টান লেখককে তা পাঠ করতে বললেন। যখন উক্ত ব্যক্তি হানাফী ফিক্বহ পাঠ করলেন তখন সুলতান মাহমূদ বুঝতে পারলেন যে, ক্বাফ্ফাল হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ীই ছালাত আদায় করেছেন। তিনি সত্য বুঝতে পারলেন। অতঃপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে হানাফী মাযহাব ত্যাগ করলেন এবং শাফেঈ মাযহাবের ছালাত রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অনুযায়ী হওয়ায় শাফেঈ মাযহাব গ্রহণ করলেন।[৩] এভাবে তিনি মূলতঃ হাদীছকে প্রাধান্য দিলেন, মাযহাবকে নয়। অতএব তিনি নিঃসন্দেহে একজন 'আহলেহাদীছ' ছিলেন।

প্রিয় পাঠক! এটি কোন গল্প নয়। শায়খ ক্বাফ্ফাল হানাফী মাযহাবের যে পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করেছেন তা হানাফী ফিক্বহে সত্যিই বর্ণিত হয়েছে। হানাফীদের মতে, কুকুরের পাকা চামড়া (দাবাগাত করা) পরিধান করে ছালাত আদায় করা যাবে এবং কুকুরের চামড়া দিয়ে তৈরী পাত্রে ওযূ করা

---

১. *আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ৩১-৩২; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২৪০-২৪১।*

২. *তারীখে ফিরিশ্‌তা, কানপুর, ভারত: নওলকিশোর ছাপা ১৩০১/১৮৮৩ খৃঃ, ১ম মাক্বালাহ, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৩; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২৪১।*

৩. *ইবনু খাল্লিকান, অফিয়াতুল আ'ইয়ান ৫/১৮০-১৮১; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৩২/২৩৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৭/৪৮৭; আবুল ফালাহ, শাযারাতুয যাহাব ৫/১০৯; আলী ইবনু সুলায়মান ইয়াফেঈ, মির'আতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান ৩/১৯।*

যাবে।[৪] তাদের মতে, পানি না পেলে খেজুরের পচা রস (নাবীয) দ্বারা ওযূ করা যাবে।[৫] হানাফী ফিক্বহে ফারসী ভাষায় তাকবীরে তাহরীমা ও ক্বিরাআত পাঠের বৈধতা রয়েছে।[৬] তাদের মতে, পোশাকের এক চতুর্থাংশে গরু-ছাগলের পেশাব লেগে থাকলেও ছালাত হয়ে যাবে।[৭] তাদের মতে, দু'সিজদার মাঝে কোন দো'আ পাঠ না করে সোজা হয়ে বসার পূর্বেই আবার তাকবীর দিয়ে সিজদায় গেলেও যথেষ্ট হবে।[৮] তাদের মতে, তাশাহহুদের পর কারু যদি ওযূ টুটে যায়, কথা বলে বা ছালাত বিনষ্টকারী কোন কাজ করে, তাতে মুছল্লীর ছালাত নষ্ট হবে না। বরং তা পূর্ণ হয়ে যাবে।[৯] অতএব প্রত্যেক ছহীহ হাদীছের অনুসারী আলেম-ওলামা এবং সাধারণ জনগণের করণীয় হচ্ছে শায়খ আবুবকর আল-ক্বাফ্ফাল মারওয়াযীর মত ছহীহ হাদীছকে সকলের সামনে উপস্থাপন করা। হয়ত এর মাধ্যমে আল্লাহ অনেক মানুষকে হেদায়াত দান করতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন তাহলে তোমার জন্য সেটি সর্বোত্তম লাল উট (কুরবানী করা) অপেক্ষা উত্তম হবে।[১০] উপরোক্ত বিষয়সমূহ কারো জন্য আঘাত মনে না করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করুন এবং সত্যকে গ্রহণ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন- আমীন!

সংকলনে : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

---

৪. وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ وَجَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ.. وَلَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجِسِ الْعَيْنِ *হেদায়া (দেওবন্দ,সাহারানপুর ইউপি, মাকতাবা থানবী, ১৪১৬ হিঃ), ১/৪০, 'যে পানি দ্বারা ওযূ বৈধ এবং যে পানি দ্বারা ওযূ বৈধ নয়' অধ্যায়; বদরুদ্দীন আয়নী, আল-বেনায়া শারহুল হেদায়া (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৪২০/২০০০ইং), ১/৪০৭।*

৫. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ *বেদায়াতুল মুবতাদী (কায়রো : মাকতাবা ওয়া মাতবা'আহ মুহাম্মাদ আলী ছাবাহ) ১/০৬; হেদায়া ১/৪৭, 'উচ্ছিষ্ট ও অন্যান্য বিষয়' অধ্যায়; আল-বেনায়া ১/৪৯৭।*

৬. فَإِنْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ *বেদায়াতুল মুবতাদী ১/১৪; হেদায়া ১/১০১, 'ছিফাতুছ-ছালাত' অধ্যায়; নূরুল আনওয়ার (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানবী), পৃঃ ১২।*

৭. وَإِنْ كَانَتْ مُخَفَّفَةً كَبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ جَازَتْ الصَّلَاةُ مَعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ رُبُعَ الثَّوْبِ *বেদায়াতুল মুবতাদী ১/১০; হেদায়া ১/৭৫, 'অপবিত্রতা এবং তা হ'তে পবিত্রতা অর্জন' অধ্যায়; আল-বেনায়া ১/৪০৭।*

৮. وَلَوْ لَمْ يَسْتَوِ جَالِسًا وَكَبَّرَ وَسَجَدَ أُخْرَى أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ *বেদায়াতুল মুবতাদী ১/; হেদায়া ১/১১০, 'ছিফাতুছ ছালাত' অধ্যায়।*

৯. وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ *বেদায়াতুল মুবতাদী ১/১৭; হেদায়া ১/১৩০, 'ছালাতে ওযূ নষ্ট হওয়া' অধ্যায়।*

১০. *বুখারী হা/৩৭০১; মুসলিম হা/২৪০৬;মিশকাত হা/৬০৮০।*

চিকিৎসা জগৎ

হেল্থ টিপ্স

১. জণ্ডিসের চিকিৎসা : (ক) চেলিডোনিয়াম (হোমিও) ২০০ দৈনিক রাতে শোওয়ার সময় ১ ডোজ। (খ) কেলি মিউর (বায়ো) ৬x দু'টি করে বড়ি সকালে এক কাপ গরম পানিসহ। (গ) ন্যাট্রাম সালফ (বায়ো) ৬x দু'টি করে বড়ি বিকালে এক কাপ গরম পানিসহ।

এক সপ্তাহ খেলেই ইনশাআল্লাহ উপকার বুঝতে পারবেন।

২. গ্যাস্ট্রিকের জন্য : সকালে খালি পেটে নিয়মিত চাউল-পানি খান। অতঃপর নাশতা বা দুপুরে ও রাতে খাওয়ার আগে পূর্ণ এক গ্লাস পানি পেট ভরে পান করুন। ইনশাআল্লাহ গ্যাসের সমস্যা থেকে মুক্ত থাকবেন।

৩. হাঁপানী ও শ্বাসকষ্টের জন্য : দিনে ও রাতে প্রতিদিন ৩০ গ্লাস পানি পান করুন। পেট পানি থেকে খালি হ'তে দিবেন না। চা, কফি বা গরম পানি এবং ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি নিষিদ্ধ। অন্ততঃ দু'সপ্তাহ অভ্যাস করুন। ইনশাআল্লাহ ফল পাবেন।

৪. ডায়রিয়ার জন্য : (ক) কাঁচ কলা কুচি করে কেটে থেতো করে রস বের করে পানি সহ সামান্য চিনি ও লবণ দিয়ে এক গ্লাস খেয়ে নিন। অতঃপর প্রতিবার টয়লেট থেকে ফিরে আধা গ্লাস করে খান। ইনশাআল্লাহ ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

(খ) ফাইভ ফস অর্থাৎ কেলি ফস, ক্যালকেরিয়া, ফেরাম, ম্যাগ ও ন্যাট্রাম ফস ৬x দু'টি করে বড়ি একসাথে এক কাপ গরম পানিসহ এক ঘণ্টা পরপর খান। ইনশাআল্লাহ সাথে সাথে ফল পাবেন।

৫. আমাশয়-এর জন্য : কেলি মিউর ৬x দু'টি করে বড়ি একসাথে এক কাপ গরম পানিসহ এক ঘণ্টা পরপর খান। শেষে ক্যালকেরিয়া ফস ৬x দু'টি বড়ি এক কাপ গরম পানি সহ এক বা দু'বার খান।

৬. প্রদাহ বা এলার্জির জন্যও কেলি মিউর ৬x কার্যকর।

৭. সুখপ্রসব ও স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্য গর্ভের ৭ম মাস থেকে প্রতি রাতে শোওয়ার সময় ১ ডোজ পালসেটিলা (হোমিও) ২০০ খান। সেই সাথে সকালে কেলি ফস ৬x দু'টি করে বড়ি এক কাপ গরম পানিসহ এবং বিকেলে ক্যালকেরিয়া ফস ৬x দু'টি বড়ি এক কাপ গরম পানি সহ খান। ৪ দিন পরপর দু'দিন করে বিরতি দিন। ইনশাআল্লাহ সিজারের প্রয়োজন হবে না।

সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন এবং *বিসমিল্লাহ* ও দো'আ পাঠের মাধ্যমে ঔষধ খান। আল্লাহ মূল আরোগ্যদাতা *(স.স.)*।

কবিতা

আল্লাহু আকবার

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ধরণীর বুকে গর্ব মোদের
মোরা শ্রেষ্ঠ উম্মত,
মোদের দলিত-মথিত করে
আছে কার সে হিম্মত?
প্রভুর সকাশে কৃপার পরশে
দিন করি গুযরান,
বিজয় মাখা উষ্ণ রুধির
ধমনীতে সদা বহমান॥
বিভক্তির কারণে ব্যথার আগুনে
চূর্ণিত আজি মনপট,
লুণ্ঠিত মানবতা, সবখানে আবিলতা
হারিয়েছি মোরা হক পথ॥
মুসলিম করে ফখর, ইসলাম দিয়ে কবর
ক্ষমতার মসনদে বসি,
আর্তের কান্নায়, রক্তের বন্যায়
উচ্চিত নয় কেন তার অসি?
রক্তে রঞ্জিত রোহিঙ্গার রাজপথ
লাশের পাহাড় আজ গাযাতে,
নিপীড়িত মা-বোন, করে শুধু আলাপন
শান্তি নীড়ের আশাতে।
তুমি মুসলিম হও হুঁশিয়ার
পুলকে পুলকিত তুমি সংসারে,
আশার বাসা ভাঙ্গবে তোমার
মায়াময়া প্রাণের সংহারে।
বিপদে-আপদে সবখানে
সকলে মোরা পরের তরে,
দ্বীনের বিজয়ে জীবন বিলিয়ে
গর্বিত মোরা ধরণী পরে॥
শিরক-বিদ'আতের যষ্টি ছেড়ে
জলদি এসো নবীর পথে,
হক্বের পথে বিপদে-আপদে
আল্লাহ রবেন মোদের সাথে॥
ঘরে ঘরে জ্বালাও হকের বাতি
ঈমানের তেল ঢেলে,
দূর কর তাগূতী অমানিশা
অহি-র প্রদীপ জ্বেলে॥
ওরে মুসলিম! বিশ্ব কাঁপিয়ে
ছাড় আজ হুঙ্কার,
গগন-পবন মুখরিত হৌক
আল্লাহু আকবার॥

আহলেহাদীছ মানে

মুহাম্মাদ শাহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ মানে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী
আহলেহাদীছ মানে শিরক-বিদ'আতকে সমূলে নির্মূলকারী।
আহলেহাদীছ মানে কুরআন-ছহীহ হাদীছের বাইরে আমল না করা
আহলেহাদীছ মানে কুরআন-হাদীছ মতে ইসলামী দেশ গড়া।
আহলেহাদীছ মানে কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের নিরন্তর প্রচার
আহলেহাদীছ মানে শিরক-বিদ'আতের দূর করবেই অনাচার।
আহলেহাদীছ মানে সর্বাবস্থায় কুরআন-ছহীহ হাদীছ মানা
আহলেহাদীছ মানে শিরক-বিদ'আতের ঘাঁটিতে আঘাত হানা।
আহলেহাদীছ মানে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা
আহলেহাদীছ মানে অহি-র বিধান মানতে মরণকে বরণ করা।
আহলেহাদীছ মানে কোন মানুষের অন্ধ তাক্বলীদ না করা
আহলেহাদীছ মানে কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের পথ ধরা।
আহলেহাদীছ মানে ঈমান এবং আক্বীদার সার্বিক শুদ্ধিকরণ
আহলেহাদীছ মানে অন্ধকার পথে স্বচ্ছ আলোর কিরণ।
আহলেহাদীছ কোন নির্দিষ্ট মাযহাব ফিরকার নাম নয়
আহলেহাদীছরা অন্তরে-বাইরে কুরআন-হাদীছের নেয় আশ্রয়।
আহলেহাদীছ হ'ল রাসূল (ছাঃ) থেকে চলে আসা সোজা পথ
আহলেহাদীছরা রাসূল (ছাঃ) ছাড়া মানে না কারো মত।
আহলেহাদীছ মানে ইসলামের নামে অনৈসলামিক কাজের বাঁধ
আহলেহাদীছ হ'লে পাবে ঈমান-ইসলামের আসল স্বাদ॥

হিসাব দিতেই হবে

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

আজব কথায় গুজব তুলে,
ভুগছে কালা জ্বরে।
উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে,
চলছে জগৎ জুড়ে।
দুঃখে যাদের জীবন গড়া,
সুখের আশা যায় ভুলে।
তবু তাদের দুঃখ আসে,
চক্রকারীর ঐ জালে।
সত্য যাদের প্রতিশ্রুতি,
করবে তারা কিসের ভয়?
বিপদে যারা ধৈর্য ধরে,
আল্লাহ তাদের সহায়।
রেহাই পাননি কোন দিন
মহামান্য খলীফাগণ।
হকের দাওয়াত দিতে গিয়ে
জীবন দিয়েছেন বিসর্জন।
ওরা নাকি জোট বেঁধেছে?
সকল দলে এক হয়ে,
ইসলামের তারা ধারে না ধার
কবর পূজায় ভিড় তোলে।
বাড়ির মালিক চুরি করে,
দোষী করল রাখাল,
সত্য কথা গোপন করে,
রাখবে আর কত কাল?
জোট সরকারের পাতা ফাঁদে
আহলেহাদীছ বন্দি হয়।
ভুলের মাসুল দিতে হবে
তাহার কোন বিকল্প নাই।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. তাবীয-কবচ ব্যবহার করা শিরক।
২. মানুষকে দেখানোর বা তাদের প্রশংসা ও ভালবাসা পাওয়ার জন্য কোন ইবাদত সম্পাদন করা।
৩. গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গেলে ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না।
৪. গণক বা জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করলে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর নাযিলকৃত কুরআনের সাথে কুফরী করা হয়।
৫. অবৈধ ও শিরক।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ১০০০ বার।
২. তেলাপোকা ও টিকটিকির।
৩. পেচা। ৪. ৬টি। ৫. ৮টি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক)

১. নবী করীম (ছাঃ) কি নূরের তৈরী?
২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি গায়েব জানতেন?
৩. তিনি কি জীবিত আছেন?
৪. নবী করীম (ছাঃ) কি মৃত্যুবরণ করেছেন?
৫. তিনি ‘হাযির-নাযির’ বা সর্বত্র উপস্থিত হ’তে পারেন এরূপ বিশ্বাস করা কি?
৬. নবী করীম (ছাঃ) কি কারো উপকার-অপকার করার ক্ষমতা রাখেন?
৭. তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা কি?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানবদেহ বিষয়ক)

১. একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহে কি পরিমাণ রক্ত থাকে?
২. মানুষের ক্রোমোজমের সংখ্যা কত?
৩. মানব দেহে কতটি হাড় আছে?
৪. মানুষের মাথার সেলের সংখ্যা কত?
৫. পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের ফুসফুস কি পরিমাণ বায়ু ধারণ করতে পারে?
৬. কোন জিনিস মানুষের হাড় ও দাঁত মযবূত করে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ১৪ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৮-টায় ‘সোনামণি’ সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে বড়কুড়া দক্ষিণ পাড়া মৃত হারিছ প্রামাণিকের বাড়ী সংলগ্ন ময়দানে সোনামণি যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘সোনামণি’র প্রধান উপদেষ্টা ও যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র সাবেক পৃষ্ঠপোষক ও ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’ কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক ও ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর ও কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। ‘সোনামণি’ যেলা সম্মেলন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করে। উক্ত সম্মেলনের দু’মাস আগে ৫০টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীরা হ’ল মারযিয়া বিনতে রেযাউল করীম (১ম স্থান), তানযীলা বিনতে টিক্কা কাযী (২য় স্থান) ও সুমী বিনতে বেলাল কাযী (৩য় স্থান)। এছাড়া দু’জনকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহোদয়।

সোনামণির পরিচয়

তাসনীম
মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনামণি তুমি নীল প্রজাপ্রতি
অজ্ঞতার অন্ধকারে জ্বলন্ত এক বাতি।
তুমি হাযার কাঁটার মাঝে ফুটন্ত গোলাপ
শত কোটি তারার মাঝে যেন একটি চাঁদ।
সোনামণি তুমি ধুধু মরু প্রান্তরে পানির ফোয়ারা
তুমি শক্ত পাহাড়ের বুকে অপূর্ব ঝর্ণধারা।
তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর
তুমি আঁধার এ যুগে দ্বীনের রাহবার।
হেদায়াতের বাণী নিয়ে তুমি ধরায় এলে
ধন্য হ’লাম আমরা সবাই তোমার পরশ পেয়ে।
বেঁচে থাক চিরদিন আমাদের মাঝে
আরো দ্রুত অগ্রসর হও অহি ভিত্তিক কাজে।

ঠিকানা

মুহাম্মাদ রাশিদুল ইসলাম
দর্শনপাড়া, পবা, রাজশাহী।

কাফন হবে সাজ তোমার কবর হবে ঘর
যারা ছিল অতি আপন তারাও হবে পর।
একাই এসেছ ভবে যাবে একা একা
এটাই পৃথিবীর নিয়ম দিয়েছেন বিধাতা।
মৃত্যুর পরে সৎআমল হবে তোমার সাথী
প্রশ্নের উত্তর সঠিক হ’লে কবরে পাবে বাতি।
হাশরের ময়দানে কেউ কারো নয়
নিজেকে নিয়েই থাকবে ব্যস্ত সবাই।
হিসাব হবে পাপ-পুণ্যের ওযন হবে তার
কেউ পাবে সুখের গৃহ কেউ দুঃখের আধার।
দুনিয়াতে করলে সৎকাজ মিলবে রবের করুণা
জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে জান্নাত হবে ঠিকানা।

Contents

স্বদেশ

আল্লাহ্‌র ৯৯ নাম কাফের ও দেবতাদের

-আবদুল গাফফার চৌধুরী

গত ৩রা জুলাই নিউইয়র্কে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে 'বাংলাদেশ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আলোচনা সভায় লণ্ডন প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিক ও লেখক আব্দুল গাফফার চৌধুরী 'ইসলাম' সম্পর্কে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী প্রতিনিধি ড. এ কে আব্দুল মোমেনের পরিচালনায় উক্ত আলোচনা সভায় তিনি বলেন, 'আজকের আরবী ভাষায় যেসব শব্দ; এর সবই কাফেরদের ব্যবহৃত শব্দ। যেমন আল্লাহ্‌র ৯৯ নাম। সবই কিন্তু কাফেরদের দেবতাদের নাম। তাদের ভাষা ছিল আর-রহমান, গাফফার, গফুর ইত্যাদি। সবই কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম এডাপ্ট (সংযোজন) করেছিল।

নারীদের বোরকা ও হিজাব নিয়েও বিরূপ মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে এটা হচ্ছে ওয়াহহাবীদের লাস্ট কালচারাল ইনভলব। আমি অবাক হচ্ছি। ক্লাস টু'য়ের মেয়েরা হিজাব ও বোরকা পরবে! এটা আমাদের ধর্ম শিক্ষা হ'তে পারে? মুসলমান মেয়েরা মনে করে হিজাব, বোরকা হচ্ছে ইসলামের আইডিন্টিটি। আসলে কি তাই?...

কট্টর আওয়ামীপন্থী ও ইসলাম বিদ্বেষী হিসাবে পরিচিত লেখক আব্দুল গাফফার চৌধুরী বলেন, এখন যুগ পাল্টেছে। এখন বাংলাদেশে বোরকা পরার বিপক্ষে অনেকেই জেগে উঠেছে। এসব ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে'।

রাসূল ও রাসূলুল্লাহ এক নয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'রাসূল মানে দূত, অ্যাম্ব্যাসেডর। 'রাসূলে সালাম' মানে শান্তির দূত। রাসূল বললেই আপনারা মনে করেন হযরত মুহাম্মদ। তা কিন্তু নয়। যখন রাসূলুল্লাহ বলবেন তখন মনে করবেন আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। এখন মোমেন ভাই আমেরিকায় থেকে যদি বলেন কিংবা আমি নিজেকে রাসূল দাবি করলে কল্লা যাবে'।

কিছুদিন মাদ্রাসায় পড়ার কথা জানিয়ে আব্দুল গাফফার চৌধুরী আরও বলেন, 'সবচেয়ে বেশি হাদীছ সংগ্রহকারী আবু হুরায়রা নামের অর্থ হচ্ছে বিড়ালের বাবা। আবুবকর নামের অর্থ হচ্ছে ছাগলের বাবা। তিনি বলেন, সাতশ' বছর ধরে আমরা নামায, খোদা হাফেয শব্দ বলেছি। এখন ছালাত, আল্লাহ হাফেয শব্দে পরিণত হয়েছে। এগুলো ওহাবীদের সৃষ্টি। কাফেরদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিল পরবর্তীতে তাদের নাম পরিবর্তন করা হয়নি'।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পুরো দেশ এখন দাড়ি-টুপিতে ছেয়ে গেছে। সরকারী অফিসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে টুপি আর দাড়ির সমাহার। অথচ তারা ঘুষ খাচ্ছেন। এত বড় দাড়ি, এত বড় টুপি; কিন্তু ঘুষ না পেলে ফাইলে হাত দেন না। এটা কি ইসলামের শিক্ষা?

রাসূল (ছাঃ), হজ্জ ও ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করার দায়ে মন্ত্রীত্ব হারানো আব্দুল লতীফ সিদ্দীকীর পক্ষে সাফাই গেয়ে রসিকতার সুরে তিনি বলেন, 'আব্দুল লতীফ সিদ্দীকী কী এমন বলেছিল? তাকে বিপদে পড়তে হয়েছে। তার জন্য আজকে দেশে আন্দোলন হচ্ছে। এসবই হচ্ছে ওহাবীয় মতবাদ ও মাওলানা মওদূদীর চাপিয়ে দেয়া সংস্কৃতি। ...আব্দুল ওহাব নামে কট্টর এক ব্যক্তির ধারায় এ অঞ্চলে ওহাবী মতবাদ চাপিয়ে দেয় সউদী আরব।

বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের উত্থান প্রসঙ্গে তথাকথিত প্রগতিশীল এই লেখক বলেন, 'আমেরিকা তালেবান সৃষ্টি করে বিপদে পড়েছে। আর ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে ভেঙে টুকরো করার পাশাপাশি ইসলামী মতবাদকেও বিভক্ত করেছে পাকিস্তানকে দিয়ে। তিনি আরো বলেন, পরবর্তীতে সউদী আরব ও ইরানের অর্থায়নে এ অঞ্চলে ওহাবী মতবাদ মাওলানা মওদূদীকে দিয়ে জামায়াতের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।...

তিনি বলেন, 'এভাবে মুসলমানে মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করেছে ওহাবী ইযম। আমি তো মনে করি শেখ হাসিনার শত ভুলত্রুটি থাকলেও আজকের বাংলাদেশে সিম্বল অব সেক্যুলারিজম হচ্ছেন তিনি। তিনি শক্ত হাতে এ সব দমন না করলে বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যেত।

তিনি বলেন, আমার হয়ত ভুল হ'তে পারে। কিন্তু আমার একটি বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই আমি লিখছি। আমি বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। মৌলবাদী রাষ্ট্র আমরা চাই না, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই'।

তার এ বক্তব্য নিয়ে প্রবাসীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আলোচনায় মূল বিষয়ের বাইরে গিয়ে আল্লাহ ও ইসলাম ধর্ম নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেকেই বিব্রতবোধ করেন। ওই আলোচনা সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমাণ্ডের আহ্বায়ক আব্দুল মুক্বীত চৌধুরী বলেন, বক্তব্যের বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা যে দল কিংবা মতের হই না কেন, আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ), ইসলাম ও নারীর পর্দা নিয়ে এসব কথা বলা উচিত নয়।

[কথায় বলে পাগলে কি-না কয়, ছাগলে কি-না খায়। আব্দুল লতীফ ছিদ্দীক্বী, আব্দুল গাফফার চৌধুরী ঐসব হস্তীমূর্খদের প্রতিনিধি। বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় এরূপ আরও কয়েকজন নাস্তিক ও পাগল আছেন। এইসব লোকদের জন্যই বাংলাদেশের ইসলামী ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে। অথচ এরা ১৬ কোটি মুসলিমের আদর্শিক প্রতিনিধি নয়। বরং জনবিচ্ছিন্ন কিছু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মাত্র। জানিনা এদেরকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কোন স্বার্থ হাছিল করছেন। আমরা এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি (স.স.)]

আইসিডিডিআরবির গবেষণা

টাইফয়েড শনাক্ত করার নতুন পদ্ধতি

টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড জ্বর নির্ণয়ের একটি নতুন পরীক্ষাপদ্ধতি বের করেছেন আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআরবি) বাংলাদেশ-এর একদল গবেষক। তারা বলেছেন, এই জ্বর শনাক্ত করতে পদ্ধতিটি পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও কার্যকর। ফলে নির্ভুল রোগ নির্ণয় করে অল্প সময়ে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে।

শনাক্তকরণের এই নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে আইসিডিডিআরবির অন্যতম পরিচালক ড. ফেরদৌসী কাদরী বলেন, নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষাগারে রক্তের কোষীয় অংশের নমুনা বিশেষ প্রক্রিয়ায় ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা রাখার পর সেই পরিবর্তন দেখে টাইফয়েড শনাক্ত করা হয়। রক্তের নমুনায় জীবাণুর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়াই কেবল তার প্রভাবে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখে রোগটি নির্ণয় করা যায়। এ পদ্ধতিতে অল্প পরিমাণ রক্তের নমুনা (মাত্র ১ মিলিলিটার) থেকেও রোগ নির্ণয় করা যায়। এ পদ্ধতির খরচ প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির সমান। তবে পরীক্ষার সরঞ্জামের কিছু পরিবর্তন আনতে হয়।

তিনি বলেন, প্রচলিত পরীক্ষায় ৩০ থেকে ৭০ ভাগ টাইফয়েড শনাক্ত করা যায়। চিকিৎসকদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই অনুমাননির্ভর চিকিৎসা দেওয়া হয়। কিন্তু নতুন পদ্ধতিটি অল্প সময়ে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

Contents

বিদেশ

বিশ্বে ঘরছাড়া মানুষ ৬ কোটির বেশী

২০১৪ সালে যুদ্ধ, সংঘর্ষ অথবা নিপীড়নের শিকার হয়ে বিশ্বে ছয় কোটি মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে। জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর'র এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে জানানো হয়, ২০১৪ সালের তুলনায় এ বছর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৩ লক্ষ। আর ঘরছাড়া মানুষের মধ্যে শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় দু'কোটি। এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী শিশু। সিরিয়া সংকট এ সংখ্যা বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে।

সংস্থাটির প্রধান অ্যান্টনিও গুতেরেস বলেন, প্রতিদিনই ভোগান্তির শিকার মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এদের অনেককেই কোনো সহায়তা দেয়ার উপায় নেই।

কিডনী দিয়ে পুত্রবধুর জীবন বাঁচালেন শাশুড়ী

সম্প্রতি ভারতের দিল্লীতে ঘটেছে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। জন্মদাত্রী মা রাযী না হওয়ায় বিরল নযীর স্থাপন করে পুত্রবধূকে কিডনী দান করে নতুন প্রাণ দিলেন তার শাশুড়ী। ভারতের সমাজ ব্যবস্থার হিসাবে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ঘটনা বাস্তবে ঘটিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন শাশুড়ী 'বিমলা'। পশ্চিম দিল্লীর উত্তম নগরের বাসিন্দা ৩৬ বছরের গৃহবধূ 'কবিতা' দীর্ঘদিন ধরেই কিডনীর সমস্যায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি তার কিডনী প্রতিস্থাপনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কবিতার মা প্রথমে নিজের মেয়েকে কিডনী দান করতে চাইলেও আচমকা তিনি বেঁকে বসেন। এমন সময় বৌমাকে কিডনী দিতে রাযী হয়ে যান তাঁর শাশুড়ী। শেষমেশ ৬৫ বছরের বিমলার কিডনীতেই নতুন জীবন পান কবিতা। ঘটনার পর হাসপাতালটির নেফ্রোলজি বিভাগের প্রধান সুনীল প্রকাশ বলেন, এটা একেবারেই বাস্তব ঘটনা। যা সত্যিই বিরল।

এবছর সবচেয়ে দীর্ঘ ও সবচেয়ে স্বল্প সময় ছিয়াম রাখা হ'ল যে দেশগুলিতে

এবার সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ছিয়াম হয়েছে ইউরোপের ডেনমার্কে ২১ ঘণ্টা। গতবার ছিল আইসল্যাণ্ড ও সুইডেনে (২২ ও ২১ ঘণ্টা)। এরপর এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ছিয়াম রেখেছেন রাশিয়ার মুসলমানরা। তারা ২০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ছিয়াম পালন করেছেন। এরপর সুইডেন ও নরওয়েতে ২০ ঘণ্টা। যুক্তরাজ্যে ১৯ ঘণ্টা। জার্মানিতে ১৮ ঘণ্টা ৯ মিনিট। কানাডায় ১৮ ঘণ্টা ৯ মিনিট। চীনে ১৭ ঘণ্টা ২৮ মিনিট। ভারতে ১৭ ঘণ্টা ১১ মিনিট। সৌদি আরবে ১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। পাকিস্তানে ১৬ ঘণ্টা ৫ মিনিট। কুয়েতে ১৬ ঘণ্টা। বাংলাদেশে ১৫ ঘণ্টা ১৪ মিনিট

স্বল্প সময়ের দেশগুলি মধ্যে এবার সবচেয়ে কম সময় ছিয়াম পালিত হ'ল চিলিতে ১১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট। গতবার এ অবস্থানে ছিল অস্ট্রেলিয়া। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকায় ১২ ঘণ্টা। আর্জেন্টিনায় ১২ ঘণ্টা ২১ মিনিট। অস্ট্রেলিয়ায় ১২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। ব্রাজিলে ১৩ ঘণ্টা ৯ মিনিট।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

মুসলিম জাহান

কায়রোর বিভিন্ন মসজিদ থেকে সালাফী ওলামায়ে কেরামের বই-সিডি জব্দ

মিসরের ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা আকস্মিক তল্লাশী চালিয়ে রাজধানী কায়রোর বিভিন্ন মসজিদ থেকে আব্দুল্লাহ বিন বায, ছালেহ আল-উছায়মীন প্রমুখ সালাফী ওলামায়ে কেরাম সহ অন্যান্য আলেমের হাযার হাযার বই ও সিডি জব্দ করেছে। পাশাপাশি যে সকল স্টুডিওতে এসব সিডি রেকর্ড করা হ'ত, সেগুলি অধিক তল্লাশীর জন্য সিলগালা করে দিয়েছে। এছাড়া মিসরের মসজিদসমূহের ইমাম ও খতীবদের উদ্দেশ্যে আহবান জানানো হয়েছে, যাতে মসজিদসমূহের লাইব্রেরীগুলো তারা পুনরায় পর্যবেক্ষণ করেন এবং লাইব্রেরীগুলোকে চরমপন্থী চিন্তার প্রসারক ও ইসলাম বিরোধী সকল বই থেকে মুক্ত রাখা হয়।

অভিযানে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, আব্দুল্লাহ বিন বায, মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আবু ইসহাক আল-হুওয়াইনী, ইউসুফ আল-কারযাভী, হাসানুল বান্না, মুহাম্মাদ আব্দুল মাকছূদ, সালাহ সুলতান, ইয়াসির বারহামী, মুহাম্মাদ হোসাইন ইয়াকূব প্রমূখের বই জব্দ করা হয়েছে।

[আদর্শ দিয়ে মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে এখন শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এটিতো পশু প্রকৃতি। এতে সালাফী আন্দোলন সারা বিশ্বে আরও যোরদার হবে ইনশাআল্লাহ (স.স.)]

তিউনিসিয়ায় ৮০টি মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হবে

-প্রধানমন্ত্রী

তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী হাবিব ইয়াযীদ বলেছেন, দেশে সহিংসতা উস্কে দেয়ার অভিযোগে প্রায় ৮০টি মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হবে। তিউনিসিয়ার একটি সমুদ্র সৈকতের পার্শ্ববর্তী একটি হোটেলে হামলায় ৩৯ জন নিহত হওয়ার পর তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, এসব মসজিদ দেশে বিষ ছড়াচ্ছে এবং এগুলো আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ করে দেয়া হবে। মসজিদগুলো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। শুক্রবার তিউনিসিয়ার অবকাশ যাপন শহর সুসেতে পর্যটকদের ওপর এক বন্দুকধারী বেপরোয়া গুলি বর্ষণ করে। ইসলামিক স্টেট গ্রুপ এ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে। নিহতদের মধ্যে তিউনিসিয়া, ব্রিটেন, জার্মানি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও আয়ারল্যাণ্ডের নাগরিক রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসের পর তিউনিসিয়ায় পর্যটকদের ওপর এটি ছিল দ্বিতীয় বড় ধরনের হামলার ঘটনা। এর আগে রাজধানীর একটি জাদুঘরে চরমপন্থী হামলায় ২২ জন নিহত হয়। এদের অধিকাংশ ছিল বিদেশী নাগরিক।

[বিদেশী পর্যটকদের সাগর তীরে প্রকাশ্যে ব্যভিচার ক্রিয়া ও রাস্তা-ঘাটে বেলেল্লাপনা বন্ধ করুন এবং দেশের ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হৌন, তাহ'লে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। নইলে মসজিদ বন্ধ করে কোন লাভ হবেনা (স.স)]

চাদে বোরকা নিষিদ্ধ

চাদে গত ১৫ই জুন সোমবারের বোমা হামলায় কমপক্ষে ২৩ জন নিহত হবার পর দেশটিতে বোরকা পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মীয় নেতাদের সাথে বৈঠকের পর দেশটির প্রধানমন্ত্রী কালজেবুয়ে পাহিমী দুবেত এই ঘোষণা দেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় চাদের রাস্তা-ঘাটে প্রকাশ্যে বোরকা পরা যাবে না। এমনকি নিজেদের বাড়ি ঘরেও বোরকা পরা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী এ আত্মঘাতী হামলার জন্য নাইজেরীয় চরমপন্থী গ্রুপ বোকো

Contents

হারামকে দায়ী করেন। ধরা পড়ে যাওয়া ঠেকাতে বোকো হারাম এখন নারী আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের বেশী ব্যবহার করছে। আরো ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী বাজারে যত বোরকা ও নেকাব আছে তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। চাদের বেশিরভাগ মানুষ মুসলমান এবং প্রধানতঃ ধর্মীয় কারণেই সেখানে বোরকা পরা হয়। বোরকার কারণে সাহারার তপ্ত ও ধূলিময় আবহাওয়া থেকেও রক্ষা পান নারীরা।

[হতভাগা সরকার চরমপন্থী দমনে ব্যর্থ হয়ে এখন বোরকার উপর হামলা চালাচ্ছে। এখন ওরা আসমানী গযবে ধ্বংস হবে (স.স.)]

নিগৃহীত উইঘুর মুসলমানদের জন্য তুরস্কের দরজা খোলা

-তুর্কী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

চীনে নিগৃহীত হয়ে যেসব সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলমান অভিবাসী তুরস্কে আসবে তাদের জন্য তুরস্কের দরজা খোলা রয়েছে বলে গত ৩রা জুলাই শুক্রবার তুরস্ক অঙ্গীকার করেছে। তুর্কী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তানজু বিলজিক জানান আঙ্কারা সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক বন্ড হিসেবে উইঘুর ভাইদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। তাদের জন্য তুরস্কের দরজা সব সময় খোলা রয়েছে বলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান। চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় দুই কোটি উইঘুর মুসলমান। এর পশ্চিমে জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসকারী উইঘুরদের সাথে তুর্কীদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে মিল রয়েছে, যা তুর্কিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলমানদের উপর বহুদিন থেকে নানাবিধ অত্যাচার চালিয়ে আসছে চীন সরকার। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও তাদের ছিয়াম রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে চীনা কমিউনিস্ট সরকার।

[চীনা নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে ইসলামী নৈতিকতাবাদ নিঃসন্দেহে একটি অদমনীয় চ্যালেঞ্জ। আদর্শিকভাবে যাকে মুকাবিলা করার ক্ষমতা চীন সরকারের নেই। তাই পশুবৎ অত্যাচার চালিয়ে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে চাচ্ছে। যা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না। বরং তাদের বড়ত্বের অহংকার অচিরেই শেষ হবে। যেমন শেষ হয়েছিল কা'বা অভিযানকারী আবরাহা বাহিনী (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

রোবটের হাতে মানুষ খুন

রোবট নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদ। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার থেকে রান্নাঘর, সব জায়গায় চলে এসেছে রোবট। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে জটিল কাজকে আরো সহজ করার জন্য রোবটের সৃষ্টি। কিন্তু আশংকার বিষয় হ'ল সম্প্রতি মানুষের তৈরী রোবট মানুষকেই হত্যা করেছে। ঘটনা ঘটেছে জার্মানীর বিশ্বখ্যাত অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং গ্রুপ ভক্সওয়াগনের একটি কারখানায়। সেখানে রোবট স্থাপনের সময় সে একজন কনট্রাক্টরকে ধরে ফেলে। অতঃপর তাকে একটি ধাতবপাতের সঙ্গে চেপে ধরে মেরে ফেলে। তবে প্রতিষ্ঠানটির মুখপাত্র বলেছেন, রোবট ইচ্ছা করে কাউকে খুন করতে পারে না। হয়ত তার জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রামে কোন ত্রুটি ছিল। ফলে সে ভুলবশতঃ মানুষকে ধরে মেরে ফেলেছে। এখন রোবটের হাতে মানুষের খুন হওয়ার পর বেকায়দায় পড়েছে পুলিশ। মামলা হবে কার নামে? এ নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি তারা।

আসছে উড়ুক্কু যান

যানজটে আটকা পড়ে যাঁদের জীবন অতিষ্ঠ তাদের কথা মাথায় রেখে তৈরী হতে চলেছে উড়ুক্কু যান। নিউজিল্যান্ডের প্রতিষ্ঠান মার্টিন এয়ারক্র্যাফট জানিয়েছে, উড়ুক্কু যান আর কল্পনার কোনো বিষয় নয়। দেড় লাখ মার্কিন ডলার খরচ করলেই একটি উড়ুক্কু জেটপ্যাক কিনে ফেলা সম্ভব। পেট্রোল চালিত এই যানটি তিন হাযার ফুট পর্যন্ত ওপরে উঠতে পারে। এর গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৬ মাইল। এটি আধঘণ্টারও বেশী এক নাগাড়ে উড়তে পারে।

এই উড়ুক্কু যানটি চালকের জন্য নিরাপদ। কারণ চালকের চারপাশে আছে সুরক্ষা বেড়া ও প্যারাসুট সিস্টেম। যানটি মূলত অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে কাজে লাগানোয় বেশী উপযোগী হবে বলে মনে করছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। গত তিন দশক ধরে এই জেটপ্যাক তৈরীতে গবেষণা করেছে তারা। গবেষণা সফল হওয়ায় আগামী বছর থেকে এর বাজারজাত শুরু করছে প্রতিষ্ঠানটি। স্মর্তব্য যে, উড়ুক্কু যানের ধারণা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল মূলতঃ ১৯৮১ সালে।

বিশ্বের প্রথম থ্রি-ডি প্রিন্টেড অফিস তৈরী হবে দুবাইতে

বিশ্বের প্রথম থ্রি-ডি প্রিন্টারে তৈরী অফিস বিল্ডিং তৈরী হচ্ছে দুবাইতে। এর ফলে খরচ ও সময়ের অপচয় দুই-ই কমবে বলে জানা গিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্যাবিনেট বিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মাদ আল গেরগাওয়ি বলেন, আমরা সবসময় বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করি মানুষের জীবনযাপনকে আরও মসৃণ করতে এবং একইসঙ্গে দেশের আর্থিক বিকাশ ঘটাতে। আনুমানিক ২ হাজার বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই অফিসের বিভিন্ন স্তর ২০ ফুট লম্বা থ্রি-ডি প্রিন্টার দিয়ে তৈরী করা হবে। তারপর সেগুলিকে যুক্ত করা হবে, যা শেষ করতে মাত্র কয়েক সপ্তাহ লাগবে। আল গেরগাওয়ি জানান, একটা সময়ে ত্রিমাত্রিক ছাপা প্রযুক্তির স্বপ্নতুল্য ছিল। কিন্তু, এখন তা বাস্তবে পরিণত। এই বিল্ডিংটি থ্রি-ডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি, দক্ষতা ও সৃজনশীলতার এক নিদর্শন হয়ে থাকবে। তাঁর মতে, ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি নির্মাণ ও স্থাপত্যশিল্পকে নতুন দিগন্ত দেবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, থ্রি-ডি প্রিন্টিংয়ের ফলে যে কোনও বিল্ডিং নির্মাণের সময় ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ কমতে পারে। শ্রম ব্যয় ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ কমতে পারে এবং নির্মাণের অপচয় ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ কমতে পারে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় সপ্তাহব্যাপী সফরে আমীরে জামা'আত

গত ২৫ হ'তে ৩০শে জুন পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা যেলার বিভিন্ন এলাকায় সাংগঠনিক সফরে গমন করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

মাধবদী, নরসিংদী ২৫শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য ভোর ৫-টায় রাজশাহী হ'তে ঢাকা কোচ যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গী 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন নরসিংদীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সকাল সাড়ে দশটায় তারা ঢাকার বাইপাইল স্টপেজে নামলে সেখানে পূর্ব থেকে অপেক্ষমাণ ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব ও অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর মাইক্রো যোগে তারা নরসিংদীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

নরসিংদী পৌঁছে তাঁরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে সদর উপযেলাধীন মাধবদী পৌরসভার রমনী কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন। যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম এমনকি চার ইমামের উপদেশধন্য নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন করতে চায়। আমাদের দাওয়াত নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর প্রতি নয়। বরং প্রত্যেক আদম সন্তানের প্রতি। যেন তারা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পায়। যেকোন ব্যক্তি বা সংগঠন আমাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি এবং কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির সাথে ঐক্যমত পোষণ করবেন, তাদের সাথে আমাদের আদর্শিক ঐক্য হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কাযী আব্দুল্লাহ শাহীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইন, প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইন, মাওলানা আব্দুর রহীম (বাগেরহাট) ও পাঁচদোনা শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি ছিফাত হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলে। বাদ মাগরিব সাধারণ শ্রোতাদের এবং কয়েকটি ব্যবসায়ী ও ইসলামী সংগঠনের যেলা নেতৃবৃন্দের সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। অনুষ্ঠান শেষে তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ী হাজী মুহাম্মাদ বাকের ছাহেবের বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর রাত সাড়ে নয়টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

মাদারটেক, ঢাকা ২৬শে জুন শুক্রবার : নরসিংদী থেকে ঢাকা পৌঁছে আমীরে জামা'আত মাদারটেক থানাধীন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমিটির সদস্য জনাব জালালুদ্দীনের আমন্ত্রণে তার বাসায় ওঠেন। পরদিন শুক্রবার তিনি অত্র মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর বাদ জুম'আ থেকে মসজিদে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে সমবেত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, আহলেহাদীছ জামা'আত নিজেদের মধ্যকার অনৈক্যে ঘুণে ধরা বাঁশের মত হয়ে গেছে। তাদেরকে অবশ্যই নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে সুনির্দিষ্ট ইসলামী লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। কলুষিত ও বিভক্ত অন্তর নিয়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায়ে কোন লাভ হবে না। তিনি কোনরূপ প্রতারণার ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব তমীযুদ্দীন মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আসসালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, অত্র মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী প্রমুখ। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুর রহমান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান, সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ২৭শে জুন শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নারায়ণগঞ্জ যেলার উদ্যোগে রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চন ভরত চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, দেশী ও বিদেশী নানা মতাদর্শে জাতি বিভক্ত। অথচ জাতি চায় সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকতে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার একটা ভিত্তি উপস্থাপন করেছে। আর তা হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অতএব সবকিছু ছেড়ে সেদিকে ফিরে যাওয়াই আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে। তিনি বলেন, সংগঠনই শক্তি। অতএব আসুন! আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তুলি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাযী আব্দুল্লাহ শাহীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুর রহমান। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে

Contents

ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আবুল হাশেম ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক ছফিউল্লাহ খান, অর্থ সম্পাদক মুমিনুদ্দীন মাষ্টার, কাঞ্চন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাজী মুহাম্মাদ মিলন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, দিনব্যাপী অবিরাম বর্ষণের মধ্যে শত শত কর্মী ও সুধী ছাতা মাথায় কাদা মাড়িয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সম্পূর্ণ ত্রিপল দিয়ে ঢাকা দু'হাযার চেয়ার বিশিষ্ট বিশাল প্যাণ্ডেলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেককে দাঁড়িয়ে এবং স্কুলের বারান্দায় বসে বক্তব্য শ্রবণ করেন। আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতে বৃষ্টি-কাদার মধ্যেও মানুষের ঢল দেখে সকলে বিস্মিত হয়েছেন এবং মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেছেন। মহান আল্লাহ এই আন্দোলনকে কবুল করুন-আমীন!

বেরাইদ, ঢাকা ২৮শে জুন রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বেরাইদ এলাকার উদ্যোগে বেরাইদ পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচন সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মোশাররফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, এই বিশাল মসজিদে হাযারো মুছল্লীর সাথে উদ্বোধনী জামা'আতে শরীক হ'তে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। সেই সাথে সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যেন এটি আহলেহাদীছ আন্দোলনের মারকায হয়। কোনরূপ শিরক ও বিদ'আত যেন এখানে দানা বাঁধতে না পারে। সেজন্য চাই সচেতন ও যোগ্য আহলেহাদীছ কমিটি ও নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন' -এর সহ-সভাপতি এম.এ. কেরামত, বেরাইদ ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, সাবেক চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা সারওয়ার হোসাইন প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, বাড্ডা থানাধীন বেরাইদ পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদটি বসুন্ধরা গ্রুপের পক্ষ থেকে নির্মাণাধীন। ৬ তলা ফাউণ্ডেশনের বিশালায়তন এই মসজিদটির তৃতীয় তলা পর্যন্ত নির্মাণ প্রায় সমাপ্তির পথে। স্থানীয় মুছল্লীদের মতামতের ভিত্তিতে নির্মাণাধীন নতুন মসজিদেই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ইমামতিতে আছরের ছালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে মসজিদটির শুভ উদ্বোধন করা হয়। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ*। অতঃপর মাগরিবের ছালাতের পর আমীরে জামা'আত জনাব মোশাররফ হোসাইনের বাসায় দায়িত্বশীলদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এ সময়ে তিনি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এখানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান ও সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার।

এ সময়ে নারারণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা কেরামত আলীর শ্বশুর জনাব মুহাম্মাদ যহীরুদ্দীন মিয়াঁ পূর্বাচল নতুন টাউনে তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ও ৫ কাঠার দু'টি প্লট সহ ৩০ শতক জমি 'আন্দোলন'-এর নামে লিখে দেওয়ার ঘোষণা দেন। তাতে উপস্থিত সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেন। *আলহামদুলিল্লাহ*।

ধামালকোট, ঢাকা ২৯শে জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর ভাসানটেক থানাধীন ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ধামালকোট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী জনাব আব্দুল হান্নান সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল প্রমুখ।

প্রধান অতিথির ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** ধামালকোট জামে মসজিদের সাবেক ইমাম মরহূম মাওলানা আমানুল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করেন ও তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্য দো'আ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, রড-সিমেন্ট ও বালুবিহীন শুধু ইটের দেওয়াল যেমন টিকে না। ইমারত ও সংগঠন বিহীন আহলেহাদীছ জামা'আত তেমনি শক্তভাবে টিকে না। তিনি বলেন, আপনাদের দান-ছাদাক্বা যেন বিদ'আত প্রসারে ব্যয় না হয়ে ছহীহ হাদীছের সংগঠন ও আন্দোলন প্রসারে ব্যয় হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

ত্রিমোহিনী, ঢাকা ৩০শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার খিলগাঁও থানাধীন ত্রিমোহিনী হাজী রুস্তম আলী মাষ্টার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ত্রিমোহিনী শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও মসজিদ কমিটির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী জনাব আব্দুল হাফীয ছাহেবের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত অত্র ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ হ'ল আহলেহাদীছ জামা'আত। কিন্তু প্রকৃত তা'লীম ও নিয়মিত সাংগঠনিক পরিচর্যা না থাকায় আমরা পিছিয়ে গেছি। আমাদেরকে পরকালে জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্যে যেকোন ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তিনি ঢাকাতে প্রস্তাবিত 'দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জমি দানের জন্য জনাব আব্দুল হাফীয ও স্থানীয় ভূমি মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

মুতাওয়াল্লী ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসান, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, নয়াবাজার বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে আমীরে জামা'আত স্থানীয় ডা. যামান ছাহেবের বাসায় অতিথ্য গ্রহণ করেন। অতঃপর সেখান থেকে মাদারটেক সিসিলি গার্মেন্টস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মনযূর মোরশেদ-এর আমন্ত্রণে তার অফিসে গমন করেন। আমীরে জামা'আত এখানে কিছু সময় অবস্থান করেন এবং তাঁর নিকটে সংক্ষিপ্তভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মৌলিক দাওয়াত তুলে ধরেন। এ সময়ে ঢাকা যেলার পক্ষ থেকে আমীরে জামা'আতের রচিত এক সেট বই তাকে উপহার দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, জনাব মনযূর মোরশেদ-এর সহযোগিতায় সিসিলি গার্মেন্টস-এর সম্মুখস্থ প্রশস্ত জায়গায় বিগত প্রায় ১০ বছর যাবত আহলেহাদীছ জামা'আতের ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

রাজশাহী প্রত্যাবর্তন : সপ্তাহব্যাপী সফর শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গী ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন রাত

Contents

১১-টার কোচ যোগে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং পরদিন ভোর সোয়া ৬ টায় রাজশাহী পৌঁছেন। আমীরে জামা'আতকে কল্যাণপুর বাসষ্ট্যান্ডে এসে বিদায় জানান ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারুনুর রশীদ ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমিটির সদস্য জনাব জালালুদ্দীন।

তোমরা আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত হও

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১লা জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে কাজলাস্থ হাদীছ ফাউণ্ডেশন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সমবেত ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। পবিত্র কুরআন এ মাসেই নাযিল হয়েছে। যেকারণে রামাযানের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যে জাতি কুরআনকে সার্বিক জীবনে লালন করবে, তাদের মর্যাদা তেমনি বৃদ্ধি পাবে। তিনি মুক্তবুদ্ধি চর্চার নামে শয়তানী প্রবৃত্তির গোলাম না হওয়ার ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, আমাদের ভাষা হবে বিশুদ্ধ তাওহীদী বাংলা। যা সকল কুফরী বাংলা এবং ইসলামের নামে শিরকী ও বিদ'আতী বাংলার দূষণ হ'তে মুক্ত থাকবে। তিনি সকল প্রকার অনৈসলামী সংস্কৃতি হ'তে বিরত থাকার এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণের আহ্বান জানান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতি আরবী ৪র্থ বর্ষ সম্মান-এর ছাত্র কাওছার আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম, রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক নাজীদুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' জামে মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ হায়দার আলী। অনুষ্ঠানে প্রায় ছয়শ' ছাত্র ও সুধী অংশগ্রহণ করেন।

পার্থিব তাড়না দমন করে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী হও

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী মহানগরী ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরী ও রাজশাহী সরকারী কলেজ শাখার যৌথ উদ্যোগে নগরীর সাফাওয়াং চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সমবেত ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এ দু'টি বস্তু হ'ল মানবজাতির নিকট শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া অমূল্য আমানত। উক্ত আমানতের খিয়ানত না করা এবং তার যথাযথ হক আদায় করার মধ্যেই আমাদের সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই তারুণ্যের জোয়ার থাকতেই এবং জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই যেন আমরা সকলে সচেষ্ট হই, সে ব্যাপারে তিনি ছাত্র-যুবক ও সুধীবৃন্দের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

রাজশাহী মহানগর 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, রাজশাহী মহানগর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক গিয়াছুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মবিনুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক নাজীদুল্লাহ, রাজশাহী সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রফেসর একরামুল হক, রাজশাহী কলেজ শাখা 'যুবসংঘে'র সভাপতি রবীউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে চৌদ্দ শতাধিক ছাত্র ও সুধী অংশগ্রহণ করেন।

আমীরে জামা'আতের পাবনা সফর

পাবনা ২রা জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সোয়া ১০-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত যরূরী সফরে পাবনা গমন করেন। সফরের পূর্ণ বিবরণ নিম্নরূপ :

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও বর্তমান পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব রবীউল ইসলাম (৭৭)-এর স্ত্রী বিয়োগের খবর পেয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গী অফিস সহকারী মুফাক্ষার হোসাইনকে সাথে নিয়ে পাবনা শালগাড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে তিনি বেলা ২-টায় অনুষ্ঠিত জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করেন। জানাযায় পাবনা শহরের সর্বস্তরের মুছল্লী ছাড়াও 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র আশপাশের শাখাসমূহ এবং চাটমোহর, আতাইকুলা, ঈশ্বরদী প্রভৃতি এলাকা থেকে বহু কর্মী জানাযায় যোগদান করেন। অতঃপর দাফন কার্য শেষে তিনি পাবনা সদর উপযেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রেযাউল করীমের বাসায় গমন করেন। সেখান থেকে শহরের 'মুজাহিদ ক্লাব' সংলগ্ন শিবরামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আছরের ছালাত আদায় করেন। সেখানে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে প্রথমে জনাব রবীউল ইসলাম নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণ পেশ করেন।

পাবনা যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীছের সাবেক সভাপতি মরহূম আফযাল হোসায়েন (খোকা, মৃ. ১১/২/১৯৮৬)-এর পুত্রগণ ও ছোট ভাই জনাব আনোয়ারুল ইসলাম কামাল-এর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সেখানে গমন করেন।

চাঁদমারী ইফতার মাহফিল :

'মুজাহিদ ক্লাব' সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রোগ্রাম শেষ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পাবনা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' কর্তৃক শহরের চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দোতলায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন। যেখানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার আগেই উপস্থিত হয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সবশেষে আমীরে জামা'আত ও জনাব রবীউল ইসলাম সেখানে পৌঁছেন। অতঃপর রবীউল ইসলাম ছাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণ পেশ করেন। অতঃপর ইফতার ও ছালাত শেষে তিনি পুনরায় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন।

প্রোগ্রাম শেষে চাঁদমারী থেকে ফিরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ মরহূম আফযাল হোসায়েন-এর কবর যিয়ারত করেন। অতঃপর তাঁর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সবশেষে রাত্রি সোয়া ৯-টায় তিনি রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন ও পৌনে ১২-টায় মারকাযে পৌঁছে যান। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : বিপদের সময় দো'আ ইউনুস পড়া যাবে কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান, শাফীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : বিপদের সময় দো'আ ইউনুস পাঠ করা যাবে। আল্লাহ বলেন, অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল, لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ '(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। 'অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এই দো'আ ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে পড়েছিলেন। যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন সমস্যায় দো'আটি পড়লে আল্লাহ তা কবুল করেন' *(তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২)*। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি কোন কষ্ট বা মুছীবতে নিপতিত হবে, অতঃপর দো'আ ইউনুস পাঠ করবে, আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দিবেন' *(হাকেম হা/১৮৬৪; ছহীহাহ হা/১৭৪৪)*। উল্লেখ্য যে, এক লক্ষ বার দো'আ ইউনুস পাঠ করলে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করা যায় মর্মে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (২/৪০২) : আমাদের দেশে সরকারীভাবে সুস্থ শিশুকে রোগ না হওয়ার আগেই প্রতিষেধক হিসাবে পোলিও সহ বিভিন্ন টিকা দেওয়া হয়। এসব টিকা গ্রহণ করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : যাবতীয় কল্যাণ বা অকল্যাণ সংঘটিত হয় আল্লাহর হুকুমে। এরূপ আক্বীদা পোষণ করে যাবতীয় হালাল চিকিৎসা বা প্রতিষেধক গ্রহণে শরী'আতে কোন বাধা নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ৪/৪২৭)*। উপরোক্ত টিকাগুলি যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্ষতিকর হিসাবে প্রমাণিত হয়, তবে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : বার্ধক্যের কষ্ট থেকে মুক্তির কোন উপায় শরী'আতে আছে কি?

-ডা. ফযলুল হক, শফীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : বার্ধক্য জনিত কারণে কষ্ট হলে তা থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে আল্লাহর নবী (ছাঃ) কিছু দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হ'ল *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল জুবনে ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল বুখলে ওয়া আ'উযুবিকা মিন আরযালিল 'উমুরে; ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিদ দুন্‌ইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাবরে'*। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! (১) আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভীরুতা হ'তে (২) আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা হ'তে (৩) আশ্রয় প্রার্থনা করছি চরম বার্ধক্যের বয়স হ'তে এবং (৪) আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ'তে ও (৫) কবরের আযাব হ'তে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৪)*। এছাড়া আরো দো'আ রয়েছে। এগুলি বারবার পাঠ করলে বার্ধক্যের কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : যারা ছালাত আদায় করে না বা শিরকে লিপ্ত, তাদের জানাযা পড়া যাবে কি?

-ফীরোয, গোপালপুর, দুর্গাপুর রাজশাহী।

উত্তর : মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারী অথবা ছালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী এবং শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ'তে বহিস্কৃত। তাদের জানাযা পড়া যাবে না *(তওবা ৮৪, ১১৩)*। মুসলিম কবরস্থানে তাদের দাফনও করা যাবে না *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১০/২৫০)*। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে ছালাত তরক করে, সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহগার। তার জানাযা কোন বড় আলেম পড়াবেন না *(মুসলিম হা/৯৭৮)*। আর যে ব্যক্তির অবস্থা অজ্ঞাত এবং যার ব্যাপারটা অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত, তার জানাযা পড়া যাবে *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল, পৃঃ ৩২-৩৫)*।

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : আমি কলেজ ছাত্র। ছালাতের সময় আমার ক্লাস থাকে। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-হেলাল, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : ক্লাসের সময় পরিবর্তনের আবেদন করতে হবে এবং সাধ্যমত ছালাত আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। নিয়মিতভাবে এরূপ দেরী করানো হলে ক্লাস বাদ দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীর জন্য, যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন' *(মাঊন ১০৭/৫)*।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : আক্বীকার সময় নবজাতকের ২টি নাম রাখা যায় কি?

-নূরুন্নবী, কাশিমপুর, গাযীপুর।
[নাম পরিবর্তন করে 'আব্দুন নূর' রাখুন (স.স)]

উত্তর : নাম, উপনাম ও লকব একত্রে রাখা যায় । যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নাম আব্দুর রহমান হওয়া সত্ত্বেও তার লকব ছিল আবু হুরায়রা' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওলূদ ১৩৪-১৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : নিজের বোনের নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কি?

Contents

-*আবু রায়হান*
মহারাজনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : নিজ বোনের নাতনীকে বিবাহ করা হারাম *(নিসা ২৩)*। তাছাড়া এ সম্পর্ক যত নীচেই যাক, সবই হারাম *(ফাৎহুলবারী ৯/১৫৪-৫৫, হা/৫১০৪-এর পরে 'যে সকল মহিলা হালাল ও হারাম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : জনৈক প্রবাসীর গৃহে পাঠদানের সুবাদে গৃহকর্ত্রীর সাথে অনৈতিক সম্পর্ক তৈরী হয়। পরবর্তীতে তার মেয়ের সাথে আমার সামাজিকভাবে বিবাহ হয়। বিবাহের পরও পূর্বের ন্যায় অনৈতিক সম্পর্ক চলতে থাকে। বর্তমানে আমি দুই সন্তানের পিতা। ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করার পর সব বুঝতে পেরে গত আড়াই বছর যাবৎ নিজ স্ত্রী থেকে দূরে রয়েছি। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

উত্তর : স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখতে কোন বাধা নেই। কারণ হারাম সম্পর্ক কোন হালালকে হারাম করতে পারে না। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, 'যেনা বৈবাহিক বন্ধনকে হারাম করে না' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৮৮১, ৬/২৮৭ পৃঃ)*। অতএব আপনি নিজের কৃত মহাপাপের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকটে তওবা করুন এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে শ্বাশুড়ী থেকে দূরে অবস্থান করুন।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : আমরা আমাদের সমিতির মাধ্যমে সকলের সম্মতিক্রমে কোন চাকুরীজীবি ব্যক্তিকে পঞ্চাশ হাযার টাকা বিনিয়োগ প্রদান করি ১২ টি চেকের পাতার বিনিময়ে। যার দ্বারা আমরা ১২ মাসে মোট ৬০ হাযার টাকা গ্রহণ করি। এরূপ বিনিয়োগ পদ্ধতি জায়েয হবে কি?

-*কামাল হোসাইন, ইসলামপুর, জামালপুর।*

উত্তর : এরূপ বিনিয়োগ পদ্ধতিতে একই জিনিসের বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়, যা সূদ এবং সম্পূর্ণরূপে হারাম *(বাক্বারাহ ২/২৭৫; মুসলিম হা/১৫৯৮, ইরওয়া হা/১৩৯৭)*।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, ওযূ করার জন্য যে পানির পাত্র ব্যবহার করা হয়, তা পেশাব-পায়খানায় ব্যবহার করলে চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল হবে না। এর কোন ভিত্তি আছে কি?

-*আব্দুন নূর সরকার, কুঠিরপাড়া, রংপুর।*

উত্তর : বক্তব্যটি কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : আমাদের সমাজে ৫০টি পরিবারে ২৩১ জন লোক। আমরা কুরবানীর গোশত এক জায়গায় জমা করে ২৩১ ভাগ করে যে পরিবারে যত লোক সেই কয় ভাগ তাদেরকে দেই। এভাবে গোশত বণ্টন করা যাবে কি?

-*জাহাঙ্গীর আলম*
বানেশদী, নকলা, শেরপুর।

উত্তর : এরূপ কোন বিধান শরী'আতে নেই। আল্লাহ বলেন, '(কুরবানীর গোশত) তোমরা নিজেরা খাও, যারা চায় না তাদের খাওয়াও এবং যারা নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে তাদের খাওয়াও' *(হজ্জ ৩৬)*। অতএব কুরবানী দাতাগণ স্ব স্ব কুরবানীর গোশতের এক-তৃতীয়াংশ একস্থানে জমা করে মহল্লায় যারা কুরবানী করতে পারেনি, তাদের তালিকা করে সুশৃংখলভাবে তাদের মধ্যে বিতরণ করবেন ও প্রয়োজনে তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিবেন। বাকী এক-তৃতীয়াংশ ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবেন *(দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই, পৃঃ ২৩)*।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : আলু, কলা ও পানের ওশর দিতে হবে কি?

-*শামস সাহেলা, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।*

উত্তর : দিতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'শাক-সবজিতে কোন যাকাত (ওশর) নেই' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১; মিশকাত হা/১৮১৩)*। তবে এসবের ব্যবসার অর্থ যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর সঞ্চিত থাকে, তাহ'লে উক্ত অর্থের ১/৪০ ভাগ যাকাত দিবে *(আবুদাঊদ হা/১৫৭৩-৭৪)*। অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে। তবে ঐসব ফসল উঠানোর সময় গরীব-মিসকীনকে কিছু দান করবে *(বুখারী হা/২৩৩৭)*।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : পুরুষদের জন্য আংটি ব্যবহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? রাসূল (ছাঃ) কি সোলায়মানী পাথরের আংটি ব্যবহার করতেন?

-*ডা. আহসান, ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।*

উত্তর : পুরুষের জন্য বিনা প্রয়োজনে আংটি পরিধান করা অপসন্দনীয় কাজ। ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনের পর ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাসূল (ছাঃ) পত্র প্রেরণ করেন। তখন সেযুগের নিয়ম অনুযায়ী সীলমোহর হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ' নাম খোদাইকৃত আংটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদীনও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আংটি ব্যবহার করেন *(বুখারী হা/৫৮৬৬, ৫৮৭০; ফাৎহুলবারী, ১০/৩২৫ 'আংটি ব্যবহার' অনুচ্ছেদ)*। তবে আলী (রাঃ) থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় রুপার আংটি ব্যবহার করেছেন *(মুসলিম হা/২০৯৫)*। সুতরাং এটি জায়েয।

রাসূল (ছাঃ) সোলায়মানী পাথরের আংটি ব্যবহার করতেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া 'সোলায়মানী' শব্দটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, যা ভিত্তিহীন। কেননা সোলায়মান (আঃ)-এর ব্যবহৃত কোন আংটির অস্তিত্ব দুনিয়াতে নেই।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : আমাদের এলাকা হানাফী অধ্যুষিত। আমি কি তাদের সাথে ৬ তাকবীরে ঈদের ছালাত পড়ব, না ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকব?

-*ফরীদুদ্দীন, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।*

উত্তর : ঈদায়নের ছালাতে ১২ তাকবীরের হাদীছগুলি ছহীহ *(আবুদাঊদ হা/১১৫০; ইবনু মাজাহ হা/১২৮০, দারাকুৎনী হা/১৭০৪, ১৭১০, সনদ ছহীহ)*। সেকারণ ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত হয়,

Contents

এমন জামা'আতে শরীক হওয়া যরূরী। তবে সম্ভব না হ'লে ৬ তাকবীরের জামা'আতেই শরীক হবে। কেননা এতে সুন্নাত অনুসরণ না হলেও ছালাত বাতিল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ইমামগণ তোমাদের ছালাতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এক্ষণে তারা সঠিকভাবে ছালাত আদায় করালে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর তারা ভুল করলে তোমাদের জন্য রয়েছে নেকী, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ' *(বুখারী হা/৬৯৪; মিশকাত হা/১১৩৩)*।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের জন্য ওয়ালীমা করা সুন্নাত। এক্ষণে মেয়ের বাড়ীতে যে ভোজের আয়োজন করা হয়, তা কি শরী'আত সম্মত?

-আফযাল, মাটিয়ানী, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ছেলেপক্ষ বিয়ে করতে যায় এবং মোহরানা দিয়ে বিয়ে করে। সেখানে মেয়েপক্ষের কোনরূপ খরচ করার কথা নয়। এরপরেও যেটা করা হয় সেটা স্রেফ সৌজন্যমূলক আপ্যায়ন মাত্র। যা শরী'আতসম্মত *(বুখারী হা/৬০১৮)*। বিয়ের পর বাসর যাপন শেষে ছেলের পক্ষ থেকে ওয়ালীমা করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি ওয়ালীমা কর। একটি বকরী দিয়ে হ'লেও' *(বুখারী হা/২০৪৮, মিশকাত হা/৩২১০)*। অথচ বর্তমান যুগে ওয়ালীমার এই সুন্নাত বর্জনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে গুনাহের শামিল।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : অমুসলিমদের প্রদত্ত ইফতার খাওয়া জায়েয হবে কি?

-শফীকুল ইসলাম, মান্দাই, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : অমুসলিমদের প্রদত্ত ইফতার খাওয়া জায়েয। রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের দাওয়াত খেয়েছেন এবং তাদের উপহার গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৫-১৮, 'মুশরিকদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ' অনুচ্ছেদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। তবে তাদের যবহ কৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : একাকী ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে আযান দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল ওয়ারেছ, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : খোলা ও নির্জন স্থানে একাকী মুছল্লীর জন্য আযান দেওয়া মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি সমতল স্থানে থাকা অবস্থায় ওযূ বা তায়াম্মুম করে যদি কেবল ইক্বামত দিয়ে ছালাত আদায় করে, তবে তার সাথে দু'জন ফেরেশতা ছালাত আদায় করে। আর যদি আযান ও ইক্বামত দেয়, তবে আল্লাহ্র একদল সৈন্য তার পিছনে ছালাত আদায় করে, যা সে দেখতে পায় না *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, পাহাড়ের উঁচু স্থানে আযান দিয়ে ছালাত আদায়কারী রাখালকে দেখে আল্লাহ তা'আলা বিস্মিত হয়ে বলেন, আমার বান্দার দিকে দেখ, সে আমার ভয়ে আযান দেয় এবং ছালাত কায়েম করে। অতএব আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম *(আবুদাউদ হা/১২০৩; ছহীহাহ হা/৪১; মিশকাত হা/৬৬৪)*। ইমাম শাওকানী বলেন, এ হাদীছের মধ্যে একাকী মুছল্লীর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত হওয়ার দলীল রয়েছে *(নায়লুল আওত্বার ২/৪৩)*।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : জনৈক আলেম বলেন, মাটি পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত করা হয়। তাই ইটের ভাটার ব্যবসা করা হারাম। একথা কি ঠিক?

-মুকুল, মুরাদপুর, সাতক্ষীরা।
[আরবীতে সুন্দর নাম রাখুন (স.স)]

উত্তর : কথাটি মনগড়া ও ভিত্তিহীন। মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরী করা এবং তা দ্বারা নির্মাণ কাজ করা এসব দুনিয়াবী প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুই মানুষের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(হজ্জ ২২/৬৫)*। এছাড়া শরী'আতে প্রাণীকে পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করা হয়েছে *(বুখারী হা/৩০১৬-১৭)* মাটি, গাছ ইত্যাদি কোন জড় বস্তুকে নয়।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : রংপুর হারাগাছে বিড়ি-তামাকের ব্যাপক ব্যবসা থাকায় স্থানীয় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ওয়ায মাহফিল ঐসব ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। এক্ষণে এসব দানে দাতার কোন নেকী হবে কি? গ্রহীতা তা গ্রহণ করতে পারবে কি?

-আল-আমীন, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : বিড়ি-তামাক ইত্যাদি নেশাকর দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির উৎপাদন ও ব্যবসা দু'টিই হারাম। আর হারাম উপার্জন থেকে দান করলে তাতে দাতার কোন নেকী হবে না। কারণ আল্লাহ হারাম বস্তু কবুল করেন না *(মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*। তবে উক্ত অর্থ অন্যের জন্য নিষিদ্ধ নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, একজনের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪ প্রভৃতি)*।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : আমার জীবিত পিতা আমাদের দশ ভাইবোনের মধ্যে ভাইদের কাউকে বেশী কাউকে কম জমি লিখে দিয়েছেন এবং বোনদের কোন জমি দেননি। এক্ষণে তার করণীয় কি?

-ছানাউল্লাহ, মচমইল, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ওয়ারিছগণ কে কতটুকু পাবে তা স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(নিসা ৭, ১১)*। সুতরাং বণ্টনের ক্ষেত্রে উক্ত নীতির ভিত্তিতেই ভাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে মেয়েদেরকে অংশ না দেওয়া এবং ছেলেদের মধ্যে কমবেশী করা নিঃসন্দেহে কাবীরা গুনাহ এবং তা হক বিনষ্টের শামিল। তারা ক্ষমা না করলেও আল্লাহ তা'আলা উক্ত পাপ ক্ষমা করবেন না। কিয়ামতের দিন পিতার নেকী থেকে নিয়ে সন্তানদের হক পূরণ করে দেওয়া হবে। যদি তার নেকীতে না কুলায়, তাহ'লে সন্তানদের পাপসমূহ পিতার আমলনামায় যোগ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯, মিশকাত হা/৫১২৬-২৭)*।

এক্ষণে উক্ত পিতার করণীয় হ'ল, সন্তানদেরকে বুঝিয়ে সকল সম্পদ ফেরত নেওয়া এবং শরী'আত মোতাবেক তা বণ্টন

Contents

করা। পিতার সদিচ্ছার পরেও যদি সন্তানগণ ফিরিয়ে দিতে রাযী না হয়, তাহ'লে তারাও কঠিন গোনাহগার হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ যমীন যুলুম করে নেয়, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীন বেড়ী পরানো হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮)*। অন্য হাদীছে এসেছে, ক্বিয়ামতের দিন ঐ মাটির বোঝা তার গর্দানে চাপিয়ে দেওয়া হবে' *(আহমাদ, ছহীহাহ হা/২৪২)*। কোন পথ না পেলে পিতা শরী'আত মোতাবেক সম্পত্তি বণ্টন করে অছিয়ত নামা (উইল) লিখে যাবেন। এর মাধ্যমে পিতা তার পাপ থেকে বাঁচতে পারবেন *ইনশাআল্লাহ*।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : ডাচ-বাংলা ও অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট হয়ে উক্ত ব্যাংকগুলিতে কারো একাউন্ট খুলে দিলে যে মজুরী পাওয়া যায় তা বৈধ হবে কি? উল্লেখ্য ঐ একাউন্টে সূদ জমা হয়।

-রেযওয়ানুল ইসলাম, তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত কাজে মজুরী গ্রহণ করা জায়েয *(আবুদাঊদ হা/২৯৪৩, মিশকাত হা/৩৭৪৮)*। কারণ এটা একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার বিনিময় স্বরূপ প্রদান করা হয় মাত্র। আর ইসলামী বা সাধারণ সকল ব্যাংক একাউন্টেই সূদ জমা হয়। সুতরাং তাতে জমা হওয়া সূদ নেকীর উদ্দেশ্য ছাড়াই দান করে দিলে সূদ গ্রহণের পাপ থেকে বাঁচা যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : হাদীছে বর্ণিত জামা'আত বলে কি বুঝায়? হকপন্থী তথা নাজাতপ্রাপ্ত জামা'আতের বৈশিষ্ট্য কি?

-আকমাল হোসাইন, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : জামা'আত অর্থ দল। আর হাদীছে বর্ণিত জামা'আত বলতে ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের আক্বীদা, আমল ও রীতি-পদ্ধতির সনিষ্ঠ অনুসারীদের বুঝায় *(মির'আত ১/২৭৮, মিশকাত হা/১৭১-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কাছে রাসূল (ছাঃ) বর্ণিত 'আল-জামা'আত' অর্থ কি- একথা জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'হক-এর অনুগামী দলই জামা'আত, যদিও তুমি একাকী হও' *(তারীখু দিমাশ্ক্ব, সনদ ছহীহ; হাশিয়া মিশকাত আলবানী, হা/১৭৩)*।

এক্ষণে নাজাতপ্রাপ্ত জামা'আতের বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল- (১) তারা সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুসারী হবেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আত ব্যাখ্যা করবেন *(তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১)*। বিশেষতঃ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা কোন রূপক অর্থের আশ্রয় নিবেন না। (২) আক্বীদার ক্ষেত্রে তারা সর্বদা মধ্যপন্থী হবেন এবং কখনোই চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী হবেন না *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। (৩) তাঁরা সংস্কারক হবেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৯, ১৭০; ছহীহাহ হা/১২৭৩)*। (৪) তারা কুফর ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ও শক্তিশালী থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে সর্বদা রহমদিল ও আল্লাহ্র প্রতি বিনীত থাকেন *(ফাৎহ ৪৮/২৯, হজ্জ ২২/৩৪)*। (৫) তারা জামা'আতবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করেন এবং কখনোই উদ্ধত ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হন না *(ছফ ৬১/৪, তিরমিযী হা/২১৬৫)*। (৬) তাঁরা যেকোন মূল্যে সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকেন ও বিদ'আত হ'তে দূরে থাকেন *(ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪, মিশকাত হা/১৬৫)*। (৭) তারা আপোষহীনভাবে সমাবেতভাবে হাবলুল্লাহকে ধারণ করে থাকেন এবং কখনোই তা থেকে বিচ্ছিন্ন হন না *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। (৮) তারা মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করেন এবং আপোষে মহব্বতের সম্পর্ক অটুট রাখেন। (৯) তারা ব্যাখ্যাগত মতভেদ-কে লঘু করে দেখেন এবং কখনোই তাকে দলীয় বিভক্তিতে পরিণত করেন না। (১০) তারা সর্বদা উত্তম মুমিন হওয়ার জন্য চেষ্টিত থাকেন এবং এজন্য সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করেন *(বিস্তারিত দ্রঃ 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' বই ২৫ ও ৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : 'বড় পীর' বলে খ্যাত আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। তাঁর সম্পর্কে যেসব কাহিনী শোনা যায়, তার কোন ভিত্তি আছে কি?

-সাকলাইন শাহরিয়ার, ঢাকা।

উত্তর : তাঁর নাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের বিন মূসা বিন আব্দুল্লাহ। তিনি ৪৭০ হিঃ মোতাবেক ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ইরানের অন্তর্ভুক্ত তাবারিস্তানের জীলান নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি ৪৮৮ হিজরীতে বাগদাদ গমন করেন। সেখানে বিভিন্ন বিদ্বানগণের নিকট কুরআন-হাদীছ ,ফিক্বহ, আদব, নাহু সহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

ইবনুল আছীর, ইমাম যাহাবী, সাম'আনী প্রমুখ বিদ্বানগণ তাঁকে সৎ, পরহেযগার, ফক্বীহ, যাহেদ ও হাম্বলী মাযহাবের ইমাম হিসাবে অভিহিত করেছেন *(আল-কামেল ৯/৩২৬; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৩৯/৮৯; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২০/৪৩৯-৪১)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, তাঁর সুন্দর সুনাম ছিল... তাঁর মাঝে দুনিয়াবিমুখতা অধিক ছিল। তাঁর ব্যাপারে তাঁর অনুসারী ও সাথীদের অনেক বক্তব্য রয়েছে। তারা তার অনেক কথা, কর্ম ও কাশফ-কারামাতের কথা উল্লেখ করেন, যার অধিকাংশই বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়। বরং তিনি সৎ ও পরহেযগার ছিলেন। তিনি আল-গুনিয়াহ ও ফুতূহুল গায়েব গ্রন্থদ্বয় রচনা করেছেন। তাতে অনেক সুন্দর বিষয় রয়েছে। তবে তাতে তিনি বহু যঈফ ও জাল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(আল-বিদায়াহ ১২/৭৬৮)*। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে আব্দুল কাদের জীলানীর কবরে শিরকী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে শায়খ আব্দুল কাদের এ সব কর্মকান্ড করতে বলেননি এবং তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশও দেননি। তার ব্যাপারে যারা এ সব কথা বলবে তারা মিথ্যাবাদী। বরং শিরকী ও চরমপন্থী একদল লোক এসব বিদ'আত আবিষ্কার করেছে' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়াহ ২৭/১২৭)*। তিনি ৫৬১ হিজরী মোতাবেক ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে ইরাকের বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখ্য যে, তিনি মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময় ১৮ পারা কুরআন মুখস্থ করেছিলেন মর্মে যে বক্তব্য প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন *(দ্রঃ প্রশ্নোত্তর ৩/১২৩, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী'১৪)*।

Contents

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : ভাড়া পাওয়ার জন্য মসজিদের ছাদে মোবাইল টাওয়ার স্থাপনে কোন বাধা আছে কি?

-আসাদুল্লাহ, জামালপুর।

উত্তর : মোবাইল টাওয়ার গাছ-পালা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই অর্থের প্রয়োজনে এরূপ ক্ষতিকর বস্তু স্থাপন করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক *(দ্রঃ 'সম্পাদকীয়' জুন ২০১৪)*।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : ওশরের ধান থেকে ইমাম-মুওয়াযযিনকে কিছু দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল হাই, ভারুয়াখালী, জামালপুর।

উত্তর : যাকাত বণ্টনের যে নির্ধারিত খাত সমূহ রয়েছে, তা ব্যতীত অন্য খাতে যাকাত বণ্টন করা যাবে না *(তাওবাহ ৯/৬০)*। মসজিদের ইমাম-মুওয়াযযিন উক্ত খাতগুলির অন্তর্ভুক্ত নন। অতএব তাদেরকে তা দেওয়া যাবে না। তবে তারা নিতান্ত গরীব হ'লে কিছু দেওয়া যাবে *(আবুদাঊদ হা/১৬৩৫, মিশকাত হা/১৮৩৩)*। উল্লেখ্য যে, মসজিদ কমিটির উচিৎ হবে ইমাম-মুওয়াযযিনের জন্য এমন ভাতা নির্ধারণ করা যাতে তাদের অভাব দূরীভূত হয় *(আবুদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : মাগরিবের আযানের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করলে তাহিইয়াতুল মাসজিদ পড়তে হবে না বসে থেকে আযানের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে?

-সাঈদুর রহমান, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : আযানের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করার পর যদি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার মত সময় থাকে, তবে তা আদায় করে বসবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় ব্যতীত না বসে' *(বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪)*। তবে সময় না থাকলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। অতঃপর মাগরিবের পূর্বের দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/১১৮৩, মিশকাত হা/১১৬৫)*।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : দরিদ্রতার কারণে স্ত্রীর কাছে মোহরানার টাকা মাফ চাইলে এবং স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে তা মাফ করে দিলে দায়মুক্ত হওয়া যাবে কি?

-আল-আমীন, সাতক্ষীরা।

উত্তর : নিরূপায় অবস্থায় স্বামী মোহর পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়লে এবং স্ত্রী স্বেচ্ছায় কিছু ছাড় দিলে, তা গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ফরয মোহরানা প্রদান কর। তবে যদি তারা সেখান থেকে স্বেচ্ছায় তোমাদের কিছু প্রদান করে, তাহ'লে তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ কর *(নিসা ৪)*।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা...' মর্মে বর্ণিত দো'আটি বিতরের কুনূত হিসাবে পাঠ করা যাবে কি?

-নাজমুল হাসান, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : বিতর ছালাতের কুনূত হিসাবে উপরোক্ত দো'আটি না পড়ে *'আল্লা-হুম্মাহ্‌দিনী ফীমা হাদাইতা...'* মর্মে বর্ণিত ছহীহ দো'আটি পড়তে হবে *(আবুদাঊদ হা/১৪২৫; তিরমিযী হা/৪৬৪; মিশকাত হা/১২৭৩)*। 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা...' দো'আটি কুনূতে নাযেলায় পড়ার ব্যাপারে এসেছে *(বায়হাক্বী ২/২১০, হা/২৯৬৩)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, আমি এ দো'আটি বিতরের কুনূতে পড়ার ব্যাপারে কোন রেওয়ায়াত পাইনি' *(ইরওয়া হা/৪২৫ ২/১৭২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : আমাদের দেশে গভীর রাত পর্যন্ত ইসলামী সম্মেলন হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত? উক্ত সম্মেলনে মহিলারা যেতে পারে কি?

-ফারীহা, কেশবপুর, যশোর।

উত্তর : শ্রোতাদের চাহিদার ভিত্তিতে জালসার সময় ও সময়সীমা নির্ধারিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে জনগণ! তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আমল করে যাও। কেননা আল্লাহ বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত হও *(বুখারী হা/৫৮৬১; মিশকাত হা/১২৪৩)*। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার তা'লীমী বৈঠক করতেন। লোকেরা প্রতিদিন এটা দাবী করলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করাকে অপসন্দ করি। রাসূল (ছাঃ) আমাদের বিরক্তির ভয়ে আমাদেরকে মাঝে-মধ্যে ওয়ায করতেন' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২০৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) জুম'আর দিন নছীহত করতেন। লোকেরা তাকীদ দিলে তিনি সপ্তাহে দুই বা তিন দিন তা'লীমী বৈঠক করার ব্যাপারে নির্দেশ দেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫২)*। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও পর্দার ব্যবস্থা থাকলে নারীরা এসব মাহফিলে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আল্লাহ বলেন, তুমি উপদেশ দাও। কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকার করে' *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। এই উপদেশ মুমিন পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাসূল (ছাঃ) নারীদের উপদেশ দেওয়ার জন্য তাদের দাবীক্রমে পৃথক একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৫৩)*।

অতএব দিনে বা রাতে যখনই যতটুকু সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জালসা বা সম্মেলনের সময় নির্ধারণ করবেন, সে হিসাবে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় সম্মেলন পরিচালিত হবে।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : রামাযান মাসে কবরের আযাব স্থগিত থাকে কি?

-মোহেব্বুল্লাহ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয ২৪৬ পৃঃ; ইবনু রজব, আহওয়ালুল কুবূর ১/১০৫)*। স্মর্তব্য যে, 'রামাযান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬)* মর্মে বর্ণিত হাদীছটি দ্বারা কেউ কেউ কবরের আযাব মাফ হওয়ার ব্যাখ্যা করে থাকেন, যার প্রমাণে কোন দলীল নেই। বরং হাদীছটির ব্যাখ্যা হ'ল- রামাযান মাসে বান্দার আনুগত্যের পথ অধিক সহজ করে দেওয়া হয় যা জান্নাত লাভের উপায় এবং পাপকর্ম থেকে বান্দার চিন্তা-চেতনাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, যা তার জন্য জাহান্নামের দরজা বন্ধ হওয়ার উপায়' *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৪/১১৪, হা/১৮৯৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ; উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়া ২/১৬২)*।

Contents

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : জুম‘আর দ্বিতীয় খুৎবায় কুরআন তেলাওয়াত, দরূদ পাঠ ও নিজ ভাষায় দো‘আ করা যাবে কি?

-কাওছার, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর : জুম‘আর দ্বিতীয় খুৎবায় খতীব ছাহেব হাম্দ ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো‘আ করবেন *(জুম‘আ ৬২/১১; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫, ১৫, ১৬; নাসাঈ হা/১৪১৮, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৪; মির‘আত ২/৩০৮)*। প্রয়োজনে এই সময় কিছু নছীহতও করা যায় *(নাসাঈ হা/১৪১৭-১৮, তিরমিযী হা/৫০৬)*। এছাড়া মাতৃভাষায় খুৎবা দেওয়ার ন্যায় এসময় মাতৃভাষায় দো‘আও করা যায় *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৯৬-১৯৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে বহুতল ভবন তৈরী করে সেখানে মসজিদ, বইয়ের মার্কেট, গাড়ির গ্যারেজ, গবেষণাগার, মাদ্রাসা ইত্যাদি করতে চাই। এটা শরী‘আত সম্মত হবে কি?

-মেহরাব আলম তাকী
মালতিনগর, বগুড়া।

উত্তর : মসজিদের মান অক্ষুণ্ণ রেখে এরূপ করা জায়েয *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১/২১৮ পৃঃ; মুগনী ৬/১৬৮)*। স্মর্তব্য যে, উক্ত মসজিদের জমি ওয়াকফকৃত হলে এসব থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ মসজিদের আয় হিসাবেই গণ্য হবে। ওয়াকফকারী সেখান থেকে কোন উপকার ভোগ করতে পারবেন না।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : সাধ্যমত চেষ্টা করেও কোন চাকুরী না পাওয়ায় ছেলে সূদী ব্যাংকে চাকুরী নিয়েছে। তাকে শর্ত দিয়েছি যে, হালাল রূযির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব এ চাকুরী ছাড়তে হবে। এক্ষণে ছেলের উক্ত উপার্জন ভোগ করা পিতা-মাতার জন্য বৈধ হবে কি?

-সুলতান আহমাদ, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ছেলের উক্ত উপার্জন হারাম। অতএব তা পিতার জন্য ভক্ষণ করাও হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত’ *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৭৭০)*। এক্ষণে পিতা-মাতা যদি নিঃস্ব, অচল ও নিরুপায় হয়, তখন বাধ্যগত অবস্থায় সন্তানের হারাম উপার্জন থেকে জীবন বাঁচানোর মত খেতে পারবে। আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি বাধ্য হয় এবং বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকারী না হয়, তার জন্য তা ভক্ষণে কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় না খেয়ে ছিয়াম রাখায় শরী‘আতে কোন বাধা আছে কি?

-জামাল, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে সাহারী না করে ঘুমিয়ে থাকা সুন্নাতের বরখেলাফ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা সাহারী খাও। কেননা তাতে বরকত রয়েছে’ *(বুখারী হা/১৯২৩, মুসলিম হা/১০৯৫)*। তিনি বলেন, ‘আমাদের ও আহলে কিতাবদের ছিয়ামের পার্থক্য হ’ল সাহারী করা’ *(মুসলিম হা/১০৯৬)*। অর্থাৎ ইহূদী-নাছারারা সাহারী করে না, আমরা করি। তিনি আরও বলেন, সাহারী বরকতপূর্ণ খাদ্য। অতএব তোমরা তা পরিত্যাগ করো না। বরং একঢোক পানি হলেও তোমরা তা পান করো। কেননা আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ সাহারী গ্রহণকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন *(আহমাদ, ছহীহুল জামে‘ হা/৩৬৮৩)*। তবে বাধ্যগত কারণে সাহারী খেতে না পারলেও ছিয়ামের নিয়ত করলে ছিয়াম আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(বুখারী, ফাৎহুল বারী ৪/১৭৫ হা/১৯২২-এর আলোচনা দ্রঃ ‘সাহারী ওয়াজিব নয়’ অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ২/২২২)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : ওয়াহদাতুল উজূদে বিশ্বাসী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ওমর আব্দুল্লাহ, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : জেনে-শুনে ওয়াহদাতুল উজূদে বিশ্বাসী কোন ইমামের পিছনে ছালাত বৈধ নয়। কেননা এটি সম্পূর্ণ কুফরী আক্বীদা। ওয়াহদাতুল উজূদ বলতে অদ্বৈতবাদী দর্শন বুঝায়, যা বান্দার সত্তাকে আল্লাহ্র সত্তায় বিলীন করে দেয়। এই আক্বীদার অনুসারী ছূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। তাদের দৃষ্টিতে সবই আল্লাহ এবং সব সৃষ্টিই আল্লাহ্র অংশ। তাদের মতে, আল্লাহ নিরাকার। তিনি আরশে নন, বরং সর্বত্র বিরাজমান। অতএব যে ব্যক্তি মূর্তিপূজা করে কিংবা গাছ, পাথর, মানুষ, তারকা ইত্যাদি পূজা করে, সে মূলতঃ আল্লাহকেই পূজা করে। সবকিছুর মধ্যে আল্লাহর নূর বা জ্যোতির প্রকাশ রয়েছে। সুতরাং মানুষের মধ্যে মুমিন ও কাফের-মুশরিক বলে কোন পার্থক্য নেই। তাদের ধারণায় খৃষ্টানরা কাফের এজন্য যে, তারা কেবল ঈসা (আঃ)-কেই প্রভু বলেছে। যদি তারা সকল সৃষ্টিকেই আল্লাহ বলত, তাহ’লে তারা কাফের হ’ত না। বলা বাহুল্য এটাই হ’ল হিন্দুদের ‘সর্বেশ্বরবাদ’। বর্তমানে এই আক্বীদাই মা‘রেফাতপন্থী ছূফীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অতএব জেনে-শুনে এরূপ নষ্ট আক্বীদাসম্পন্ন ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না। তবে না জেনে যদি কেউ তাদের ইক্তেদা করে, তবে তার ছালাত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য স্ত্রীর মধ্যে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক?

-ছালেহা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য স্ত্রীর মধ্যে প্রধানতঃ যে গুণগুলি থাকা আবশ্যক তা হ’ল (১) স্বামীর সাথে সর্বদা হাসি মুখে কথা বলা (২) স্বামীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। যদি তা শরী‘আতের পরিপন্থী না হয় (৩) নিজের ইয্যত রক্ষা করা (৪) স্বামীর ধন-সম্পদ হেফাযত করা (৫) অল্পে তুষ্ট থাকা। আল্লাহ বলেন, সতী-সাধ্বী স্ত্রীগণ হয় (স্বামীর) অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে’ *(নিসা ৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) সর্বোত্তম স্ত্রী সম্পর্কে বলেন, উত্তম স্ত্রী সেই, যার দিকে তাকিয়ে স্বামী আনন্দিত হয়। স্বামী কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং নিজের ক্ষেত্রে ও নিজ সম্পদের ক্ষেত্রে স্বামী যা অপসন্দ করেন, সে তা করেনা’ *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৭২)*।

Contents

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : এ্যালকোহলযুক্ত সেন্ট মাখা যাবে কি?

-আফসার, উমরপুর, ঘোড়াশাল, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর : এ্যালকোহল তথা মাদক মিশ্রিত খাদ্য ও পানীয় হারাম *(মায়েদাহ ৫/৯০-৯১)*। সেন্টে ব্যবহৃত এ্যালকোহল খাদ্য বা পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এতে সামান্য পরিমাণ পরিশোধিত এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় কেবল তা সংরক্ষণের জন্য। এছাড়া সেন্ট শরীরে বা মস্তিষ্কে কোন মাদকতা আনে না। অতএব এসব সেন্ট ব্যবহার করা হারাম নয়।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চল্লিশটি (উত্তম) স্বভাব রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্বভাব হ'ল দুধেল প্রাণী কাউকে দান করা। যে কোন আমলকারী ঐ স্বভাবগুলির কোনটির উপর ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ও তার জন্য প্রতিশ্রুত প্রতিদানের বিষয়কে সত্য জেনে আমল করবে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করবেন' (বুখারী হা/২৬৩১)। উক্ত হাদীছে বর্ণিত চল্লিশটি স্বভাব কি কি?

-ফেরদৌস মণ্ডল, চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত চল্লিশটি উত্তম স্বভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি সেগুলির বর্ণনা দেননি। কারণ তাতে উম্মতে মুহাম্মাদী কেবল ঐগুলিই আমল করবে এবং অন্যান্য উত্তম স্বভাবগুলির প্রতি উদাসীন হবে। তবে উক্ত চল্লিশটি উত্তম স্বভাবের মধ্য থেকে কতিপয় উত্তম স্বভাব বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ থেকে ইবনু বাত্ত্বাল উল্লেখ করেছেন, যেগুলি নিম্নরূপ :

(১) বকরী দান করা (২) সালামের জবাব দেওয়া (৩) হাঁচির জবাব দেওয়া (৪) রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া (৫) শিল্প প্রস্তুতকারীকে সহায়তা করা (৬) অজ্ঞকে শিক্ষা দান করা (৭) জুতার ফিতা দান করা (৮) মুসলিম ভাইয়ের কোন দোষ গোপন করা (৯) মানহানি থেকে মুসলিম ভাইকে রক্ষা করা (১০) তাকে আনন্দ দান করা (১১) বৈঠকে কেউ আসলে তার জন্য জায়গা করে দেওয়া (১২) উত্তম কাজের পথ প্রদর্শন করা (১৩) উত্তম কথা বলা (১৪) জনকল্যাণে গাছ লাগানো (১৫) চাষাবাদ করা (১৬) অন্যের কল্যাণে সুফারিশ করা (১৭) রোগীকে দেখতে যাওয়া (১৮) মুছাফাহা করা (১৯) আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে ভালোবাসা (২০) আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে ঘৃণা করা (২১) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পরস্পরে বৈঠক করা (২২) ও সাক্ষাৎ করা (২৩) মানুষের প্রতি শুভ কামনা করা (২৪) অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা প্রভৃতি *(ফাৎহুল বারী, ৫/৩০৭, হা/২৬৩১-এর আলোচনা 'দানের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : কুরআন হেফয করার পর মুখস্থ না রাখতে পারলে গোনাহগার হবে কি? 'কুরআন ভুলে গেলে ক্বিয়ামতের দিন তাদের মুখের চামড়া থাকবে না' কথাটির সত্যতা আছে কি?

-শরীফ হোসাইন, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : কুরআন ভুলে যাওয়া বড়ই মন্দ কাজ। বিশেষতঃ অলসতা বশতঃ এরূপ হলে তা আরো নিন্দনীয়। আবুল 'আলিয়া (রহঃ) থেকে মওকূফ সূত্রে বর্ণিত আছারে এসেছে, তিনি বলেন, আমরা কোন ব্যক্তির কুরআন শিক্ষার পর তা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার কারণে ভুলে যাওয়াকে বড় পাপ হিসাবে গণ্য করতাম' *(সনদ জাইয়িদ)*। ইবনু সীরীন বলেন, কেউ কুরআন ভুলে গেলে লোকেরা তাকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করত' *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী হা/৫০৩৮-এর আলোচনা, সনদ ছহীহ)*। তবে চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ভুলে যায়, তবে সে গুনাহগার হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কুরআনের প্রতি যথাযথভাবে যত্নবান হও। আল্লাহ্‌র কসম! উট যেমন বাঁধন ছিঁড়ে চলে যায়, কুরআন তার চেয়ে বেশী দ্রুত চলে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৮৭)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কষ্টকরভাবে কুরআন পাঠ করে, সে দ্বিগুণ ছওয়াব পায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২)*। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং সে যেন বলে, আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৮৮)*।

'ক্বিয়ামতের দিন তার মুখের চামড়া থাকবে না' মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ভুলে যাবে সে ক্বিয়ামতের দিন অঙ্গহানী অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১৪৭৪; মিশকাত হা/২২০০)*। এছাড়া 'কুরআন বা কুরআনের কোন আয়াত ভুলে যাওয়া সবচেয়ে বড় গোনাহ' মর্মে বর্ণিত হাদীছটিও যঈফ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৭২০, যঈফুল জামে' হা/৩৭০০)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : ছালাতে আয়াতের জওয়াব সরবে দিতে হবে না নীরবে?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : আয়াতের জওয়াব নীরবে দিতে হবে। কারণ ছালাতের শুরু হ'তে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র 'আমীন' সরবে বলার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারাকুৎনী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৮৪৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুছল্লী তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১০)*।